

মুনাযাতে মাকবুল

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ

“I seek the *forgiveness* of Allah, the Mighty.”

আশরাফ আলী খানবী রহঃ

মোনাজাতে মকবুল

ও
হেজবুল বাহার
(ইহাতে আরও পাইবেন)

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ✪ আল্লাহ্ তায়ালার ৯৯ নাম, | ✪ কবর যিয়ারতের নিয়ম, |
| ✪ বিবাহ পড়াইবার নিয়ম, | ✪ ছালাতুত তাসবীহর নিয়ম, |
| ✪ কাফন-দাফনের নিয়ম, | ✪ মৌলুদ শরীফের নিয়ম, |
| ✪ ১২৮টি দোয়ায়ে মাছুরা, | ✪ তওবার নিয়ম, ৬টি কালেমা, |

মূল :

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রঃ)

অনুবাদক :

ছফীকুল শিরোমণি আলেমে হাক্কানী হযরত মাওলানা

শামছুল হক ফরিদপুরী (রঃ)

(প্রাক্তন প্রিন্সিপাল জামেয়া কোরআনিয়া, ঢাকা)

ও

মাওলানা আজিজুল হক সাহেব

মোহাদ্দেছ জামেয়া রহমানিয়া মোহাম্মদ পুর ঢাকা

হামিদিয়া লাইব্রেরী লিমিটেড

৬৫, চক সারকুলার রোড, ঢাকা-১২১১

সূচী পত্র

বিষয়

পৃষ্ঠা

| | |
|--|-----|
| ● দোয়ার ফজীলত | ৮ |
| ● দোয়া কবুল হওয়ার আদব | ১৪ |
| ● দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময় | ১৬ |
| ● দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ স্থান | ১৭ |
| ● যে সব লোকের দোয়া কবুল হয় তাহার বয়ান | ১৮ |
| ● প্রথম মঞ্জিল (শনিবার) | ১৯ |
| ● দ্বিতীয় মঞ্জিল (রবিবার) | ৩৭ |
| ● তৃতীয় মঞ্জিল (সোমবার) | ৫৫ |
| ● চতুর্থ মঞ্জিল (মঙ্গলবার) | ৭১ |
| ● পঞ্চম মঞ্জিল (বুধবার) | ৮৮ |
| ● ষষ্ঠ মঞ্জিল (বৃহস্পতিবার) | ১০৩ |
| ● সপ্তম মঞ্জিল (শুক্রবার) | ১১৯ |
| ● বিশেষ বিশেষ দোয়া | ১৩২ |
| ● আন্নাহুর ৯৯ নাম | ১৩২ |
| ● আউয়াল কালেমা তৈয়েব | ১৩৬ |
| ● দুয়ম কালেমা শাহাদাত | ১৩৬ |
| ● ছুয়ম কালেমা তমজীদ | ১৩৬ |
| ● চাহারম কালেমা তৌহীদ | ১৩৭ |
| ● ঈমানে মুজমাল | ১৩৭ |
| ● ইমানে মুফাচ্ছাল | ১৩৮ |
| ● অজুর দোয়া | ১৩৯ |
| ● হাত ধোয়ার দোয়া | ১৪০ |
| ● কুলি করিবার দোয়া | ১৪০ |
| ● নাকে পানি দেওয়ার দোয়া | ১৪০ |
| ● মুখ ধুইবার দোয়া | ১৪১ |
| ● ডান হাত ধোয়ার দোয়া | ১৪১ |
| ● বাম হাত ধোয়ার দোয়া | ১৪১ |
| ● মাথা মাছেহ করার দোয়া | ১৪১ |
| ● কান মাছেহ করার দোয়া | ১৪২ |
| ● গরদান মাছেহ করার দোয়া | ১৪২ |
| ● ডান পা ধোয়ার দোয়া | ১৪২ |
| ● বাম পা ধোয়ার দোয়া | ১৪৩ |
| ● গুজু শেষের দোয়া | ১৪৩ |
| ● তাহাজ্জুদের দোয়া | ১৪৪ |

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدُّعَاءَ لِرَدِّ الْقَضَاءِ . وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي عَلَّمَنَا مَا يُتَّقَى بِهِ
الْبَلَاءُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ إِلَى مَا نَخْرُجُ بِهِ عَنْ
كُلِّ عَنَاءٍ وَعَلَى عُلَمَاءِ أُمَّتِهِ وَأَوْلِيَاءِ زَمَرْتِهِ الَّذِينَ بَدَّلُوا
جُهْدَهُمْ فِي جَمْعِ أَسْبَابِ الشِّفَاءِ مِنْ كُلِّ دَاءٍ .

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বান্দার দোয়া কবুল করিয়া তকদীরের লেখা পর্যন্ত পরিবর্তন করিয়া দিতে পারেন। সহস্র দুরূদ ও সালাম আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা আহমেদ মুজতবা (সঃ)-এর উপর, যিনি আমাদেরকে সব রকমের বালা-মুসীবত, বিপদ-আপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় (দোয়া) শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। রসূলুল্লাহর সমস্ত আল ও আছহাবগণকেও ছালাম যাঁহারা রসূলুল্লাহর সব কথা শিক্ষা দিয়া আমাদেরকে সব রকমের কষ্ট হইতে রক্ষা পাইবার উপায় করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং রসূলুল্লাহর উম্মতের মধ্যে যে ওলামা আউলিয়া গুজরিয়াছেন তাঁহাদিগকেও সালাম; যাঁহারা নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়া আশ্রয় চেষ্টা করিয়া আমাদেরকে সব রোগের ঔষধ এবং সব বিপদ উদ্ধারের উপায় একত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

দোয়ার ফযীলত

মানুষের দুইটি জীবন- (১) দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন। (২) আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবন। প্রত্যেকেই উভয় জীবনকেই বিপদ-আপদ এবং বাধা-বিঘ্ন হইতে মুক্ত রাখিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিতে এবং চিরস্থায়ী হইতে চায়। এই জন্যই আল্লাহ পাক উভয় জীবনের মকছুদ হাছেল করিবার জন্য এবং বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য নানারূপ উপায় ও পস্থা নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। কতকগুলি উপায় এমন রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা শুধু দুনিয়ার মকছুদ হাছেল হয়; যথা- যিরাআত (কৃষি), ছেনাআত (শিল্প), তেজারত (ব্যবসা) ইত্যাদি এবং কতকগুলি উপায় এমন রাখিয়াছেন যাহা দ্বারা শুধু আখেরাতের মকছুদ হাছেল হয়; যথা- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, দুরুদ, এস্তেগ্ফার, তাছবীহ, তেলাওয়াত ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহপাক 'দোয়া' দ্বারা এমন এক উপায় ও তদবীর বান্দাকে দান করিয়াছেন, যদ্বারা সে দুনিয়ার মকছুদও হাছিল করিতে পারে এবং আখেরাতের মকছুদও হাছিল করিতে পারে। এই জন্য কোরআন হাদীছে দোয়ার অনেক ফযীলত বর্ণনা করা হইয়াছে। দোয়ার অর্থ "আদবের সহিত কাকুতি-মিনতি করিয়া খোদার নিকট চাওয়া।" কোরআনে আল্লাহ পাক ফরমাইয়াছেন-

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অর্থ : হে আমার বান্দাগণ ! "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাক শুনিব" অর্থাৎ তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করিব।

১। হাদীছ : হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "দোয়াই এবাদতের মগজ।" অর্থাৎ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করাই সব এবাদতের সার।

২। হাদীছ : “যাহাকে দোয়া করার তওফিক দেওয়া হইয়াছে তাহার জন্য কবুলিয়াতের দরজাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।” এক রেওয়ায়তে আছে “ তাহার জন্য বেহেশতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।” আর এক রেওয়ায়তে আছে, “তাহার জন্য রহমতের দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।”

৩। হাদীছ : “বান্দা যদি আল্লাহর নিকট স্বাস্থ্য ও সুখ চায় তবে আল্লাহ তাআলা তাহা অতি ভালবাসেন।”

এই হাদীছের দ্বারা ইহাও বুঝা গেল যে, দুনিয়ার সুখ-শান্তি, অভাব অভিযোগের জন্যও দোয়া করা চাই।

৪। হাদীছ : “তকদীরের লেখা শুধু এক দোয়াই খণ্ডন করিতে পারে, তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই উহা খণ্ডন করিতে পারে না। যে বালা নাযিল হইয়াছে তাহাতেও দোয়া ফলদায়ক হয় এবং যে বালা এখনও নাযিল হয় নাই তাহাতেও ফলদায়ক হয়। কোন সময় এমন হয় যে, বালা নাযিল হইতে থাকে, এদিক দিয়া দোয়া উঠিয়া গিয়া তাহার সহিত মোকাবিলা করিতে থাকে। এমনকি কেয়ামত পর্যন্ত উভয়ের মোকাবিলা হইতে থাকে।”

এই হাদীছের দ্বারা কয়েকটি উপদেশ আমরা লাভ করিলাম। প্রথমতঃ যে, যত প্রকার তদবীর ও চেষ্টা আছে দোয়া সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক। দ্বিতীয়তঃ মুসীবত আসার আগেও দোয়া করিতে থাকা চাই। তাহা হইলে তাহার বরকতে অনেক বালা-মুসীবত ফিরিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ অনেক সময় দোয়া কবুল হওয়ার ছুরত ইহাও হইয়া থাকে যে, যাহা চায় অবিকল তাহা পাওয়া যায় না, কিন্তু তাহা দ্বারা অন্য কোন বালা মুসীবত ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অতএব, দোয়া কবুল হওয়া জানা যাক বা না যাক খোদার প্রতি কিছুতেই অশুভ ধারণা করা চাই না বা দোয়া কবুল হয় না মনে করিয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দেওয়া চাই না।

৫। হাদীছ : “আল্লাহর নিকট বান্দার দোয়া অপেক্ষা অধিক কদর ও আদরের জিনিস আর কিছু নাই।”

৬। হাদীছ : “ যে চায় যে, বিপদের সময় আল্লাহ তাহার দোয়া কবুল করুন, সুখের সময় তাহার খুব বেশী করিয়া দোয়া করা উচিত ।

এই হাদীছের দ্বারা বুঝা গেল যে, বালা-মুসীবত ছাড়া দোয়া করিলে বালা-মুসীবতের সময় তাহা কাজে আসে ।

৭। হাদীছ : “দোয়া করিতে ভগ্নোৎসাহ হইও না । কেননা, দোয়া করিয়া কেহই বিফল হয় না ।”

৮। হাদীছ : “দোয়া মু‘মিনের হাতিয়ার, দ্বীনের খুঁটি এবং আসমান ও যমীনের নূর (আলো) ।”

৯। হাদীছ : “এক বালাগ্রস্ত কওমের কাছ দিয়া নবী (সঃ) যাইতে ছিলেন । নবী (সঃ) আফসোস করিয়া বলিতে লাগিলেন, “তাহারা আল্লাহর নিকট স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য দোয়া কেন করে না?” আরও বলিলেন যে, কোন মুসলমান আল্লাহর নিকট নাছোড়বান্দা হইয়া চাহিতে থাকিলে আল্লাহ তাহাকে না দিয়া থাকিতে পারেন না; চাই যখন তখনই দেন, চাই আগামীর জন্য জমা করিয়া রাখেন ।”

এই হাদীছের দ্বারা জানা গেল যে, দোয়ার মত দোয়া হইলে তাহা নিশ্চয়ই কবুল হইবে । কিন্তু কবুল হওয়ার রূপ ভিন্ন ভিন্ন । (ক) কোন সময় যা চায় তাই পায়, যখন চায় তখনই পায় । (খ) কখনও যখন-তখন পায় না, আখেরাতের জন্য জমা করিয়া রাখা হয় । (গ) পূর্বে জানা গিয়াছে যে, দোয়া দ্বারা অন্যান্য বালা-মুসীবতও দূর হয় । মূল কথা এই যে, খোদার দরবারে হাত পাতিলে তিনি তাহা খালি ফিরাইয়া দেন না ।

দোয়া এত জরুরী এবং ফযীলতের জিনিস হওয়া সত্ত্বেও আমরা এ সম্বন্ধে অনেক তাচ্ছিল্য ও অবহেলা করিতেছি । আম লোকের ত কথাই নাই, বিশেষ লোকেরও দোয়ার দিকে যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল ততটা দিতেছেন না । অন্যান্য সময় দূরের কথা, পাঞ্জেরগানা নামাযের পরে যে দোয়া করা হয়, তাহাও শুধু মুখস্ত গদবাধা পড়িয়া দেওয়া হয়, অর্থের দিকে আদৌ লক্ষ্য করা হয় না, ভক্তি ও মনোযোগের সহিত খোদার দরবারে যেমন কাকুতি-মিনতি করিয়া মন গলাইয়া ভিক্ষা চাওয়ার ভাব

ভঙ্গিমায় কাতর স্বরে প্রার্থনা করা উচিত ছিল, সেরূপ আদৌ করা হয় না। খোদার দরবারে যে যত চায়, ততই তিনি সন্তুষ্ট হন এবং যে না চায় বা অভক্তি ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চায় তাহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। অথচ সে কথা আমাদের আদৌ মনে থাকে না। দুনিয়ার কোন একটি কাজের জন্য আমরা যতদূর যত্ন লইয়া থাকি আল্লাহর বদান্যতার দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাঁহার দরবারে দরখাস্ত দিতে আমরা ততটুকু যত্নবান হই না। দুনিয়ার সব তদবীর চেষ্টা আমরা করি; কিন্তু সব তদবীরের কলকাঠি, যাঁহার হাতে, সব চেষ্টা ফলবতী হয় যাঁহার ক্ষমতায়, তাঁহার নিকট আমরা অন্তরের সহিত রুজু হই না। ফলকথা, এই যে, দোয়া সম্বন্ধে আমরা অনেক ক্রটি করিতেছি।

প্রথমতঃ এই যে, শুধু মুসীবতের সময় দোয়া করি; মুসীবত সরিয়া গেলে শেষে আর স্মরণ থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ এই যে, মুসীবতের সময়ও শাহী দরবারে শিখান দোয়াগুলি আমরা অবলম্বন করি না— অন্যান্য অযীফা ও আমালিয়াতের দ্বারা কার্য সমাধা করিতে চাই।

তৃতীয়তঃ অর্থ বুঝিয়া অর্থের দিকে খেয়াল রাখিয়া মন গলাইয়া ভক্তি ও মনোযোগের সহিত দোয়া করি না।

চতুর্থতঃ দোয়া কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস এবং দোয়া ফলবতী হওয়ার বিশ্বাস থাকিলে যেক্রম মনে সাহস ও উৎসাহ হওয়া উচিত ছিল তদ্রূপ হয় না।

পঞ্চমতঃ দোয়া কবুল হইতে দেৱী দেখিলে বিরক্ত হইয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দেওয়া হয়— যেন খোদাকে জলদি দেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয় (তওবা! তওবা!) এতদ্ব্যতীত দোয়া কবুল হওয়ার আরও যে সব শর্ত আছে তাহাও পূরণ করা হয় না। যথা— হাদীছে আছে—

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ عَنْ قَلْبٍ لَاهٍ .

অর্থ : “মন অন্য দিকে থাকিলে তাহার দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না।”

হারাম খোরাক-পোশাক থাকিলে তাহার দোয়া কবুল হয় না, আমর-বিল মা'রুফ, নেহি আনিল মুন্কার (তবলীগের কাজ) ছাড়িয়া দিলে দোয়া কবুল হয় না, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইসব ক্রটি সংশোধনার্থে মুসলমান ভাইদের হিতার্থে আল্লাহর কালাম এবং রসূলুল্লাহর হাদীছ হইতে সব রকমের মকছুদ প্রার্থনার এবং সব রকমের বালা-মুসীবত হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য কতকগুলি দোয়া এখানে একত্রিত করিয়া দেওয়া হইল। কোরআন হাদীছের দোয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ। কেননা, প্রথমতঃ ইহা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; কাজেই এই দরখাস্ত মঞ্জুর হইবার আশা খুব প্রবল। দ্বিতীয়তঃ ইহার মধ্যে যেমন দীন ও দুনিয়া উভয় স্থানের সর্বপ্রকার মকছুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, অন্য কেহ কেয়ামত পর্যন্ত চেষ্টা করিলেও তদ্রূপ পারিবে না। তৃতীয়তঃ ইহার ভাষা এবং বিষয় এত ব্যাপক এবং মার্জিত যে, অন্যের দ্বারা ঐরূপ সম্ভবপর নহে। অনেক সময় দরখাস্ত করিতে গিয়া কোন বে-আদবীর শব্দ মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেলে হিতে বিপরীত ঘটবার আশঙ্কা। কাজেই স্বয়ং শাহী দরবারের গঠিত ভাষায় দোয়া করা যেমন নিরাপদ আশাপ্রদ অন্যটি তেমন নহে। কিন্তু খোদার দরবারের ভাষা আরবী। আজকাল লোকের মধ্যে আলস্য, অবহেলা, বেখেয়ালী, দুর্বল সাহস এবং দুনিয়াদারী বেশী আসিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা সকলে আরবী ভাষা শিক্ষা করে না এবং তদ্রূপ আসল আরবীর মাধুর্য ও রস গ্রহণ করিতে পারে না। অথচ অর্থ না বুঝিলে, মর্ম গ্রহণ করিতে না পারিলে মনটা তত গলে না। তাই আসল আরবীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা অনুবাদ রাখিয়া মন গলাইয়া দোয়া করিতে পারে এবং কোন্ মকছুদের জন্য কোন্ দোয়া তাহাও বুঝিতে পারে।

আমি দীনহীন নরাধম, আমার আখেরাতের জীবন যাহাতে সাফল্য মণ্ডিত হয় এবং খোদা যাহাতে আমার অন্যায়ে অপরাধ সব মাফ করিয়া দিয়া আমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, সে জন্য এই নরাধমের জন্য দোয়া করিবেন।

নাটাজ শামছুল হক

হজুরের নগণ্য খাদেমকেও ভুলিবেন না। খাদেম -আজিজুল হক

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য

জ্ঞাতব্য বিষয়

আদবের সহিত দোয়া করিলে দোয়া নিশ্চয়ই কবুল হয়।

হাদীছ : **مَنْ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الدُّعَاءِ فَتَحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ**

অর্থাৎ যাহার জন্য দোয়ার দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, (অর্থাৎ দোয়ার তওফিক দান করা হইয়াছে) তাহার জন্য রহমত ও কবুলিয়াতের দরজাও খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তিরমিযী শরীফ)

দোয়া কবুল হওয়ার জন্য যেমন খাছ খাছ আদব আছে, তদ্রূপ খাছ খাছ সময় ও খাছ খাছ স্থানও আছে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে-

تَعَرَّضُوا لِنَفْحَاتِ رَبِّكُمْ فَإِنَّ لَهُ نَفْحَاتٍ مِّنْ رَّحْمَةٍ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -

অর্থাৎ খাছ খাছ সময়ে আল্লাহর রহমতের দরিয়াতে জোশ আসে। অতএব, রহমতের দরিয়ার সেই জোশের সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া সেই সময় দোয়া করা তোমাদের উচিত।

দোয়া মু'মিন বান্দার জন্য অতি বড় সম্বল। হাদীছ শরীফে আছে-

الدُّعَاءُ مَخُّ الْعِبَادَةِ অর্থাৎ দোয়া এবাদতের মগজ স্বরূপ। অন্য এক হাদীছে আছে- **الدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ** অর্থাৎ দোয়া মু'মিন বান্দার জন্য হাতিয়ার ও অস্ত্র স্বরূপ।

এস্থানে দোয়া কবুল হওয়ার কতিপয় আদব, স্থান ও সময় লিপিবদ্ধ করা হইবে। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ তাহা অবগত হইয়া তদনুযায়ী কাজ করিতে উৎসাহিত হউন।

দোয়া কবুল হওয়ার আদব

(১) খোরাক-পোশাক এবং রোজগার হালাল হওয়া চাই। হারাম রোজগার হইতে বাঁচা চাই। (২) নিয়ত খালেছ হওয়া চাই অর্থাৎ এক খোদা ব্যতীত অন্য কাহারও যে আমাদের দেলের মকছুদ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা নাই এবং আল্লাহর যে সম্পূর্ণ ক্ষমতা এবং অসীম দয়া আছে ইহার উপর বিশ্বাস রাখা চাই। (৩) দোয়া করিবার পূর্বে খালেছ নিয়তে কোন নেক কাজ করা। যেমন নামায পড়া, যিকির করা, দান করা, কোন উপকার করা, ধর্মবাণী প্রচার করা, কোন পাপের কাজ সামনে আসা সত্ত্বেও তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা ইত্যাদি। কাজ করিয়া তারপর এইরূপে দোয়া করা যে, আয় আল্লাহ! এই কাজটি আমি খালেছভাবে তোমাকে রাযী করিবার উদ্দেশ্যে করিয়াছি, আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। ইহার বরকতে নিজ দয়াগুণে আমার দোয়া কবুল কর। (৪) পাক-সাফ হইয়া দোয়া করা। (৫) অযু করিয়া দোয়া করা (৬) কেবলার দিকে মুখ করিয়া দোয়া করা। (৭) দোয়া করার সময় দু'জানু হইয়া বসা। (৮) দোয়ার প্রথমে এবং শেষে নবী (সঃ)-এর উপর দুরূদ পাঠ করা। (৯) দোয়ার প্রথমে এবং শেষে আল্লাহর প্রশংসা এবং তা'রীফ করা। (১০) দোয়া করার সময় উভয় হাত পাতিয়া দোয়া করা। (দু'হাত মিলাইয়া রাখিবে এবং কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাইবে এবং দোয়া শেষ করিয়া দু'হাত মুখে মুছিয়া লইবে।) (১১) দোয়া করিবার সময় আদবের সহিত বসিবে এবং নেহায়েত আজিজীর সহিত কাকুতি-মিনুতি করিয়া কাতরস্বরে দোয়া-করিবে। (১২) দোয়া করিবার সময় অবনত মস্তকে দোয়া করিবে এদিক ওদিক বা উপরের দিকে তাকাইবে না। (১৩) আল্লাহর নিরানব্বই নাম অথবা কতক বিশেষ বিশেষ নাম উচ্চারণ করিয়া দোয়া করিবে। (১৪) গানের সুরে দোয়া করিবে না এবং বাক্যের মিল বা ছন্দ বানাইবার প্রতি তৎপর হইবে না। (১৫) পয়গাম্বরগণের এবং আউলিয়াগণের অছিল্লা দিয়া দোয়া করা, (১৬) অনেক উচ্চস্বরে বা একেবারে মুখ না নাড়িয়া দোয়া করিবে না, কাতর স্বরে ভিক্ষা চাওয়ার মত মাঙ্গিয়া দোয়া করিবে।

(১৭) হযরত নবী (সঃ) যে সমস্ত দোয়া করিয়াছেন সে সব দোয়া মাস্তা।
 (১৮) এমন দোয়া করা যাহাতে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় এবং উভয় কালের দুঃখ-কষ্ট মোচন হয়। (১৯) দোয়া করিবার সময় প্রথমে নিজের জন্য তারপর মা বাপের জন্য তারপর সমস্ত মুসলমানের জন্যও দোয়া করা। (২০) যদি ইমাম হয় তবে শুধু নিজের জন্য দোয়া করিবে না, সমস্ত মোক্তাদীদের জন্যও দোয়া করিবে। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে— ইমাম হইয়া যদি শুধু নিজের জন্য দোয়া করে তবে মোক্তাদীদের পক্ষে সে খেয়ানতকারী হইবে। (২১) দোয়া করিবার সময়ে একান্ত দৃঢ় বিশ্বাস এবং প্রগাঢ় ভক্তির সহিত দোয়া করিবে; এ রকম বলিবে না যে, আয় আল্লাহ! যদি তোমার ইচ্ছা হয় তবে আমাকে অমুক জিনিস দাও। বরং এই বিশ্বাসে দোয়া করিবে যে, আল্লাহ্ তায়ালা নিশ্চয়ই আমার দোয়া কবুল করিবেন এবং নিশ্চয়ই আমার মকছুদ আমাকে দিবেন। (২২) দোয়া করিবার সময় নেহায়েত জওক শওক এবং একান্ত আগ্রহের সহিত দোয়া করিবে। (২৩) দোয়া করিবার সময়ে দেলকে হাজির করিয়া আল্লাহ্র দিকে দিল রুজু করিয়া দিয়া ভক্তি ও ভয় দেলের মধ্যে বাকিয়া দোয়া করিবে। (২৪) শুধু একবার বলিয়া ক্ষান্ত হইবে না; বারবার বলিবে—অন্ততঃ তিন বার বলিবেই। তিনবার এক মজলিসেও এবং তিন মজলিসেও বলিবে। (২৫) নাছোড়বান্দা হইয়া দোয়া করিবে অর্থাৎ না নিয়া ছাড়িবে না এইভাবে দোয়া করিবে। (২৬) কোন গোনাহর কাজের জন্য বা পরের ক্ষতির জন্য দোয়া করিবে না। (২৭) আল্লাহ্ তাআলার যাহা করিয়া সারিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে বা অসম্ভব কোন কাজের জন্য দোয়া করিবে না, যেমন স্ত্রী-পুরুষ হওয়ার জন্য দোয়া করিবে না। (২৮) আল্লাহ্র রহমতকে শুধু নিজের জন্য খাছ করিবার জন্য দোয়া করিবে না। (২৯) কোন মানুষের উপর ভরসা করিবে না, শুধু আল্লাহ্র উপরই ভরসা করিবে এবং আল্লাহ্র কাছেই চাহিবে যাহা কিছু চাহিবার আছে। (৩০) দোয়া করিয়া দোয়ার শেষে যে দোয়া করিবে সে-ও আমীন বলিবে এবং যাহারা শ্রোতা তাহারাও আমীন বলিবে। (৩১) দোয়া করিয়া সারিয়া দু'হাত মুখে মুছিয়া লইবে। (৩২) দোয়া কবুল হইতে দেৱী হইলে তাহাতে ঘাবড়াইয়া দোয়া করা ছাড়িয়া দিবে না বা এরূপ বলিবে না যে, এত দোয়া করিলাম কিন্তু কবুল হইল না।

দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময়

দোয়া কবুল হওয়ার সময় : সব সময়ই মু'মিন বান্দা যদি খাঁটি দেলে দোয়া করে তবে সে দোয়া যখনই করুক নিশ্চয়ই কবুল হইবে।

অবশ্যই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সময় আছে সেই সময়ে দোয়া কবুল হওয়ার আশা সর্বাধিক বেশী। সেই সময়গুলি নষ্ট করা চাই না। উহার বিবরণ এই— (১) শবে কদর অর্থাৎ রমযানের শেষ দশ দিনের বে-জোড় রাতগুলিতে; যথা—২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ এই ৫টি রাত্র। (২) হজ্জের দিন অর্থাৎ ৯ই জিলহজ্জের তারিখ। (৩) সমস্ত রমযান মাস দিনে ও রাত্রে। (৪) শুক্রবার রাত্রে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে (৫) শুক্রবার দিনে।

হাদীছ শরীফে আসিয়াছে— শুক্রবার সম্পূর্ণ দিনের মধ্যে একটি সময় এমন আছে যে, সেই সময়ে যে কোন দোয়া করিবে তাহা অবশ্যই কবুল হইবে। কিন্তু ঐ সময় নির্দিষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। অধিকাংশ ইমামগণ দুইটি সময় সম্বন্ধে মত স্থির করিয়াছেন। একটি সময় শুক্রবার আছর হইতে মাগরেব পর্যন্ত; দ্বিতীয় সময় খোৎবার শুরু হইতে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু খোৎবার সময় মুখে দোয়া করা জায়েয নাই কাজেই মনে মনে দোয়া করিবে; ইমাম যখন দোয়া করেন তখন “আমীন” বলিবে। যাহার কোন মকছুদ থাকে তাহার এই দুই সময় অবশ্যই দোয়া করা উচিত।

(৬) প্রত্যেক রাত্রে চারটি সময় দোয়া কবুল হওয়ার খাছ সময় রাত্রে প্রথম এক তৃতীয়াংশ, শেষ তৃতীয়াংশ এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর কালে ও ছোবহে ছাদেকের সময়। (৭) আযানের সময়। (৮) মোয়াজ্জিন যখন হাইয়্যা আলাছ্ছালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ বলে। (৯) এবং ইকামতের মাঝখানের সময়টা দোয়া কবুল হওয়ার একটি খাছ সময় কোন বিপদগ্রস্ত মুসীবতজাদা পীড়িত লোক এই সময় দোয়া করিলে তাহা কবুল হওয়ার খুবই আশা করা যায়। (১০) প্রত্যেক নামাযের পর। (১১) যে সময়

জেহাদের মধ্যে সৈন্যের কাতার সাজান হয় এবং যে সময় লড়াই হয়। (১২) ছাজদা অবস্থায়। (১৩) কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করিয়া শেষ করার পর বিশেষতঃ কোরআন শরীফ খতম করার পর দোয়া কবুল হওয়ার একটি বিশেষ সময়। (১৪) আবে-যমযম পানি পান করিবার সময়। (১৫) কোন মুসলমানের মৃত্যুর সময় কালেমা তালকীন করিবার সময়, তখন দোয়া কবুল হইবার একটি সুযোগ। (১৬) মোরগের বাগ যখন শুনা যায়। (১৭) যখন অনেক সংখ্যক মুসলমান ঈমানদার লোক একতাবদ্ধ হয় তখন দোয়া কবুল হইবার একটি সময়। (১৮) যিকিরের মজলিসে দোয়া কবুল হয়। (১৯) নামাযের মধ্যে ইমাম যখন সূরা ফাতেহা শেষ করে এবং সকলে “আমীন” বলে। (২০) নামাযের একামত বলিবার সময়। (২১) যখন আল্লাহর রহমতের পানি বর্ষিত হয় তখন। (১২) যখন বায়তুল্লাহ শরীফের উপর নজর পড়ে তখন। (২৩) সূরা আনআম তেলাওয়াত করিতে করিতে যখন এই আয়াত আসে—

وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا
 أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ - اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ -

তখন দুই আল্লাহ লফজের আল্লাহর মাঝখানে যে কোন দোয়া করা হয় তাহা কবুল হয়।

দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ স্থান

মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফ দোয়া কবুল হইবার বিশেষ স্থান, তন্মধ্যেও বিশেষ করিয়া হযরতের রওয়া মোবারকের কাছে এবং মক্কা শরীফে ১৫টি জায়গায় খাছভাবে দোয়া কবুল হয়।

সেই ১৫টি জায়গা এই : (১) তওয়াফের মধ্যে। (২) মোলতাজাম অর্থাৎ হাজরে আছওয়াদ এবং বায়তুল্লাহ শরীফের দরজার মধ্যের জায়গা।

(৩) মীজাবে রহমতের নীচে অর্থাৎ বায়তুল্লাহ্ শরীফের পরনালার নীচে। (৪) বায়তুল্লাহ্ শরীফের ঘরের ভিতরে। (৫) যমযমের কুঁয়ার কাছে। (৬) সাফা এবং (৭) মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর (৮) এবং এই উভয় পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়াইবার সময়। (৯) মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে। (১০) আরাফার ময়দানে। (১১) মুজদালেফার মধ্যে। (১২) মিনার মধ্যে। (১৩, ১৪, ১৫ই জিলহজ্জ তারিখে) যখন মিনার মধ্যে তিনটি খাম্বার আছে শয়তানকে কঙ্কর বা পাথর মারা হয়।

যে সব লোকের দোয়া কবুল হয় তাহার বয়ান

(১) বিপদগ্রস্ত এবং পীড়িত লোকের দোয়া কবুল হয়। (২) উৎপীড়িত অত্যাচারিত লোক ফাছেক বা কাফের হইলেও তাহার বদ-দোয়া কবুল হয়। (৩) মা-বাপের দোয়া (ছেলে মেয়ের জন্য) কবুল হয়। (৪) ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর দোয়া কবুল হয়। (৫) আল্লাহর আশেক এবং আল্লাহর হুকুমের তাবেদার ওলীআল্লাহর দোয়া কবুল হয়। কিন্তু যখন সৎকাজে আদেশ, বদ কাজে নিষেধ করা হয় না তখন ওলীআল্লাহর দোয়াও কবুল হয় না। (৬) যে মা-বাপের তাবেদারী করে তাহার দোয়া কবুল হয়। (৭) মুসাফেরী হালাতে দোয়া কবুল হয়। (৮) রোযাদারের ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়। (৯) এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য তাহার অসাক্ষাতের দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। হাজীগণ হজ্জ করিয়া যখন আসেন তখন বাড়ী পৌঁছবার পূর্বে তাঁহাদের দোয়া কবুল হয়। *

কিন্তু দোয়া কবুল হওয়া তিন প্রকার-(১) কোন বান্দা যা চায় অবিকল তাহাই দান করা হয়। (২) কোন কোন সময় ঐ দোয়ার দ্বারা অন্য কোন বান্দার মুসীবত দূর করিয়া দেওয়া হয়। (৩) আবার কোন সময় দুনিয়াতে যা চায় তাঁ না দিয়া আখেরাতের জন্য (মজুদ) রাখিয়া দেওয়া হয়, আখেরাতে সব একত্রে দেওয়া হইবে।

আরম্ভ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ يَا خَيْرَ مَأْمُولٍ - وَأَكْرَمَ مَسْئُولٍ عَلَيَّ مَا

আমরা সকলে তোমারই প্রশংসা করি হে সর্বোত্তম আশা ভরসা স্থল ও
ভিক্ষা প্রার্থীদের সর্বাধিক দাতা!

عَلَّمْتَنَا مِنَ الْمُنَاجَاتِ الْمَقْبُولِ - مِنْ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ

তুমিই আমাদিগকে শিখাইয়াছ এমন দোয়াসমূহ যাহা তোমার দরবারে
গৃহীত, যাহা (তুমি) আল্লাহর নৈকট্যের বিশেষ মাধ্যম

وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ - فَصَلِّ عَلَيْهِ مَا اخْتَلَفَ الدَّبُورُ

এবং উহা রসূল (সঃ) কর্তৃক গৃহিত দোয়াসমূহ। হে আল্লাহ! তাঁহার
উপর রহমত বর্ষণ কর যাবত প্রবাহমান থাকে পূর্বের

وَالْقَبُولِ - وَأَنْشَعَبَتِ الْفُرُوعُ مِنَ الْأَصُولِ - ثُمَّ نَسْنَلُكَ

ও পশ্চিমের বাতাস এবং এই দোয়া ও দুরূদ পুরুষ-পরম্পরা চলিতে
থাকিবে যাবত বিস্তার লাভ করে মূল হইতে শাখা-প্রশাখা।

তারপর তোমার নিকট মঞ্জুরি ভিক্ষা চাই-

بِمَا سَنَقُولُ - وَمِمَّا السُّؤَالُ وَمِنْكَ الْقَبُولُ

ঐ সবেবর যে সমস্ত দোয়া আমি সম্মুখে পেশ করিব। আমাদের কাজই
দরখাস্ত করা; আর একমাত্র তোমারই কাজ মঞ্জুর করা।

مُنَاجَاتٍ مَّقْبُولٍ

মোনাজাতে মকবুল
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

পরম দাতা দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং দুরুদ ও সালাম তাঁহার জন্য

سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

যিনি আল্লাহর সমস্ত পয়গাম্বরগণের সর্দার এবং তাঁহার সমস্ত

বংশধর ও সহচরদের জন্য ।

প্রথম মঞ্জিল

(শনিবার)

(۱) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً

(১) আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে দান কর দুনিয়ায় ভাল অবস্থা এবং
আখেরাতেও ভাল অবস্থা

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۲) رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا

এবং আমাদেরকে দোষখের আযাব হইতে বাঁচাও । (২) আয় আল্লাহ্!

আমাদেরকে ছবর দান কর, আর

وَوَيْبَتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

আমাদেরকে মজবুত রাখ (তোমার দ্বীনের উপর) এবং

কাফেরদের মোকাবেলায় জয়ী কর ।

(৩) رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

(৩) আয় আল্লাহ! আমাদের ভুলক্রটি ধরিও না।

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَيَّ

আয় আল্লাহ! আমাদের উপর জারী করিও না কঠোর আইন

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا - رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَالًا طَاقَةَ

পূর্ববর্তী উম্মতগণের ন্যায়। আয় আল্লাহ! আমাদের শক্তির বাহিরে
কোন হুকুম জারী করিও না।

لَنَا بِهِ - وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ

এবং আমাদের অন্যায় ক্ষমা কর এবং আমাদের ক্রটি মার্জনা কর
এবং আমাদের প্রতি দয়ার নজর রাখ; তুমিই

مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

আমাদের একমাত্র মালিক, অতএব, তুমি আমাদের কাফেরদের
মোকাবেলায় জয়ী কর।

(৪) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا

(৪) আয় আল্লাহ! একবার তুমি আমাদের হেদায়েত দান করিয়াছ,
এখন আবার আমাদের বিচলিত হইতে দিও না।

وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ -

এবং তুমি সর্ধচেয়ে বড় দাতা, তোমার নিকট হইতে আমাদের
রহমত দান কর।

(৫) رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(৫) আয় আল্লাহ্! আমরা ঈমান আনিয়াছি; আমাদের সব গোনাহ মাফ করিয়া আমাদের দোষখের আযাব হইতে রক্ষা কর।

(৬) رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ

(৬) হে আমার প্রভু! তুমি জগতকে অযথা সৃষ্টি কর নাই, (তোমার আজ্ঞাবহ দাস বানাইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছে;) অযথা কাজ করা হইতে তুমি পবিত্র।

فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ - رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارِ

অতএব, আমাদেরকে (তোমার দাস বানাইয়া) দোষখের আযাব হইতে বাঁচাইয়া রাখিও। হে মহান! তুমি যাহাদের দোষখে ফেলিবে

فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ - رَبَّنَا إِنَّا

তাহাদের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সীমা নাই এবং এদের জন্য কোন সহায়ও নাই। আয় আল্লাহ্! আমরা

سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ

একজন ঘোষণাকারীকে ঘোষণা করিতে শুনিয়াছি যে, “তোমরা তোমাদের খোদার উপর ঈমান আন”

فَأَمَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا

ইহা শুনিয়া আমরা ঈমান আনিয়াছি। অতএব, হে খোদা! আমাদের সব গোনাহ মাফ করিয়া দাও এবং যাহা কিছু অন্যায়-ক্রটি আমাদের আছে সব দূর করিয়া দাও।

وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ - رَبَّنَا وَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ

এবং নেক লোকদের দলভুক্ত করিয়া আমাদের মৃত্যু দিও এবং হে আল্লাহ্!
আমাদিগকে দান করিও যাহা দান করার ওয়াদা করিয়াছ

رُسُلِكَ وَلَا تَخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ

তোমার পয়গাম্বরদের মধ্যবর্তীতায় এবং কিয়ামতের দিন আমাদিগকে
অপমান করিও না, নিশ্চয়ই তুমি কখনও খেলাফ কর না

الْمِيعَادَ (٧) رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ

তোমার ওয়াদা । (৭) হে আল্লাহ্! আমরা নিজেরাই নিজেদের উপর
অত্যাচার করিয়াছি, এখন যদি

تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

তুমি ক্ষমা না কর, দয়া না কর, তবে আমাদের সর্বনাশ হইবে ।

(٨) رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ

(৮) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে সহ্যগুণ দান কর এবং ঈমানের
সহিত মৃত্যু দিও ।

(٩) أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ

(৯) তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়; অতএব, আমাদিগকে
ক্ষমা কর এবং দয়া কর; তুমিই

خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٠) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ

সর্বোত্তম ক্ষমাকারী । (১০) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদের যুলুমের
স্থান বানাইয়া অধিক পথভ্রষ্ট হইতে দিও না ।

الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ -

অত্যাচারীদিগকে এবং নিজ দয়াগুণে আমাদিগকে কাফেরদের হাত হইতে মুক্তি দান কর।

(১১) فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي

(১১) হে আকাশ ও যমীনের স্রষ্টা! তুমি আমার একমাত্র সহায়

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّنِي

দুনিয়া ও আখেরাতে। আমাকে ঈমানের সহিত মৃত্যু দিও
এবং মিলাইয়া রাখিও

بِالصَّالِحِينَ (۱۲) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ

নেক লোকদের সহিত (১২) আয় আল্লাহ্! খাঁটি মুসল্লী বানাও আমাকে

وَمِنْ ذُرِّيَّتِي - رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ - رَبَّنَا اغْفِرْ لِي

এবং আমার বংশধরগণকে! আয় আল্লাহ্! আমার দোয়া কবুল কর।

আয় আল্লাহ্! ক্ষমা করিয়া দিও আমাকে

وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

এবং আমার পিতা-মাতা ও সমস্ত মু'মিনগণকে কেয়ামতের হিসাবের দিন।

(۱۳) رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

(১৩) হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতার উপর রহমত নাযিল কর,

যেমন তাঁহারা আমাকে শিশুকালে লালন-পালন করিয়াছেন।

(১৪) رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجٍ

(১৪) আয় আল্লাহ্ ! আমাকে যেখানে নাও ভালভাবে নিও এবং যেখান হইতে নাও ভালভাবে নিও এবং নিযুক্ত কর

صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

তোমার পক্ষ হইতে আমার জন্য এক শক্তিশালী সাহায্যকারী।

(১৫) رَبَّنَا اٰتِنَا مِنْ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّئْ لَنَا مِنْ

(১৫) আয় আল্লাহ্ ! তোমার নিকট হইতে আমাদেরকে রহমত দান কর এবং সুবন্দোবস্ত করিয়া দাও।

اٰمْرًا رَّشْدًا (১৬) رَبِّ اَشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ

আমাদের সব কাজের। (১৬) আয় আল্লাহ্ ! আমার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়া দাও।

وَيَسِّرْ لِّيْ اٰمْرِيْ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِّسٰنِيْ

এবং আমার কাজ সহজ করিয়া দাও, আমার জিহ্বার গিরা (জড়তা) খুলিয়া দাও, যাহাতে

يَفْقَهُوا قَوْلِيْ (১৭) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (১৮) اٰتِنِيْ

লোকেরা আমার কথা সহজে বুঝিতে পারে। (১৭) আয় আল্লাহ্ ! আমার এলম্ বাড়াইয়া দাও। (১৮) হে মা'বুদ!

مَسِّنِي الضَّرَّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ (১৯) رَبِّ

আমাকে রোগে ধরিয়াকে; তুমি সর্বাধিক দয়ালু। (১৯) আয় আল্লাহ্ !

لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (২০) رَبِّ

আমাকে একা ছাড়িও না; তুমি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। (২০)

আয় আল্লাহ!

أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (২১) رَبِّ

আমাকে বরকতের ও রহমতের ঠিকানায় পৌছাইয়া দাও, তুমিই

সর্বোত্তম পৌছানেওয়াল। (২১) আয় আল্লাহ!

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ

আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি- শয়তান যেন আমার উপর তাছির

করিতে না পারে এবং আমি তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করি-

رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ (২২) رَبَّنَا أَمَّا فَاغْفِرْنَا

আয় আল্লাহ! তাহারা যেন আমার কাছেও আসিতে না পারে। (২২)

আয় আল্লাহ! আমরা ঈমান আনিয়াছি, অতএব, আমাদের সব

গোনাহ মফ করিয়া দাও

وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ (২৩) رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

এবং আমাদের উপর মেহেরবানী কর, তুমি সর্বোত্তম মেহেরবান। (২৩)

আয় আল্লাহ! আমাদের হইতে সরাইয়া দিও

عَذَابَ جَهَنَّمَ - إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (২৪) رَبَّنَا

দোষখের আযাব। নিশ্চয় দোষখের আযাব সর্বনাশ

সাধনকারী। (২৪) আয় আল্লাহ!

هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ

আমাদিগকে দান কর এমন স্ত্রী, পুত্র-কন্যা যেন তাহাদের কারণে
আমাদের চক্ষু শীতল হয়* এবং

اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (২৫) رَبِّ هَبْ لِي مِنْ

আমাদের (সবদার বানাও তো) মুত্তাকীদের সর্দার বানাও। (২৫)
আয় মা'বুদ! আমাকে দান কর।

لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

তোমার বিশেষ রহমতভাণ্ডার হইতে মঙ্গলময় নেককার সন্তান;
নিশ্চয় তুমি সকল দোয়া শ্রবণকারী।

(২৬) رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

(১৬) আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে তওফিক দান কর তোমার ঐ
সব নেয়ামতের শোকর আদায় করিবার

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ

যে সব নেয়ামত তুমি দান করিয়াছ আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে এবং

أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ

আমাকে তওফিক দান কর এরূপ নেক আমল করিবার যাহা তুমি
পছন্দ কর এবং তোমার দয়াগুণে আমাকে দলভুক্ত করিয়া

* অর্থাৎ সুপুত্র, সুপরিবার আমাকে দান কর যাহাদের দ্বারা আমি ইহকাল ও পরকালে
শান্তি পাইতে পারি। আখেরাতের দিক দিয়া কোন লাভের বস্তু নহে বরং ক্ষতির কারণ
হয় এরূপ পরিবার- পরিজন হইতে আমাকে রেহাই দান কর।

فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (২৭) رَبِّ اِنِّي لَمَّا

রাখ তোমার নেক বান্দাগণের। (২৭) আয় আল্লাহ্! তুমি যাহা কিছু

اَنْزَلْتَ اِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (২৮) رَبِّ اَنْصُرْنِي

আমাকে দান কর তাহাই ভাল এবং তাহারই আমি মুখাপেক্ষী।

(২৮) আয় আল্লাহ্! আমাকে জয়যুক্ত কর।

عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ (২৯) رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ

ফেৎনা-ফাসাদকারীদের মোকাবেলায়। (২৯) আয় আল্লাহ্! সর্বব্যাপী

شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا

তোমার রহমত এবং তুমি সর্বজ্ঞ; অতএব, ক্ষমা কর তাহাদেরে

যাহারা তওবা করিয়া গ্রহণ করিয়াছে

سَبِيلِكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ - رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ

তোমার দ্বীনের পথ এবং তাহাদের দোষখের আযাব হইতে বাঁচাও।

আয় আল্লাহ্! স্থান দান কর তাহাদেরে

جَنَّتِ عَدْنٍ نِ اَلَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ

তোমার ওয়াদাকৃত চিরস্থায়ী বেহেশতের মধ্যে এবং তাহাদেরেও

যাহারা নেককার হইয়াছে

اَبَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ

তাহাদের বাপ, দাদা, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণের মধ্যে; নিশ্চয়ই তুমি

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ - وَمَنْ تَق

সর্বশক্তিমান সর্বক্ষমতামালী। তাহাদের সব কষ্ট হইতে বাঁচাইয়া লও;
তুমি যাহাকে বাঁচাইয়া নিলে

السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ

সব কষ্ট হইতে কেয়ামতের দিন, সে-ই প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার রহমত
পাইল এবং ইহাই (জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন ও)

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٣٠) وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي - إِنِّي

বড় সার্থকতা। (৩০) আয় আল্লাহ্! আমার আল-আওলাদের
মধ্যে ঈমানদর পরহেজগর রাখিও; আমি

تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣١) أَنِّي

তওবা করিয়া তোমার দিকে রুজু হইতেছি এবং তোমার
ফরমাবরদারী গ্রহণ করিয়াছি। (৩১) আমি

مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ (٣٢) رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا

পরাজিত হইতেছি, আমার সহায়তা কর এবং প্রতিশোধ লও।* (৩২)
আয় আল্লাহ্! মাফ করিয়া দাও আমাদের এবং আমাদের
যে সব মুসলমান ভাইগণ

الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا

ঈমানের সঙ্গে গুযরিয়া গিয়াছেন তাহাদেরে এবং থাকিতে
দিও না আমাদের দেলে

* নক্ষত্, শয়তান মানুষের দীন ঈমানের পরম শত্রু, ইসলামদ্রোহী মানুষও দীন-ঈমানের
শত্রু, এই সব শত্রুর আক্রমণ উদ্দেশ্য করিবে। জাগতিক বিষয়ে কোন না-হক শত্রু
থাকিলে তাহাকেও উদ্দেশ্য করা যাইতে পারে।

غَلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (৩৩) رَبَّنَا

বিন্দুমাত্রও কীনা কোন ঈমানদারের প্রতি; আয় আল্লাহ! তুমি অতি মেহেরবান অতি দয়ালু। (৩২) আয় আল্লাহ!

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ -

আমরা তোমারই উপর ভরসা করিতেছি এবং তোমারই দিকে রুজু হইতেছি এবং অবশেষে তোমারই নিকট ফিরিয়া আসিতে হইবে।

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْنَا

আয় আল্লাহ! আমাদের কাফেরদের দ্বারা উৎপীড়িত হইতে দিও না। আয় আল্লাহ! আমাদের মাফ করিয়া দাও; হে প্রভু! নিশ্চয়

رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (৩৪) رَبَّنَا

তুমি সর্বশক্তিমান সর্ব ক্ষমতাবান। (৩৪) আয় আল্লাহ!

أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغْفِرْنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ

আমাদের জন্য আমাদের নূরকে পূর্ণ করিয়া দিও * এবং আমাদের মাফ করিয়া দিও; নিশ্চয় তুমি সব কিছু

شَيْءٍ قَدِيرٌ (৩৫) وَبِآغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

করিতে পার। (৩৫) আয় আল্লাহ! সমস্ত গোনাহ-খাতা মাফ করিয়া দাও আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে

* মু'মিনগণ পয়লাকালে পুলসিরাত পার হইবার সময় নূর ও আলোর সাহায্য পাইবে যাহার উল্লেখ পবিত্র কোরআনে আছে, সেই নূর এবং এই জীবনের আধ্যাত্মিক ঈমানী নূরকে উদ্দেশ্য করিবে।

وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ

এবং যে ঈমানের সহিত আমার ঘরে ঢুকিয়াছে তাহাকে এবং
অন্য সমস্ত ঈমানদার পুরুষ

وَالْمُؤْمِنَاتِ (৩৬) اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَا بِيَمَاءِ

এবং ঈমানদার স্ত্রীলোকগণকে। (৩৬) আয় আল্লাহ্! আমার
সমস্ত গোনাহ ধুইয়া দাও-

الثلجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا

বরফের এবং শিলার পানি দ্বারা * এবং আমার দিলকে গোনাহসমূহ
হইতে সেইরূপ পরিষ্কার করিয়া দাও যেরূপ

يُنَقِّي الثَّوْبَ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ

সাদা কাপড় ময়লা হইতে ধুইয়া পরিষ্কার করা হয় এবং দূরে রাখ

بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ

আমাকে গোনাহের কাজ হইতে, যেরূপ দূরে আছে

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ (৩৭) اَللّٰهُمَّ اَتِ نَفْسِيْ

মাশরিক (পূর্ব) হইতে মাগরিব (পশ্চিম)। (৩৭) আয় আল্লাহ্!

তুমি আমার নফছকে দান কর

* একটি বীজের পরবর্তী রূপ ও আকৃতি হইল ডালপালাযুক্ত একটি বৃক্ষ; তদ্রূপ
নেক আমলসমূহের পরকালীন রূপ ও আকৃতি হইল বেহেশতের ফল-ফলাদি ও
বাগ-বাগিচা এবং গোনাহের পরকালীন রূপ ও আকৃতি হইল দোষের আগুন। অতএব,
গোনাহ দূরীকরণার্থে অধিক শীতল পানির উল্লেখ বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

تَقُوها وَزَكَّيْها أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّيْها أَنْتَ

পরহেজগারী এবং আমার নফকে এছলাহ্ করিয়া দাও, তুমিই
সর্বোত্তম এছলাহ্কারী; তুমি আমার

وَلِيْها وَمَوْلَاها (৩৮) إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ ما

নফছের মালিক, তুমি উহার মাওলা। (৩৮) আয় আল্লাহ্! আমরা তোমার
নিকট প্রার্থনা করি ঐ সব ভাল জিনিস যে সবের

سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

দরখাস্ত করিয়াছেন তোমার নিকট তোমার পেয়ারা নবী মুহাম্মদ
ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম।

(৩৯) إِنَّا نَسْأَلُكَ عَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَمُنْجِيَّاتِ

(৩৯) আয় আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট এমন সব আমলের তওফিক
চাই, যাহাতে তোমার নিকট মাফি এবং নাজাত পাই,

أَمْرِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ

এবং সব গোনাহের কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি এবং
সহজে প্রচুর পরিমাণে

كُلِّ بَرٍّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

প্রত্যেক সওয়াবের কাজ করিতে পারি এবং বেহেশত লাভ করিতে
পারি ও দোষখ হইতে মুক্তি পাই।

(৪০) (৪০) أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا (৪১) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

(৪০) আয় আল্লাহ্! তোমার নিকট এমন এলুম্ চাই যাহা কাজে আসে।
(৪১) আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ করিয়া দাও আমার

ذُنُوبِي وَخَطِيئَتِي وَعَمَدِي (٤٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ

সমস্ত গোনাহ এবং যাহা কিছু অন্যায় ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় করিয়া থাকি।

(৪২) আয় আল্লাহ্! আমাকে মাফ করিয়া দাও।

خَطِيئَتِيْ وَجَهْلِيْ وَاِسْرَافِيْ فِيْ اَمْرِيْ وَ

আমার সব ত্রুটি-অন্যায় যাহা কিছু না জানিয়া করিয়াছি এবং স্বীয়
কার্যাবলীতে যাহা কিছু সীমা অতিক্রম করিয়াছি এবং

مَا اَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ (٤٣) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ جِدِّيْ

যাহা কিছু আমি জানি না- তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। (৪৩) আয়
আল্লাহ্! আমাকে মাফ করিয়া দাও যাহা কিছু অন্যায়

আমি ইচ্ছাপূর্বক করিয়াছি

وَهَزَلِيْ (٤٤) اَللّٰهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ

বা হাসি তামাশায় করিয়াছি। (৪৪) আয় আল্লাহ্! সমস্ত
দেল তোমার হাতে;

صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ (٤٥) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ

তুমি আমাদের দেলকে তোমার ফরমাবরদারীর মধ্যে লাগাইয়া রাখ।

(৪৫) আয় আল্লাহ্! আমাকে হেদায়েত দান কর

وَسَدِّدْنِيْ (٤٦) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الْهُدٰى

এবং সোজা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে মজবুত রাখ। (৪৬) আয় আল্লাহ্!

আমি তোমার নিকট হেদায়েত চাই

وَالتَّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى (৬৭) اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ

এবং বদ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে তাকওয়া-পরহেজগারী চাই এবং
পরের বৌ-বিয়ের দিকে বা পরের টাকা-পয়সার দিকে ফিরিয়াও
যেন না চাই এবং নিজের আর্থিক অবস্থায় নিজে যেন সন্তুষ্ট
থাকিতে পারি। (৪৭) আয় আল্লাহ্! দুরস্ত করিয়া দাও।

لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ اَمْرِيْ وَاَصْلِحْ لِي

আমার দীন! দীনই আমার আসল সম্বল এবং দুরস্ত করিয়া দাও

دُنْيَايَ الَّتِي فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلِحْ لِي

আমার দুনিয়া; যে দুনিয়াতে আমার জীবিকা এবং দুরস্ত করিয়া দাও

اٰخِرَتِي الَّتِي فِيْهَا مَعَادِيْ وَاَجْعَلِ الْحَيٰوةَ

আমার আখেরাত; সে আখেরাতই আমার আসল ঠিকানা ও ফিরিয়া
যাইবার স্থান এবং হায়াতকে উপায় বানাইয়া দাও

زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَّاجْعَلِ الْمَوْتَ

সব রকমের নেক আমল বেশী হইবার এবং মৃত্যুকে উপায় বানাও

رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍّ (৬৮) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ

সব কষ্ট হইতে শান্তি লাভের। (৪৮) আয় আল্লাহ্! মাফ কর

لِي وَاَرْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاَرْزُقْنِيْ - اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ

আমাকে এবং আমাকে রহমত দান কর, আমাকে স্বাস্থ্য দান কর,
আমাকে হালাল রুজি দান কর। আয় আল্লাহ্! আমি

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ

তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি; আমাকে বাঁচাও-আমি যেন অকর্মণ্য না হই, আমি যেন অলস না হই, আমি যেন ভীরু কাপুরুষ না হই,

وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

আমি যেন সম্পূর্ণ অচল বৃদ্ধ না হই, আমি যেন ঋণের বোঝার চাপে না পড়ি, আমি যেন গোনাহর কাজের কাছেও না যাই এবং দোষখের আযাব হইতে বাঁচাও।

وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَ

এবং দোষখের আঙুনে জ্বলা হইতে বাঁচাও, কবরের পরীক্ষার সঙ্কট হইতে বাঁচাও, কবরের আযাব হইতে বাঁচাও। আর

شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَمِنْ شَرِّ

আমি যেন মালদারীর পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ না হই এবং দরিদ্রতার পরীক্ষায় অকৃতকার্য না হই। আর ধোঁকায় যেন না পড়ি

فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ

দাজ্জালের ফেতনার। আর জীবিত অবস্থার ফেতনা হইতে এবং

الْمَمَاتِ وَمِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ

মৃত্যু সময়কার ফেতনা হইতে আমাকে বাঁচাও এবং আমার দেল যেন শক্ত না হয়। আর আমাকে গাফলত হইতে বাঁচাও, দরিদ্রতা ও অভাব-অনটন হইতে বাঁচাও

وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ

মানহীনতা, ইতরতা এবং কুফরী-ফাছেকী হইতে বাঁচাও

وَالشَّقَاقِ وَالسُّمْعَةَ وَالرِّبَاءِ وَمِنَ الصَّمَمِ

জেদাজেদী, দলাদলী ও রিয়াকারী হইতে বাঁচাও। বধিরতা

وَالْبَكَمِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ

এবং বাকশক্তি রহিত হওয়া, উন্মত্ততা, কুষ্ঠরোগ এবং অন্যান্য
সব খারাব রোগ হইতে বাঁচাও।

وَضَلَعِ الدِّينِ وَمِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْبُخْلِ

ঋণ-ভার এবং চিন্তা-ভাবনা হইতে এবং কৃপণতা হইতে বাঁচাও

وَعَلَبَةِ الرَّجَالِ وَمِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمْرِ

এবং লোকের চাপ ও জুলুম হইতে বাঁচাও। যেই বয়সে অকর্মা
হইয়া পড়ি সেই বয়স হইতে বাঁচাও।

وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لَا يَخْشَعُ

দুনিয়ার ফেৎনা-ফাসাদ হইতে বাঁচাও এবং যেই এল্‌মের মধ্যে কোন
উপকার নাই সেই এল্‌ম হইতে বাঁচাও, যে দেল নরম না হয়
সেই দেল হইতে বাঁচাও।

وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

যেই নফছ তৃপ্ত না হয় সেই নফছ হইতে বাঁচাও*, যে দোয়া
কবুল না হয় সেই দোয়া হইতে বাঁচাও।

* অর্থাৎ আমার অন্তঃকরণকে এইরূপ হইতে দিও না যে, সে সর্বদা আধিক্যের প্রতি
লালায়িত থাকে, তাহার ভাগ্যে তুষ্টি ও তৃপ্তি না জুটে।

দ্বিতীয় মঞ্জিল
(রবিবার)

(৬৭) رَبِّ اعْنِي وَلَا تَعْنِ عَلَيَّ وَأَنْصُرْنِي وَلَا

(৪৯) আয় আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য কর, আমার বিপক্ষকে সাহায্য করিও না। আমাকে জয়ী কর

تَنْصُرْ عَلَيَّ وَأَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي

আমার বিপক্ষকে জয়ী করিও না। আমার জন্য তদবীর কর, আমার বিপক্ষের জন্য তদবীর করিও না। আমাকে হেদায়েত দান কর।

وَسِّرِ الْهُدَى لِي وَأَنْصُرْنِي عَلَيَّ مِنْ بَغْيِي

এবং হেদায়েতের পথ আমার জন্য সহজ করিয়া দাও। যে আমার উপর অত্যাচার করিতে আসে তাহার মোকাবেলায় আমাকে তুমি সহায়তা কর।

عَلَيَّ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ ذَكَرًا لَكَ شَكْرًا

আয় আল্লাহ্! আমাকে এমন বানাইয়া দাও যেন আমি তোমার যিক্র খুব বেশী করিতে পারি, তোমার শোক্র খুব বেশী করিতে পারি,

لَكَ رَهَابًا لَكَ مَطْوَعًا لَكَ مُطِيعًا إِلَيْكَ مُخِيبًا

তোমার ভয় যেন খুব বেশী করি, তোমার সামনে সর্বদা নত ও তোমাতেই যেন রত থাকি।

إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا - رَبِّ تَقَبَّلْ تَوَاتِي

তোমার সামনে সর্বদা কান্নাকাটি করিতে থাকি, তোমার দিকে রুজু থাকি। আয় আল্লাহ্! আমার তওবা কবুল কর,

وَأَغْسِلْ حَوْتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ

আমার গোনাহ ধুইয়া ফেল, আমার দোয়া কবুল কর এবং মজবুত করিয়া দাও

حُجَّتِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِي وَاسْأَلْ

আমার দলীল * এবং আমার জবান ঠিক করিয়া দাও, আমার দিলকে হেদায়েতের কথা বুঝাইয়া দাও এবং দূর করিয়া দাও।

سَخِيمَةَ صَدْرِي (٥٠) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا

আমার অন্তরের ময়লা। (৫০) আয় আল্লাহ্! আমাদের ক্ষমা করিয়া দাও, আমাদের উপর রহমত নাযিল কর।

وَارْضَ عَنَّا وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنْ

তুমি আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাক, আমাদেরকে বেহেশতে স্থান দিও এবং নাযাত দিও

النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ (٥١) اللَّهُمَّ الْفِ

দোযখ হইতে এবং আমাদে রসকল অবস্থা ভাল করিয়া দাও।

(৫১) আয় আল্লাহ্! মিলাইয়া দাও

بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا

আমাদের দেলকে এবং আমাদের পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করিয়া দাও। আমাদেরকে দেখাইয়া দাও

*হাশরের দিন নাযাত লাভের দলীল তথা ঈমান, কিম্বা ঈমানের দলীল তথা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস। এতদিন জাগতিক কোন হক দাবী সম্পর্কীয় দলীল প্রমাণও এই সঙ্গে উদ্দেশ্য করা যায়।

سُبُلَ السَّلَامِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

শান্তির পথ! আমরাদিককে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে নিয়া যাও

وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

এবং গুপ্ত বা প্রকাশ্য বেহায়ায়ী হইতে আমরাদিককে দূরে রাখ।

وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا

এবং বরকত দান কর আমাদের চক্ষু, কর্ণ, অন্তঃকরণ,

وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ

স্ত্রী, সন্তানাদি-সব জিনিসে এবং আমরাদিককে তোমার নিকট তওবা
করিবার তওফিক দান কর; নিশ্চয় তুমি

التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ

অত্যন্ত দয়ালু, তুমি তওবার তওফিক দানকারী। আর তুমি আমরাদিককে
তোমার নেয়ামতসমূহের শোকর আদায়কারী বানাও

مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتَمَّهَا عَلَيْنَا (৫২) اَللّٰهُمَّ

এবং তোমার নেয়ামতের উপর তোমার প্রশংসাকারী ও তোমার নেয়ামত
পাইবার উপযুক্ত আমাদের বানাও এবং তোমার নেয়ামত পূর্ণরূপে
আমাদিককে দান কর। (৫২) আয় আল্লাহ্!

اِنِّيْ اَسْأَلُكَ الثُّبَاتَ فِي الْاَمْرِ وَاَسْأَلُكَ

আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যে আমি যেন দ্বীনের উপর
মজবুত থাকিতে পারি এবং

عَزِيمَةَ الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَ

পূর্ণ হেদায়েতের উপর আমল করিতে পারি এবং তোমার
নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করিতে পারি এবং

حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا

তোমার এবাদত খুব ভালরূপে করিতে পারি। আর তোমার
নিকট চাই- খাঁটি জবান

سَلِيمًا وَخُلُقًا مُسْتَقِيمًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ

হৃদয় সরল এবং স্বভাব কোমল এবং চাই-সে সকল ভাল জিনিস

مَا تَعَلَّمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا تَعَلَّمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامٌ

যাহা তুমি জান এবং তোমার নিকট মাফ চাই সেই সকল
গোনাহ হইতে তুমি জান; তুমি ভালরূপে জান।

الْغُيُوبِ (٥٣) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ

সকল গুণ্ড বিষয়। (৫৩) আয় আল্লাহ্! আমার সকল গোনাহ মাফ
করিয়া দাও, যাহা কিছু পূর্বে করিয়াছি।

وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ

বা পরে করিয়াছি- গুণ্ডভাবে করিয়াছি বা প্রকাশ্যভাবে করিয়াছি

وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي (٥٤) اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا

এবং যাহা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। (৫৪) আয় আল্লাহ্!
আমাদিগকে দান কর

مِنْ خَشِيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ

তোমার ভয় সেই পরিমাণে যাহা আমাদেরকে তোমার
নাফরমানী হইতে বিরত রাখে

وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ وَمِنَ الْيَقِينِ

এবং তোমার এবাদত-বন্দেগী ও ফরমাবরদারী সেই পরিমাণে দান
করা যাহা আমাদেরকে বেহেশতে নিয়া পৌঁছায় এবং বিশ্বাস
সেই পরিমাণে দান কর।

مَا تَهَوَّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا

যাহাতে দুনিয়ার বাল্য-মুসীবত ও বিপদাপদ সহজ হইয়া যায় এবং
আমাদেরকে ভোগ করিতে দাও।

بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا

আমাদের শ্রবণ শক্তি, দর্শন শক্তি এবং অন্যান্য শক্তিগুলি যাবৎ
আমাদেরকে জীবিত রাখ

وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَيَّ

এবং ঐ সব শক্তি দ্বারা এমন এমন সৎ ছেলছেলাহু জারী করার তওফিক
দাও, যাহা আমার পরেও বাকী থাকে এবং প্রতিশোধ লইও

مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ

উহাদের হইতে, যাহারা আমাদের উপর অন্যায় অত্যাচার করে এবং
যাহারা আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করে তাহাদের বিরুদ্ধে আমাদের
সহায়তা করিও এবং আসিতে দিও না।

مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا

আমাদের দ্বীনের উপর কোন বিপদ এবং দুনিয়াকে

আমাদের আসল মকছুদ

وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَايَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تَسْلِطْ عَلَيْنَا

বা এলম ও জ্ঞানের শেষ সীমান্ত উদ্দেশ্য বা চরম কাম্য ও আকাঙ্ক্ষার
বস্তু হইতে দিও না এবং এমন কাহারও অধীনস্থ আমাদিগকে করিও না

مَنْ لَا يَرْحَمُنَا (৫৫) اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا

যে আমাদের উপর সদয় না হয়। (৫৫) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে

বাড়াইও- কমাইও না।

وَاَكْرَمْنَا وَلَا تِهْتَا وَاَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَاِثْرَنَا

আমাদিগকে সম্মান দান করিও- অপমান করিও না। আমাদিগকে দান করিও- মাহরুম
করিও না। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে উপরস্থ করিয়া রাখিও-

وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَاَرْضِنَا وَاَرْضَ عَنَّا

অন্যকে আমাদের উপরস্থ করিও না। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে

সন্তুষ্ট রাখ এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিও।

(৫৬) اَللّٰهُمَّ اَلْهَمْنِيْ رُشْدِيْ (৫৭) اَللّٰهُمَّ قِنِيْ

(৫৬) আয় আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়ে হেদায়েত ও সৎ পথের কথা

নিষ্ক্ষেপ কর। (৫৭) আয় আল্লাহ্! আমাকে রক্ষা কর-

شَرَّنَفْسِيْ وَاَعِزِّمْ لِيْ عَلٰى رُشْدِ اَمْرِيْ

আমার নফসের (কুপ্রবৃত্তির) অনিষ্ট হইতে এবং সদা সৎপথে

থাকার সাহস ও উৎসাহ দান কর।

(৫৮) أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَاقِبَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(৫৮) আমি আল্লাহর নিকট দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি
ও স্বচ্ছন্দতা প্রার্থনা করি।

(৫৯) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

(৫৯) হে খোদা! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি- আমি
যেন ভাল কাজ করিতে পারি।

وَتَرَكَ الْمُنْكَرَاتِ وَحَبَّ الْمَسَاكِينَ وَأَنْ

ও মন্দ কাজ ছাড়িতে পারি এবং গরীবদেরে যেন ভালবাসি এবং

تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً

তুমি আমাকে মাফ করিয়া দিও এবং আমার উপর রহমত নাযিল করিও
এবং যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বালা-মুসীবত নাযিল কর

فَتَوَفَّنِيْ غَيْرَ مَفْتُونٍ وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحَبَّ

তখন বালার ভিতরে পড়ার পূর্বে আমাকে উঠাইয়া লইও এবং আমি
তোমার নিকট তোমার মহব্বত প্রার্থনা করি এবং

مَنْ يُحِبُّكَ وَحَبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَىٰ حُبِّكَ

তোমাকে যে ভালবাসে, তাহার মহব্বত কামনা করি এবং যে কাজ
করিলে তোমার মহব্বত জন্মায় সে কাজের মহব্বত চাই।

(٦٠) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىٰ مِنْ نَفْسِيْ

(৬০) আয় আল্লাহ্! তোমার মহব্বত আমার জীবনের চেয়ে

وَمَالِيْ وَاهْلِيْ وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ

এবং ধন-সম্পদ স্ত্রী-পুত্র ও ঠাণ্ডা পানি হইতেও অধিক প্রিয় বানাইয়া দাও।

(৬১) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِيْ

(৬১) আয় আল্লাহ্! আমাকে তোমার মহব্বত দান কর এবং যাহার মহব্বত আমার জন্য কাজে আসে

وَحُبُّهُ عِنْدَكَ-اَللّٰهُمَّ مَا رَزَقْتَنِيْ مِنْ مِّمَّا اُحِبُّ

তোমার নিকট তাহার মহব্বতও দান কর। আয় আল্লাহ্! আমার প্রিয় ও কাম্য বস্তু যাহা তুমি আমাকে দান করিয়াছ

فَاَجْعَلْهُ قُوَّةً لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ اَللّٰهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ

তদ্বারা যেন আমি তোমার নিকট প্রিয় হওয়ার পথে সাহায্য পাই-
এরূপ করিয়া দাও এবং যাহা কিছু

عَنِّيْ مِنْ مِّمَّا اُحِبُّ فَاَجْعَلْهُ فَرَاغًا لِّيْ فِيْمَا تُحِبُّ

আমার কাম্য বস্তু তুমি আমাকে দান কর নাই- আমার সময়, শরীর ও মনকে উহাতে বেষ্টিত ও লিপ্ত কর নাই, সেই নির্লিপ্ত সময় শরীর ও মনের অংশটুকু যেন আমি তোমার প্রিয় হওয়ার পথেই ব্যয় করিতে পারি- এরূপ করিয়া দাও।

(৬২) يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰی

(৬২) হে দিলের মালিক খোদা! দিলকে ঘুরান-ফেরান তোমারই কাজ; আমার দিলকে মজবুত ও দৃঢ় রাখ-

دَيْنِكَ (۶۳) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ اِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ

তোমার ধর্ম পথে। ৬৩) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এমন
মজবুত ঈমান চাই যাহা অটল

وَنَعِيْمًا لَا يَنْفَدُ وَمُرَافَقَةً نَّبِيْنًا مُحَمَّدٍ صَلَّى

এবং এমন নেয়ামত চাই যাহা অফুরন্ত এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ
মুস্তাফা ছাল্লাল্লাহু

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اَعْلٰى دَرَجَةِ الْجَنَّةِ

আলাইহি অসাল্লামের সঙ্গ লাভ চাই বেহেশতের সর্বোচ্চ স্তরে

جَنَّةِ الْخُلْدِ (۶۴) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ صِحَّةً

যে বেহেশত চিরস্থায়ী। (৬৪) আয় আল্লাহ্! আমি স্বাস্থ্য চাই

فِيْ اِيْمَانٍ وَاِيْمَانًا فِيْ حُسْنِ خَلْقٍ وَّنَجَاحًا

ঈমানের সঙ্গে, ঈমান চাই ভাল স্বভাবের সঙ্গে এবং দুনিয়ার
এমন কৃতকার্যতা চাই

تَتَّبِعُهُ فَلَاحًا وَّرَحْمَةً مِّنْكَ وَعَافِيَةً وَّمَغْفِرَةً

যাহার পর আখেরাতের কৃতকার্যতা পাই এবং রহমত চাই এবং স্বাস্থ্য
ও সুখ শান্তি চাই এবং তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও

مِّنْكَ وَرِضْوَانًا (۶۵) اَللّٰهُمَّ اَنْفَعْنِيْ بِمَا عَلَّمْتَنِيْ

এবং আমার উপর সন্তুষ্ট থাক ইহাই আমি চাই। (৩৫) আয় আল্লাহ্! যাহা
কিছু এলম আমাকে দান করিয়াছ তদ্বারা আমাকে ভাল পথে চালিত কর।

وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي ۙ (৬৬) اَللّٰهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ

এবং সেই এলম আমাকে দান কর যদ্বারা আমি ভাল হইতে পারি।

(৬৬) আয় আল্লাহ্! গায়েবের খবর তুমিই জান

وَقَدَّرْتِكَ عَلَى الْخَلْقِ اَحْيَيْتُ مَا عَلِمْتَ الْحَيٰوةَ

এবং তোমারই ক্ষমতা চলে সমস্ত সৃষ্ট জগতের উপর; আমি তোমার নিকট চাই যে, আমাকে সেই সময় পর্যন্ত জীবিত রাখ যে পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য ভাল,

خَيْرًا لِّيَّ وَتَوَفَّنِي اِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِّيَّ

এবং আমাকে সেই সময় মৃত্যু দান কর যে সময় আমার জন্য মৃত্যু ভাল,

وَأَسْأَلُكَ خَشْيَتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

এবং আমি তোমার নিকট এই চাই যে, সাক্ষাতে অসাক্ষাতে তথা প্রকাশ্যে ও গোপনে সর্বাবস্থায় যেন তোমার ভয় আমার মনে থাকে

وَكَلِمَةَ الْاِخْلَاصِ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ

এবং সুখ-দুঃখে শান্তিতে-অশান্তিতে সব সময় যেন তোমায় খাঁটি ভক্ত হইয়া তোমার সঙ্গে ওয়াদা খাঁটি রাখিয়া চলিতে পারি

وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ

এবং তোমার নিকট চিরস্থায়ী অফুরন্ত নেয়ামত এবং এমন চক্ষু জুড়ান মনোমুগ্ধকর মনের শান্তি চাই যাহা কখনও ছুটিবার নয়

وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَبَرْدَ الْعَيْشِ

এবং চাই যে, তোমার তরফ হইতে যে কোন হুকুম (দুঃখ-কষ্ট বিপদাপদ) আসে তাহাতে যেন আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকি এবং মনের মত যেন সুখের জীবন যাপন করিতে পারি।

بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَىٰ وَجْهِكَ

মৃত্যুর পর এবং তোমার দীদারের পরমানন্দ যেন উপভোগ করিতে পারি।

وَالشُّوقَ إِلَىٰ لِقَائِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ

এবং সর্বদা যেন তোমার দীদারের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে পারি।
আমি তোমার নিকট পানাহ চাই এমন রোগ হইতে

مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ - اللَّهُمَّ زِينًا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ

যাহা স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক এবং এমন দুষ্টামী-পাগলামী হইতে যাহা
মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। আয় আল্লাহ্! সদা আমাদিগকে ঈমানের
অলঙ্কারে অলঙ্কৃত রাখ

وَاجْعَلْنَا هُدًى مَّهْتَدِينَ (৬৭) اللَّهُمَّ إِنِّي

এবং আমাদিগকে এমন হাদী (পথ প্রদর্শক) বানাইও যাহারা নিজেরাও
হেদায়তের উপর থাকে। (৬৭) আয় আল্লাহ্! আমি

أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ

তোমার নিকট সর্বপ্রকার ভাল চাই, যাহা দুনিয়াতেও ভাল
আখেরাতেও ভাল আমি বুঝি

مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ (৬৮) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

বা না-ই বুঝি। (৬৮) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাই

خَيْرٍ مَا سَأَلْتُكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ (৬৯) اللَّهُمَّ إِنِّي

সেই সকল ভাল জিনিস যাহা তোমার প্রিয় বান্দা ও পয়গাম্বরগণ
চাহিয়াছিলেন। (৬৯) আয় আল্লাহ্! আমি

أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ .

তোমার নিকট বেহেশত চাই এবং যে সব কথা ও কাজের দ্বারা বেহেশত পাওয়া যায় সেই সকল কথা ও কাজের তওফিক চাই।

وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ لِي خَيْرًا

এবং ইহাও চাই যে, যাহা কিছু তুমি আমার জন্য নির্ধারিত করিয়াছ তাহা যেন আমার জন্য উত্তম ফলদায়ক হয়।

وَأَسْأَلُكَ مَا قَضَيْتَ لِي مِنْ أَمْرٍ أَنْ تَجْعَلَ

এবং আমি তোমার নিকট এই চাই যে, তুমি আমার জন্য যাহা কিছু নির্ধারিত কর

عَاقِبَتَهُ رُشْدًا (٧٠) اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ

তাহার পরিণাম যেন আমার জন্য ভালই হয়। (৭০) আয় আল্লাহ্!
সব কাজে আমাদের পরিণাম ফল ভাল করিয়া দাও

كُلِّهَا وَأَجْرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ

এবং দুনিয়ার অপমান ও আখেরাতের আযাব হইতে রক্ষা করিও।

(٧١) اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ قَائِمًا وَاحْفَظْنِي

(৭১) আয় আল্লাহ্! আমার ঈমান ও ইসলামকে হেফায়ত কর উঠিতে এবং আমার ঈমান ও ইসলামকে হেফায়ত কর

بِالإِسْلَامِ قَاعِدًا وَاحْفَظْنِي بِالإِسْلَامِ رَاقِدًا

বসিতে এবং আমার ঈমান ও ইসলামকে হেফায়ত কর শয়নে *

* উঠা-বসা, শয়নে-স্বপনে সর্বাবস্থায় আমার ঈমান ও ইসলামকে হেফায়ত করিও। মানুষ, শয়তান ও নফছ দ্বারা যেন উহা বিনষ্ট না হয়।

وَلَا تُشِمِتْ بِيْ عَدُوًّا وَلَا حَاسِدًا (۷۲) اَللّٰهُمَّ

এবং আমি এমন কোন দুরাবস্থায় যেন পতিত না হই যাহাতে শত্রু ও হিংসুকেরা আমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার সুযোগ পায়। (৭২) আয় আল্লাহ্!

اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ

যত রকম ভাল জিনিসের ভাণ্ডার তোমার নিকট আছে ঐ সকল ভাণ্ডার আমি তোমার নিকট চাই।

وَاَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ الَّذِىْ هُوَ بِيَدِكَ كَلِّهْ

এবং সকল প্রকার ভাল তোমারই হাতে; তোমার নিকট আমি সব রকমের ভাল চাই।

(۷۳) اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا

(৭৩) আয় আল্লাহ্! আমার যত গোনাহ আছে সব মাফ করিয়া দাও এবং যত চিন্তা-ভাবনা আছে

اِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِّنْ

সব দূর করিয়া দাও এবং যত ঋণ আছে সব পরিশোধ করিয়া দাও এবং যত অভাব-অভিযোগ আছে-

حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا يَا

দুনিয়া ও আখেরাতে সব পূরণ করিয়া দাও, ওগো সর্বাপেক্ষা

اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ (۷۴) اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى

অধিক দয়ালু। (৭৪) আয় আল্লাহ্! আমায় সহায়তা কর

ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

তোমার যিক্র করিতে, তোমার শুক্র করিতে এবং তোমার
এবাদত উত্তমরূপে আদায় করিতে।

(۷۵) اللَّهُمَّ قِنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ وَ

(৭৫) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে যাহা কিছু দিয়াছ তাহাতে বরকত
দান কর এবং আমাকে তাহাতে তৃপ্তি দান কর এবং

اخْلُفْ عَلَيَّ كُلَّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ (۷۶) اللَّهُمَّ

আমার অসাম্প্রদায়িক আমায় যাহা কিছু আছে আমার পরিবর্তে তুমিই
তাহা ভালরূপে হেফাজত কর। (৭৬) আয় আল্লাহ্!

إِنِّي أَسْأَلُكَ عَيْشَةً نَّقِيَّةً وَمَيِّتَةً سَوِيَّةً وَ

আমি তোমার নিকট চাই দুঃখ-কষ্ট ও পাপবিহীন পরিষ্কার জিন্দেগী
এবং উত্তম মৃত্যু বা খাতেমাহ্-বিল-খায়ের এবং

مَرَدًّا غَيْرَ مَخْزِيٍّ وَلَا فَاضِحٍ (۷۷) اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ

লজ্জা ও অপমানশূন্য প্রত্যাবর্তন* (৭৭) আয় আল্লাহ্! আমি দুর্বল

فَقْوَى فِي رِضَاكَ ضَعْفِي وَخُذْ إِلَيَّ الْخَيْرَ

সুতরাং তুমি আমাকে তোমার সন্তোষ আকর্ষণের কাজে সবল কর
এবং নেক কাজের দিকে আমাকে টানিয়া লও-

بِنَاصِيَّتِي وَاجْعَلِ الْإِسْلَامَ مُنْتَهَى رِضَائِي

আমার চুলে ধরিয়া এবং ইসলামের রীতিনীতি হুকুম-আহুকামই
যেন আমার পছন্দের একমাত্র জিনিস হয়।

* অর্থাৎ তোমার নিকট যখন যাই তখন যেন লজ্জিত ও অপমানিত না হই।

وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَأَعِزَّنِي وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارْزُقْنِي

আয় আল্লাহ্! আমি সম্মানহীন, তুমি আমাকে সম্মান দান কর। আয় আল্লাহ্! আমি দরিদ্র তুমি আমাকে রিয়ক্ দান কর।

(৭৮) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَسْئَلَةِ وَخَيْرَ

(৭৮) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট ভাল জিনিস চাই
এবং ভাল জিনিসের জন্য

الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعَمَلِ

দোয়া প্রার্থনা করি এবং চাই যে, সকল কাজে যেন ভালভাবে কৃতকার্য হইতে পারি এবং ভাল ভাল কাজ যেন করিতে পারি এবং ভাল

وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الْحَيَاةِ وَخَيْرَ الْمَمَاتِ

সওয়াব যেন পাই। ভালরূপে যেন জীবন-যাপন করিতে পারি এবং ভাল মৃত্যু যেন হয়।

وَتَبَّتْ نِيَّتِي وَثَقُلَ مَوَازِينِي وَحَقَّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ

আয় আল্লাহ্! দ্বীনের উপর আমাকে স্থিরপদ রাখ এবং আমার নেকীর পাল্লা ভারী করিয়া দিও এবং আমার ঈমান খাঁটী করিয়া দাও এবং উচ্চ করিয়া দাও

دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَأَسْأَلُكَ الدَّرَجَاتِ

আমার মর্তবা এবং আমার নামায (তথা শারীরিক সমস্ত এবাদত) কবুল করিয়া লও। এবং আমি তোমার নিকট স্থান ও জায়গা চাই

الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ أَمِينٌ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَوَاتِحَ

বেহেশতের উপরের দরজায়- আমীন। আয় আল্লাহ্! আমার দোয়া কবুল কর। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি যে, আমার সব কাজগুলো যেন প্রাথমিক সূচনায়ও

الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ وَجَمَاعَةً وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

ভাল হয়, সর্বশেষ ফলাফলেও ভাল হয়, (ইহ-পরকাল) সর্বদিক দিয়াই যেন ভাল হয় এবং আরম্ভেও ভাল হয় শেষেও ভাল হয়,

وظَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ

বাহিরেও ভাল হয় ভিতরেও ভাল হয়। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাই যে,

مَا آتَى وَخَيْرَ مَا أَفْعَلُ وَخَيْرَ مَا أَعْمَلُ وَخَيْرَ مَا

আমি যত কাজ করি বা আমার দ্বারা যত কাজ হয় বা আমি যে কাজে যাই তাহা যেন

بَطْنٍ وَخَيْرَ مَا ظَهَرَ (٧٩) اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ

ভিতরে বাহিরে সর্বদিকে ভালই হয়। (৭৯) আয় আল্লাহ্! দান করিও আমাকে অধিক

رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِ سِنِّي وَأَنْقِطَاعِ عُمُرِي

রিয্ক আমার বৃদ্ধকালে ও শেষ বয়সে।

(٨٠) وَأَجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي

(৮০) আয় আল্লাহ্! আমার জীবনের শেষ ভাগটিকে বেশী ভাল বানাও এবং খুব ভাল যেন হয় আমার

خَوَاتِيمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ الْقَاكَ فِيهِ

শেষ আমল এবং আমার জন্য যেন সবচেয়ে ভাল দিন হয় তোমার
সাথে দিদারের দিন।

(৪১) يَا وَلِيَّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِيهِ ثَبَّتْنِي بِهِ حَتَّى

(৮১) হে ইসলাম ও মুসলমানগণের মালিক! তুমি আমাকে ইসলামের
উপর দৃঢ় মজবুতীর সহিত কায়ম রাখ

أَلْقَاكَ (۸۲) أَسْأَلُكَ غِنَايَ وَغِنَا مَوْلَايَ

তোমার সাক্ষাৎকাল পর্যন্ত। (৮২) আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট
প্রার্থনা করি যে, আমি এবং আমার মোতায়াল্পেকী আপনজনগণ
যেন কখনো অন্যের মুখাপেক্ষী না হই।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعَمْرِ وَ

আয় আল্লাহ! পার্থিব জীবনের যত অপকার আছে সব হইতে
আমাকে বাঁচাইয়া রাখ এবং

فِتْنَةَ الصَّدْرِ وَأَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

মনের হিংসা(তথা কিনা বোগ্জ ইত্যাদি) হইতে বাঁচাইয়া রাখ। আয়
আল্লাহ! তুমি বিনে কেহ মা'বুদ নাই, তুমি সর্বশক্তিমান; আমি
তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি-

أَنْ تُضِلَّنِي وَمِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ وَدَرْكِ الشَّقَاءِ

আমাকে কখনও গোমরাহীর পথে যাইতে দিও না এবং বালা-মুছিবতের
কষ্টে যেন না পড়ি এবং হতভাগ্যপনা যেন আমাকে পাইতে না পারে

وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْ شَرِّ

এবং আমার ভাগ্য যেন খারাপ না হয়, আমার এমন দুরাবস্থা যেন না হয়
যাহাতে শত্রুগণ সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং আশ্রয় চাই অনিষ্ট হইতে

مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ وَمِنْ شَرِّ

ঐ সব কার্যের যাহা কিছু জীবনে করিয়াছি এবং অনিষ্ট হইতে ঐ সবে
যাহা কিছু করি নাই এবং ঐ সবে অনিষ্ট হইতে

مَا عَلِمْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَمِنْ زَوَالِ

যাহা আমার জানা আছে এবং ঐ সবে অনিষ্ট হইতে যাহা আমার
জানা নাই এবং আশ্রয় প্রার্থনা করি, ছিনিয়া যাওয়া হইতে

نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ

তোমার প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ এবং নষ্ট হইয়া যাওয়া হইতে তোমার
প্রদত্ত সুখ-স্বাস্থ্য এবং হঠাৎ বিপদে পড়িয়া যাওয়া হইতে এবং

سَخَطِكَ وَمِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ

তোমার সব রকম গজব হইতে। আয় আল্লাহ! আমাকে বাঁচাইয়া রাখ
আমার কানের অহিত ও অপব্যবহার হইতে, আমার চোখের
অহিত ও অপব্যবহার হইতে,

شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِّي

আমার মুখের অহিত ও অপব্যবহার হইতে, আমার দিলের অহিত ও
অপব্যবহার হইতে এবং বীর্যের অপব্যবহার হইতে।

وَمِنَ الْفَاقَةِ وَمِنَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ وَمِنَ

আয় আল্লাহ্! বাঁচাইয়া রাখ আমাকে অনাহারের কষ্ট হইতে এবং অন্যের উপর যুলম-অত্যাচার করা হইতে এবং অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়া হইতে এবং বাঁচাইয়া রাখিও আমাকে

الْهَدْمِ وَمِنَ التَّرْدِيٍّ وَمِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ

কোন কিছু পড়িয়া চাপা মৃত্যু হইতে এবং শূন্য হইতে পতিত হইয়া মারা যাওয়া হইতে এবং ডুবিয়া মরা হইতে এবং পুড়িয়া মরা হইতে

وَأَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَمِنْ أَنْ

এবং বাঁচাইয়া রাখিও- শয়তান যেন মৃত্যুর সময় আমাকে ঘিরিয়া লইতে না পারে এবং আমাকে বাঁচাইয়া রাখিও-

أَمْوَاتٍ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَنْ أَمْوَاتٍ لَدَيْغًا

আমি যেন জীবন ভর কখনও জেহাদ হইতে পিছনে না ফিরি এবং সাপের দংশনে যেন আমার মৃত্যু না ঘটে।

তৃতীয় মঞ্জিল
(সোমবার)

(৪৩) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَكُورًا

(৮৩) আয় আল্লাহ্! আমাকে ধৈর্য্য দাও; আয় আল্লাহ্! আমাকে শোকর দাও;

وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ

আয় আল্লাহ্! আমি যেন আমাকে ছোট জানি, অন্য লোকে যেন আমাকে মনে করে

كَبِيرًا (১৪) اَللّٰهُمَّ ضَعُ فِىْ اَرْضِنَا بَرَكَتَهَا

বড়। (৮৪) আয় আল্লাহ্! দান কর আমাদের দেশে বরকত-

وَزِيْنَتَهَا وَسَكَنَهَا وَلَا تَحْرِمْْنِىْ بَرَكَتَةً مَّا

(দিন), সৌন্দর্য (শস্য ফসলাদি), শান্তি (সুবিচার) এবং আমাকে
মাহরুম করিও না উহার বরকত (ভলাই) হইতে যাহা কিছু

اَعْطَيْتَنِىْ وَلَا تَفْتِنِّىْ فِيمَا اَحْرَمْتَنِىْ (১৫) اَللّٰهُمَّ

তুমি আমাকে দান করিয়াছ এবং যাহা আমার মিলিবার নয় তাহার
মধ্যে আমাকে লিপ্ত হইতেও দিও না। (৮৫) আয় আল্লাহ্! তুমি

اَحْسَنْتَ خَلْقِىْ فَاَحْسِنْ خُلُقِىْ (১৬) وَاَذْهَبْ

আমাকে যেমন সুন্দর সূরত (আকৃতি) দান করিয়াছ তেমনই সুন্দর সীরত
(প্রকৃতি, স্বভাব চরিত্র) দান কর। (৮৬) আয় আল্লাহ্! দূর করিয়া দাও

غَيْظَ قَلْبِىْ وَاَجْرِنِىْ مِنْ مُّضَلَّاتِ الْفِتَنِ مَّا اَحْيَيْتَنَا

আমার দিলের রাগ এবং যতদিন আমাকে জীবিত রাখ সেই সব ফেতনা
হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখিও যাহার মধ্যে পড়িয়া লোক গোমরাহ
(বুদ্ধিহীন ও ধর্মহীন) হইয়া পড়ে।

(১৭) اَللّٰهُمَّ لَقِّنِىْ حَجَّةَ الْاِيْمَانِ عِنْدَ الْمَمَاتِ

(৮৭) আয় আল্লাহ্! মওতের সময় আমাকে ঈমানের দলিল
(কালেমা) শিখাইয়া দাও।

(১১) رَبِّ اسْأَلْكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا

(৮৮) আয় আল্লাহ! অদ্যকার দিনের যাহা কিছু ভালাই আছে তাহাও আমি তোমার নিকট চাই এবং যাহা কিছু ভালাই আছে

بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إِنِّي اسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ وَ

এই দিনের পরে তাহাও চাই। আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই এই দিনের ভালাই এবং

فَتْحَهُ وَنَصْرَهُ وَنُورَهُ وَبَرَكَتَهُ وَهُدَاهُ (১১) اللَّهُمَّ

এই দিনের জিত এবং এই দিনের সাহায্য, এই দিনের নূর, এই দিনের বরকত ও এই দিনের হেদায়েত। (৮৯) আয় আল্লাহ!

إِنِّي اسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي

আমি তোমার নিকট মাফ চাই, শান্তি চাই আমার দীন

وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي

সম্বন্ধে এবং দুনিয়া, পরিবারবর্গ এবং মাল সম্বন্ধে।

আয় আল্লাহ! আমার দোষ ঢাকিয়া রাখিও।

وَأْمِنْ رَوْعَتِي - اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ

এবং ভয়ের জায়গায় আমাকে শান্তিতে রাখিও। আয় আল্লাহ! আমাকে তোমার হেফায়তে রাখিও আমার সামনের দিক হইতে,

وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي

পিছনের দিক হইতে, ডান দিক হইতে, বাম দিক হইতে ও
উপরের দিক হইতে*

وَأَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي

এবং তোমার আয়মত ও বড়ত্বের দোহাই- আমাকে যেন নিম্নদিক
দিয়াও কিছুতে ধরিতে না পারে।

(৯০) يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ

(৯০) ইয়া হাইয়্যু (হে চিরজীব!) ইয়া কাইয়্যুমু (হে চিরস্থায়ী) তোমার
রহমতের আশ্রয় চাই; তুমি ভাল করিয়া দাও

لِيْ شَأْنِيْ كَلِّهِ وَلَا تَكْلِنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ

আমার অবস্থা এবং এক পলকের জন্যও আমাকে আমার
নফছের উপর ছেড়ে দিও না।

(৯১) أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ

(৯১) দোহাই তোমার জাতের সেই নূরের (জ্যোতির), যদ্বারা
আলোকিত হইয়াছে

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَبِحَقِّ

আসমানসমূহ যমীন এবং দোহাই তোমার সেই হকের (সত্যের) যাহা
তোমার সমস্ত সৃষ্ট জীবের উপর আছে এবং দোহাই তোমার
সেই মেহেরবানীর, যদ্বারা

* জাগতিক বিষয়ে এবং বাহ্যিক দিক দিয়া হেফাযত রক্ষণাবেক্ষণ ত আছেই
তদুপরি শয়তান হইতে হেফাযত বিশেষভাবে উদ্দেশ্য। কারণ, শয়তান হযরত আদম
(আঃ)-কে সিজদা না করিয়া বিতাড়িত হওয়ার সময় এইরূপ দাষ্টিকতাপূর্ণ বিবৃতি দিয়া
আসিয়াছিল যে, “আমি আদম সন্তানকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট করার জন্য তাহাদের প্রতি
আক্রমণ চালাইব তাহাদের সম্মুখ দিক হইতে, পিছন দিক হইতে, ডান দিক হইতে ও
বাম দিক হইতে।” (৮ পাঃ ৯ রঃ)

السَّائِلِينَ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيلَنِي وَأَنْ تُجِيرَنِي

ভিক্ষা প্রার্থীগণের কিছু হক তুমি নিজ যিম্মায় লইয়াছ; আমাকে মাফ করিয়া দাও এবং আমাকে বাঁচাইয়া লও

مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ (٩٢) اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوَّلَ

দোষখের আযাব হইতে নিজ অসীম ক্ষমতাবলে। (৯২) আয় আল্লাহ্! সুযোগ করিয়া দাও আমি যেন অদ্যকার দিনের প্রথম ভাগে

هَذَا النَّهَارِ صَاحًا وَأَوْسَطَهُ فَلَاحًا وَآخِرَهُ نَجَاحًا

নেক কাজ করিতে পারি এবং মধ্য ভাগে (যে সব দুনিয়ার কাজ করি তাহাতে) যেন কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারি এবং শেষ ভাগে ফালায়েহ দারায়েন (দোনো জাহানের কৃতকার্যতা) হাছিল করিতে পারি।

أَسْأَلُكَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ইয়া আরহামার-রাহিমীন- ওহে দয়ার সাগর! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও আখেরাতের দু'জাহানের ভালাই চাই।

(٩٣) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي

(৯৩) আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ মাফ করিয়া দাও; আমার শয়তানকে বিতাড়িত করিয়া (দূর করিয়া) দাও,

وَفُكِّ رِهَانِي وَثَقِّلْ مِيزَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ

আমার বন্ধক ছুটাইয়া দাও* আমার নেকীর পাল্লা ভারী করিয়া দাও, আমাকে উচ্চ দরজার লোকদের মধ্যে স্থান দান কর।

* অর্থাৎ আমি যে তোমার কোটি কোটি নেয়ামত উপভোগ করিয়া তোমার নিকট শোকর আদায়ের ঋণী আছি সেই ঋণ পরিশোধ করিতে তওফিক দাও।

الْأَعْلَى (٩٤) اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ

(৯৪) আয় আল্লাহ্! তোমার আযাব হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখিও যে দিন তুমি পুনর্জীবিত করিয়া দাঁড় করাইবে তোমার

عِبَادَكَ (٩٥) اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ

সমস্ত বান্দাদের। (৯৫) আয় আল্লাহ্! তুমি সপ্ত আকাশ

وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبِّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقَلَّتْ

এবং উহাদের নীচে যাহা কিছু আছে সে সবের মালিক; তুমিই যমীনসমূহ এবং তদুপরি যাহা কিছু আছে সে সবের মালিক

وَرَبِّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَظَلَّتْ كُنِّي جَارًا

এবং তুমিই শয়তান-(দেও, পরী, ভূত, পিশাচ)সমূহ এবং তাহারা যাহা কিছু অনিষ্ট সাধন এবং অধর্মের পথে পরিচালনা করে সে সবের মালিক, আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি-

مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ

তোমার যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু বা জীবের যাবতীয় অনিষ্ট হইতে; আমার উপর যেন কেহ কোনরূপ অত্যাচার অনাচার

مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطْغَى عَزَّ جَارُكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ

বা অবিচার করিতে না পারে। তোমার নাম পবিত্র, বরকতময়; তোমার আশ্রিত জন সর্ব বিষয়ে মজবুত ও সুরক্ষিত।

(٩٦) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ

(৯৬) আয় আল্লাহ্, তুমিই মালিক, তুমিই বাদশাহ্, তুমিই মা'বুদ, অন্য কেহই তোমার শরীক নাই, আমাতে একমাত্র তোমারই অধিকার, তাহা ব্যতীত অন্য কাহারও কোনরূপ অধিকার নাই; তুমি পবিত্র, তুমি বিনে আমার অন্য কেহই নাই।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ

আয় আল্লাহ্! আমার অপরাধ ও গোনাহর জন্য তোমার নিকট ক্ষমা
চাহিতেছি এবং তোমারই দয়া-রহমত ভিক্ষা চাহিতেছি।

(৯৭) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي

(৯৭) আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ মার্ফ করিয়া দাও, আমার ঘর
কোশাদা ও সুপ্রশস্ত করিয়া দাও

وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي (৯৮) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِّنْ

এবং আমার রুযিতে বরকত দাও। (৯৮) আয় আল্লাহ্! আমাকে
দলভুক্ত করিয়া দাও তাহাদের যাহারা

التَّوَابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (৯৯) اللَّهُمَّ

বেশী বেশী তওবা করে এবং তোমার তরফ রুজু থাকে এবং তাহাদের
যাহারা খুব বেশী পাক-ছাফ থাকে। (৯৯) আয় আল্লাহ্!

اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي وَعَافِنِي

আমাকে মার্ফ কর, আমাকে হেদায়েতের উপর তথা সদা সৎপথে
রাখ, আমাকে রুযি দান কর, আমাকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখ।

(١٠٠) إِيهُدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ

(১০০) আয় আল্লাহ্! যে বিষয়ে মতভেদ হয় তাহার মধ্যে যেইটা হক
(সত্য) সেইটাই তুমি মেহেরবানী করিয়া আমার
মনের মধ্যে ঢালিয়া দিও।

(১.১) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُورًا وَفِيْ بَصْرِيْ

(১০১) আয় আল্লাহ! আমাদের মনের মধ্যে নূর দান কর,
আমার চোখের মধ্যে

نُورًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُورًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُورًا

নূর দান কর, আমার কানের মধ্যে নূর দান কর, আমার ডানে,

وَعَنْ شِمَالِيْ نُورًا وَخَلْفِيْ نُورًا وَمِنْ اَمَامِيْ

বামে নূর দান কর; পিছনে, সামনে, চতুর্দিকে

نُورًا وَاَجْعَلْ لِّيْ نُورًا وَفِيْ عَصْبِيْ نُورًا

নূর দান কর, আমাকে নূর দান কর, আমার স্নায়ুতে নূর দান কর

وَفِيْ لَحْمِيْ نُورًا وَفِيْ دَمِيْ نُورًا وَفِيْ

আমার রক্তে ও মাংসে নূর দান কর।

شَعْرِيْ نُورًا وَفِيْ بَشْرِيْ نُورًا وَفِيْ لِسَانِيْ

আমার পশমে পশমে নূর দান কর, আমার চর্মে নূর
দান কর, আমার জিহ্বায়

نُورًا وَاَجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُورًا وَاَعْظِمْ لِيْ نُورًا

নূর দান কর। আমার নফছের ভিতর নূর দান কর, আমাকে অতি
বেশী এবং বড় নূর দান কর,

وَاَجْعَلْنِيْ نُورًا وَاَجْعَلْ مِنْ فَوْقِيْ نُورًا

আমাকে পূর্ণ নূরই নূর বানাইয়া দাও, আমার উপরে নূর দান কর

وَمِنْ تَحْتِي نُورًا اللَّهُمَّ اعْطِنِي نُورًا

এবং আমার নিম্নে নূর দান কর। আয় আল্লাহ্! আমাকে নূর দান কর।*

(১.২) اللَّهُمَّ افْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ

(১০২) আয় আল্লাহ্! আমাদের জন্য তোমার রহমতের দ্বারসমূহ
খুলিয়া দাও এবং

سَهْلٌ لَنَا أَبْوَابَ رِزْقِكَ (১.৩) اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي

তোমার রিয়কের দ্বারসমূহ আমাদের জন্য সহজ করিয়া দাও। (১০৩)
আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখ

مِنَ الشَّيْطَانِ (১.৪) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

শয়তানের হাত হইতে। (১০৪) আয় আল্লাহ্! আমি ভিক্ষা
চাই তোমার নিকট

فَضْلِكَ (১.৫) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَ

তোমার অনুগ্রহ। (১০৫) আয় আল্লাহ্! ক্ষমা করিয়া দাও
আমার সমস্ত ত্রুটি এবং

ذُنُوبِي كُلِّهَا. اللَّهُمَّ انْعَشِنِي وَأَحِينِي

সমস্ত অপরাধ। আয় আল্লাহ্! আমাকে উচ্চ মর্তবা দান কর
আমাকে জীবনী শক্তি দান কর,

* আমার শিরায় শিরায় অস্থি-মজ্জায় নূর অর্থাৎ তোমার যিকির এবং তোমার দাসত্ব ও ফর্মাবরদারী ভরিয়া দাও, আমি এই অন্ধকার নাপাক জগতের নহি, এ জগতের প্রতি একটু টান যেন আমার ভিতর না থাকে, আমি পাক পবিত্র নূরানী উর্ধ্ব জগতের; অতএব, সেই নূরানী জগতের নূর আমার ভিতর ভরিয়া দাও।

وَأَرْزُقُنِي وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَ

এবং আমাকে রিয্ক দান কর এবং আমাকে টানিয়া নেও ভাল কাজ এবং

الْأَخْلَاقِ إِنَّهُ لَا يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلَا يَصْرِفُ

ভাল স্বভাবের দিকে; নিশ্চয়ই টানিয়া নিতে পারে না ভাল কাজ ও ভাল স্বভাবের দিকে এবং ফিরাইয়া রাখিতে পারে না

سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ (۱.۶) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ

মন্দ কাজ ও মন্দ স্বভাব হইতে তুমি ব্যতীত অন্য কেহ। (১০৬)
আয় আল্লাহ্! আমি শিক্ষা চাই তোমার নিকট

رِزْقًا طَيِّبًا وَعِلْمًا نَّافِعًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا

হালাল রুযি এবং তোমার দরবারে উপকারী বিদ্যা এবং তোমার দরবারে গৃহীত আমল।

(۱.۷) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ

(১০৭) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার গোলাম এবং গোলামজাদা-
আমার বাপ তোমার গোলাম

اَمْتِكَ نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ مَاضٍ فِيْ حُكْمِكَ

আমার বা তোমার বান্দী, আমি সম্পূর্ণ তোমার অধীনস্থ- আমার মাথার চুল পর্যন্ত তোমার হাতের মধ্যে, আমার মাথা হইতে পা পর্যন্ত সমস্ত অস্তিত্বে তোমারই হুকুম জারী।

عَدْلٍ فِيْ قَضَائِكَ اَسْئَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ

তুমি আমার জন্য যাহা কিছু নির্ধারিত কর তাহা সবই ন্যায্য। আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি- তোমার যত নাম আছে;

سَمَّيْتَهُ بِهٖ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ

যে সব নাম তুমি নিজের জন্য পছন্দ করিয়াছ বা তোমার পবিত্র কিতাবে
নাযিল করিয়াছ বা শিক্ষা দিয়াছ

أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ

তোমার কোন খাছ বান্দাকে বা অন্য কাহাকেও শিখাও নাই- শুধু নিজেই
এলমে গায়েবের মধ্যে রাখিয়াছ- সেই সব নামের দোহাই দিয়া

عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِّعَ قَلْبِي

যে, মহান কোরআনের দ্বারা আমার হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করিয়া দাও

وَنُورَ بَصَرِيَّ وَجِلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

এবং চক্ষুকে আলোকিত করিয়া দাও এবং আমার সব চিন্তা সব দুঃখ
উহার দ্বারা দূর করিয়া দাও।

(১০৮) اَللّٰهُمَّ اِلَهَ جِبْرَائِيْلَ وَمِيكَائِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ

(১০৮) আয় আল্লাহ্! আয় জিব্রাইল, মিকাইল এবং ইসরাফীলের খোদা!

وَالِهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمَاعِيْلَ وَاِسْحٰقَ عَافِيْنِي

আয় ইব্রাহীম ইসমাইল এবং ইছহাকের খোদা! তুমি আমাকে শান্তিতে রাখ

وَلَا تُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ

এবং তোমারই সৃষ্ট সবকিছু, অতএব, কাহাকেও আমার উপর প্রবল
করিও না এরূপ কোন বিষয়ে

لَا طَاقَةَ لِي بِهِ (۱۰۹) اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ

যাহা সহ্য করা আমার ক্ষমতার বাহিরে। (১০৯) আয় আল্লাহ! তোমার হালাল রুখি আমাকে প্রচুর পরিমাণে দান করিয়া আমাকে দূরে রাখ

عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

তোমার হারাম হইতে এবং নিজ দয়াগুণে- এক তুমি বিনা অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী আমাকে হইতে দিও না।

(۱۱۰) اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَسْمَعُ كَلَامِي وَتَرَى مَكَانِي

(১১০) আয় আল্লাহ! তুমি আমার কথাবার্তা শুনিতেছ, আমার স্থান দেখিতেছ,

وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ

আমার গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব অবস্থা জানিতেছে তোমার নিকট গুপ্ত নাই

مِنْ أَمْرِي وَأَنَا الْبَائِسُ الْفَقِيرُ الْمُسْتَعِيثُ

আমার কোনও বিষয়। আমি বিপদগ্রস্ত কাঙ্গাল, তোমার নিকট ফরিয়াদ করিতেছি,

الْمُسْتَجِيرُ الْمَشْفِقُ الْمُقَرُّ الْمُعْتَرِفُ

তোমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি, তোমার ভয়ে ভীত শঙ্কিত, আমি অপরাধ স্বীকার করিয়া

بِذَنْبِي أَسْأَلُكَ مَسْئَلَةَ الْمَسْكِينِ وَابْتِهَلُ

ভিক্ষকের ন্যায় তোমার দ্বারে ভিক্ষা মাগিতেছি এবং তোমার নিকট কাকুতি মিনতি করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি

إِيَّاكَ ابْتِهَالًا الْمَذْنِبِ الذَّلِيلِ وَأَدْعُوكَ

অতি হেয় অপরাধীর ন্যায় এবং তোমার নিকট দোওয়া ও
প্রার্থনা করিতেছি

دُعَاءَ الْخَائِفِ الضَّرِيرِ وَدُعَاءَ مَنْ خَضَعَتْ لَكَ

অতি ভীত ও বিপদগ্রস্ত হইয়া -মাটিতে

رَقَبَتُهُ وَفَاضَتْ لَكَ عَبْرَتُهُ وَذَلَّ لَكَ جِسْمُهُ

মস্তক রাখিয়া, চোখের পানিতে বুক ভাসাইয়া, সমস্ত শরীরকে
তোমার সামনে নত ও পদদলিত করিয়া

وَرَغِمَ لَكَ أَنْفُهُ - اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْنِيْ بِدُعَائِكَ

এবং মাটিতে নাক রগড়াইয়া। হে আল্লাহ্! তুমি আমার দোয়া

شَقِيًّا وَكُنْ لِيْ رَوْفًا رَّحِيمًا يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِيْنَ

ফিরাইয়া দিও না, আমাকে খালি হাতে ফিরাইও না, আমার প্রতি সদয়
হও, আমাকে দয়া কর হে সর্বোত্তম ভিক্ষা চাহিবার স্থান।

وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ اَشْكُوْضِعْفَ

হে সর্বোৎকৃষ্ট দাতা! হে আল্লাহ্! তোমারই দরবারে আমার
নালিশ; আমি দুর্বল

قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ

আমি কৌশল ও চালাকির তদ্বীর জানি না; লোকের নিকট আমার
কোন সম্মান প্রতিপত্তি নাই, সকলেই আমাকে তুচ্ছ হেয় মনে করে;

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِلَىٰ مَنْ تَكَلَّمْتُ إِلَىٰ عَدُوِّ

ইয়া আরহামার-রাহেমীন! আমাকে কার উপর সোপর্দ করিবে? শত্রুর হাতে?

يَتَهَجَّمُنِي أَمْ إِلَىٰ قَرِيبٍ مَلَكَتْهُ أَمْرِي - إِنْ لَمْ

যে আমার উপর অত্যাচার করিবে। বা মিত্রের হাতে? যে তোমারই প্রদত্ত বলে বলিয়ান হইয়া আমার সর্ব সম্পত্তির উপর জোর-দখল করিয়া রাখিয়াছে?

تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي غَيْرَ أَنْ عَافَيْتَكَ

এক তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমি এ সবেব কিছুই পরওয়া করি না, এ সবেব চিন্তা আমার নাই, তবে তুমি তোমার অনুগ্রহে আমাকে যদি সুখে-শান্তিতে রাখ

أَوْسَعُ لِي (١١١) اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ قُلُوبًا

তাহাই আমার জন্য প্রশস্ত। ((১১১) আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে এমন দিল দাও

أَوْأَهَّةً مُّخْبِتَةً مُّنِيبَةً فِي سَبِيلِكَ (١١٢) اللَّهُمَّ

যাহা প্রেমবেদনায় ব্যথিত, তোমার সামনে অবনত এবং তোমার দ্বীনের কাজে চির রত থাকে। (১১২) আয় আল্লাহ্!

إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا يُبَاشِرُ قَلْبِي وَيَقِينًا صَادِقًا

আমাকে এমন ঈমান দান কর যাহা আমার অন্তরের অন্তস্থলে ছাইয়া থাকে এবং আমাকে এমন দৃঢ় একীন এবং অটল ও ঝাঁটা বিশ্বাস দান করে

حَتَّىٰ أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يَصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبَتْ لِي

যাহাতে আমার মনের ধারণা ও গতিই যেন এইরূপ হইয়া যায় যে, তুমি যাহা আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া রাখিয়াছ তাহাই হইবে; তদতিরিক্ত বিন্দুমাত্রও হইতে পারিবে না।

وَرَضِي مِّنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي (۱۱۳) اَللّٰهُمَّ

এবং তুমি যাহা কিছু রুখি আমার জন্য নির্ধারিত করিয়া দিয়াছ তাহাতেই যেন আমি অন্তরের সহিত সন্তুষ্ট থাকিতে পারি।

(১১) আয় আল্লাহ্!

لَكَ الْحَمْدُ كَالَّذِي تَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ

তোমার প্রশংসা করিয়া কে শেষ করিতে পারে? একমাত্র তুমিই তোমার গুণাবলী ও প্রশংসা জান, তাছাড়া আমরা যতই তোমার প্রশংসা বা গুণকীর্তন করি না কেন তদপেক্ষা তুমি বহু উচ্চে, বহু উত্তম।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ

আয় আল্লাহ্! বাঁচাইয়া রাখ আমাকে খারাপ আখলাক (স্বভাব চরিত্র)

وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ وَالْاَدْوَاءِ نَعُوْذُ بِكَ مِنْ

খারাপ আমল (কার্যকলাপ) খারাপ মনের গতি-নফছানি খাহেশ এবং খারাপ রোগ ও পীড়া হইতে। আয় আল্লাহ্! আমরা তোমার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি

شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

সেই সমস্ত খারাপ জিনিস হইতে যে সব হইতে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম পানাহ্ চাহিয়াছেন

وَسَلَّمَ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِيْ دَارِ الْمُقَامَةِ

আয় আল্লাহ্! আমাদের থাকিবার বাড়িতে খারাপ প্রতিবেশী হইতে পানাহ্ দাও;

فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ وَغَلَبَةَ الْعَدُوِّ

বিদেশ প্রবাসের প্রতিবেশী-ত কিছুক্ষণ পরে চলিয়াই যায়। হে আল্লাহ!
শত্রুকে আমাদের মোকাবেলায় জয়ী হইতে দিও না

وَسَمَاتِ الْأَعْدَاءِ وَمِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ

এবং আমাদের এমন কোন দুরবস্থায় ফেলিও না যাহা দেখিয়া শত্রুপক্ষ
খুশী হইতে পারে। আয় আল্লাহ! অনাহার-যন্ত্রণা হইতে আমাদের
বাঁচাইয়া রাখিও; এই যন্ত্রণা বড়ই সাজ্জাতিক

الضَّجِيعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَبِئْسَتِ الْبِطَانَةُ وَأَنَّ

যন্ত্রণা (কেননা, ইহা কিছুতেই নিভে না।) আয় আল্লাহ! আমানতের
খেয়ানত হইতে আমাদের বাঁচাইয়া রাখিও; ইহা বড়ই সাজ্জাতিক
পাপ, ইহার পরিণাম বড়ই খারাপ।

نَرْجِعَ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا أَوْ نَفْتَنَ عَن دِينِنَا وَمِنَ

আয় আল্লাহ! জেহাদের ময়দানে যেন আমরা পিছে না হটি বা ধর্মকর্মে
যেন আমরা কোন সময় সন্দিহান না হই।

الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَمِنَ يَوْمِ السُّوءِ

আয় আল্লাহ! সব রকমের ফেৎনা হইতে— প্রকাশ্য হউক বা গুপ্ত
আমাদিগকে বাঁচাও। আয় আল্লাহ! মন্দ দিন* হইতে

وَمِنَ لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنَ سَاعَةِ السُّوءِ وَمِنَ

. মন্দ রাত হইতে ও মন্দ মুহূর্ত হইতে এবং

* দিন বা সময় মন্দ হয় না; এস্থানে উদ্দেশ্য এই যে, সকল সময় আমরা যেন কোন
পাপে-তাপে বা বিপদের মধ্যে না পড়ি।

صَاحِبِ السُّوءِ

মন্দ সঙ্গী হইতে আমাদের বাঁচাইয়া রাখ।

سَلَامًا

চতুর্থ মঞ্জিল
(মঙ্গলবার)

(১১৪) اَللّٰهُمَّ لَكَ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَ

(১১৪) আয় আল্লাহ্! তোমারই উদ্দেশ্যে আমার নামায, আমার হজ্জ
এবং অন্যান্য এবাদত। তোমারই উদ্দেশ্যে আমার জীবন,

مَمَاتِيْ وَآلِيْكَ مَايَسِيْ وَلَكَ رَبِّ تَرَاتِيْ

আমার মরণ; তোমারই কাছে আমি আসিতে চাই, তোমারই কাছে আমায়
আসিতে হইবে। দুনিয়াতে যাহা ছাড়িয়া যাইব সব তোমারই।

(১১৫) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَجِيْ بِهٖ الرِّياحُ

(১১৫) আয় আল্লাহ্! তুমি যে সমস্ত উপকারের জন্য বায়ু সঞ্চালিত
করিয়া থাক সে সমস্ত উপকার আমি তোমার নিকট চাই।

(১১৬) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَعْظَمُ شُكْرَكَ

(১১৬) হে খোদা! আমাকে তওফিক দাও আমি যেন
তোমার শোকর বেশী করি।

وَاَكْثَرُ ذِكْرَكَ وَاتَّبِعْ نَصِيْحَتَكَ وَاحْفَظْ وَصِيَّتَكَ

এবং তোমার যিক্‌র খুব বেশী করিয়া করি এবং তোমার নসীহত
পালন করি এবং তোমার অছিয়ত রক্ষা করি।

اللَّهُمَّ إِنَّ قُلُوبَنَا وَنَوَاصِيئَنَا وَجَوَارِحَنَا بِيَدِكَ

আয় আল্লাহ্! আমাদের দেল, আমাদের হাত-পা, আমাদের আপাদমস্তক
সর্বশরীর তোমারই হাতে, তোমারই করতলগত-

لَمْ تَمْلِكْنَا مِنْهَا شَيْئًا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا

আমরা ইহার কোন একটিরও মালিক বা অধিকারী নই; যখন অবস্থা এই

فَكُنْ أَنْتَ وَلِيِّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ

কাজেই এখন তোমারই নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তুমিই আমাদের
সহায় সাহায্যকারী হইয়া আমাদের হাত-পায়ের দ্বারা হেদায়েতের
কাজ করাইয়া লও এবং সৎবুদ্ধি দান কর।

(۱۱۷) اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَ

(১১৭) আয় আল্লাহ্! তোমার মহব্বত (এবং তোমার মহব্বতের বস্তু ও
ব্যক্তি সকল) যেন আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় এবং

اجْعَلْ خَشْيَتَكَ أَخَوْفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدِي وَاقْطَعْ

তোমার ভয় যেন সর্বাপেক্ষা অধিক হয় (এবং তোমার অপ্রিয় বস্তু ও
ব্যক্তি সকল যেন আমার নিকট সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় হয়।)

আয় আল্লাহ্! আমাকে মুক্ত করিয়া নেও-

عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَى لِقَائِكَ

তোমার দীদারের আশার প্রেরণা আমাকে দান করিয়া দুনিয়ার
সর্বপ্রকার অভাব-অভিযোগ হইতে।

وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ

আয় আল্লাহ্! দুনিয়াদারদের দুনিয়ার উন্নতিতে যেমন চক্ষু জুড়ায়

فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ (১১৮) اللَّهُمَّ إِنِّي

তোমার এবাদতে লিপ্ত থাকিয়া এবং এবাদতের স্বাদ পাইয়া তেমনই
যেন আমার চক্ষু জুড়ায়। (১১৮) আয় আল্লাহ্! আমি

أَسْأَلُكَ الصِّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْأَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ وَ

তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, আমাকে স্বাস্থ্য দান কর, আমাকে
পরহেয়গারী অর্থাৎ পরস্বী আকর্ষণ বা পরদ্রব্য গ্রহণ লিন্সা হইতে
মুক্তি দান কর, আমাকে আমানতদারীর খাছলত দান কর,
আমাকে সৎ স্বভাব ও মধুর ভাব দান কর এবং

الرِّضَى بِالْقَدْرِ (১১৯) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ شُكْرًا

যাহা কিছু তকদীরে লিখা তাহাতেই যেন আমি সন্তুষ্ট থাকি এই
স্বভাবটি আমাকে দান কর। কিন্তু তাহাতে শোকরই; *

وَلَكَ الْمَنْ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ

পক্ষান্তরে তুমি যে আমাদের অসংখ্য অগণিত নেয়ামত দান করিতেছ
এবং অসীম উপকার করিতেছ তাহাত শুধু তোমার অনুগ্রহ মাত্র*। হে আল্লাহ্!
আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, আমাকে তওফিক দান কর

لِمَحَابَّتِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ وَصِدْقَ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ

* অর্থাৎ তাহাতে আমাদের কর্তব্যই, বরং কর্তব্যের এক সহস্রাংশও নয় এবং
তোমার নেয়ামতসমূহের কণা পরিমাণ শোকর হইলেও তাহা ত শোকরই, অতিরিক্ত
কিছু নহে যে, তাহা প্রশংসারূপে গণ্য হইতে পারে।

* অর্থাৎ তুমি কোন কিছুরই পরিবর্তে উপকার করিতেছ না, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে
শুধু দয়া পরবশ হইয়া দান করিতেছ।

তোমার নিকট যে সব কাজ প্রিয় সেই সব কাজ করিতে এবং তোমার উপর খাঁটি তাওয়াক্কুল (ভরসা) স্থাপন করিতে।

وَحُسْنَ الظَّنِّ بِكَ (۱۲۰) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ

আর তোমার প্রতি আজীবন মনের ধারণা ভাল রাখিতে পারি সেই তওফিক আমাকে দান কর। (১২০) হে আল্লাহ্! আমার আত্মিক কান খুলিয়া দাও; আমি যেন শুনিতে পারি-

لِذِكْرِكَ وَاَرْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ

সমগ্র জগতে তোমারই যিক্র তোমারই প্রশংসা বিঘোষিত। আর তোমার - ও আমার রসূলের ফরমাবরদারী করার তওফিক আমাকে দান কর,

وَعَمَلًا بِكِتَابِكَ (۱۲۱) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ اَخْشَاكَ

আর তোমার পবিত্র কিতাব অনুযায়ী আমল করিতে পারি। অর্থাৎ জীবন গঠন করিতে পারি এমন তওফিক আমাকে দান কর। (১২১) আয় আল্লাহ্! আমাকে এই তওফিক দাও যাতে আমি তোমার ভয় হৃদয়ে এমন- ভাবে জাগরিত রাখিতে পারি

كَانِيْ اَرَاكَ اَبَدًا حَتّٰى اَلْقَاكَ وَاَسْعِدْنِيْ

যেন আমি তোমাকে দেখিতেছি। আমি যেন সম্পূর্ণ জীবন এই অবস্থায়ই কাটাইয়া তোমার দরবারে উপস্থিত হইতে পারি এবং আমাকে সৌভাগ্যবান কর

بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشَقِّنِيْ بِمَعْصِيَّتِيْ (۱۲২) اَللّٰهُمَّ الطُّفُّ

তাকওয়া দান করিয়া। তোমার নাফরমানী করিয়া যেন কখনও আমি নিজের কপালে নিজে আণ্ডন না দেই। (১২২) আয় আল্লাহ্! মেহেরবানী কর

بِي فِي تَيْسِيرٍ كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ كُلِّ عَسِيرٍ

আমার উপর প্রত্যেক মুশকিলকে আছান করিয়া দিতে, কঠিন হইতে
কঠিন কাজকেও অতি সহজ করিয়া দেওয়া

عَلَيْكَ يَسِيرًا وَأَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَالْمَعَاوَةَ فِي

তোমার পক্ষে অতি সহজ। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট সহজ
সুলভতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য চাই-

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اعْفُ عَنِّي فَإِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ

দুনিয়া এবং আখেরাতে। আয় আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিও,
তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(۱۲۳) اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنَ النَّفَاقِ وَعَمَلِي مِنْ

(১২৩) আয় আল্লাহ্! পবিত্র রাখিও আমার দেলকে মোনাফেকী
হইতে, আমলকে

الرِّبَاءِ وَلِسَانِي مِنَ الْكُذْبِ وَعَيْنِي مِنَ الْخِيَانَةِ

রিয়া হইতে, জবানকে মিথ্যা হইতে, চক্ষুকে লুকোচুরি হইতে

فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

নিশ্চয় তুমি চোখের লুকোচুরি এবং দেলের গুপ্ত কথা জান।

(۱۲۴) اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَسْقِيَانِ

(১২৪) আয় আল্লাহ্! আমাকে এমন দুইটি চক্ষু দান কর যাহা অনবরত
কাঁদিয়া কাঁদিয়া পানি সিঞ্জন করিতে থাকে

الْقَلْبِ بِدُرُوفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ

অশ্রু দ্বারা আমার দেল-যমীনখানাকে তোমার ভয়ে; যাহাতে কেয়ামতের দিন

تَكُونِ الدُّمُوعُ دَمًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا

চক্ষু হইতে পানির পরিবর্তে রক্তের অশ্রু বষণ করিতে না হয়
এবং মুখের দাঁতগুলি জলন্ত অগ্নিখণ্ডরূপে পরিণত না হয়।

(۱۲۵) اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي قُدْرَتِكَ وَأَدْخِلْنِي فِي

(১২৫) আয় আল্লাহ! তোমার ক্ষমতায় আছে- আমাকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে
রাখ এবং আমাকে একটু স্থান দান করিও

رَحْمَتِكَ وَأَقِضْ أَجَلِي فِي طَاعَتِكَ وَاخْتِمْ لِي

তোমার রহমতের ভেতর এবং তোমার ফরমাবরদারীর মধ্যে রাখিয়া
আমার জীবন শেষ কর। এবং আমাকে মৃত্যু দান করিও

بِخَيْرِ عَمَلِي وَاجْعَلْ ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ (۱۲۶) اللَّهُمَّ

সবচেয়ে ভাল আমলের মধ্যে রাখিয়া এবং উহার ছওয়াবে আমাকে
বেহেশত দান করিও। (১২৬) হে আল্লাহ!

فَارِجِ الْهَمِّ كَاشِفِ الْغَمِّ مُجِيبِ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ

হে সর্ব পিবদ হরণকারী খোদা! হে সর্ব দুঃখ দূরকারী খোদা! হে
নিরুপায়ের দোয়া শবণকারী খোদা!

رَحْمَنِ الدُّنْيَا وَرَحِيمَهَا أَنْتَ تَرْحَمُنِي فَأَرْحَمْنِي

হে রহমান ও রহীম-অসীম দয়ালু অত্যন্ত সদয় খোদা! একমাত্র তোমারই
রহমতের আশায় আমি বুক বাঁধিয়া আছি; আমায় রহমত দান কর

بِرَحْمَةٍ تَغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةٍ مِّنْ سِوَاكَ

যে রহমতে আমি তোমা বিনে কাহারো দয়ার ভিখারী না হই।

(১২৭) اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فُجَاةِ الْخَيْرِ وَ

(১১৬) আয় আল্লাহ্! বিনা কারণে হঠাৎ যে সকল মঙ্গল বা ভালাই আসে তাহা আমি তোমার নিকট চাই, কিন্তু

اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فُجَاةِ الشَّرِّ (১২৮) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ

হঠাৎ যে সকল অমঙ্গল বা খারাবি আসে তাহা হইতে আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই। (১২৮) আয় আল্লাহ্! তুমিও

السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالْيَكَّ يَعُوْذُ السَّلَامُ

শান্তি, তোমা হইতেই আসে শান্তি এবং তোমাতেই আসে শান্তি,

اَسْئَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اَنْ تَسْتَجِيبَ

হে মহত্বের অধিকারী খোদা! হে সম্মান রক্ষাকারী ও সম্মান দানকারী খোদা! আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে, তুমি কবুল কর-

لَنَا دَعْوَتَنَا وَاَنْ تَعْطِيَنَا رَغْبَتَنَا وَاَنْ تَغْنِيَنَا

আমাদের দোয়া। আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর কর, আমাদেররে তোমার ভালবাসা এবং উহারই রুচি দান কর এবং মুখাপেক্ষী বা মোহতাজ হইতে দিও না আমাদেররে-

عَمَّنْ اَغْنَيْتَهُ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ (১২৯) اَللّٰهُمَّ خِرْلِيْ

দুনিয়ার ধনীদেৱ। (১২৯) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাকে ভালটি দান কর

وَاخْتَرَلِي (۱۳۰) اللَّهُمَّ ارْضِنِي بِقَضَائِكَ

এবং তুমিই আমাকে ভালটি বাছিয়া দাও। (১৩০) আয় আল্লাহ্! তোমার তরফ হইতে যাহা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারিত হয় তাহাতেই যেন আমি দেলের সহিত সন্তুষ্ট থাকি

وَبَارِكْ لِي فِي مَا قَدَّرَلِي حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ

এবং তাহাতে তুমি বরকত দান কর; আমি যেন জলদি না চাই

مَا آخَرْتِ وَلَا تَأْخِيرِ مَا عَجَّلْتِ (۱۳۱) اللَّهُمَّ

উহা যাহা তুমি পরে দিবার জন্য ধার্য করিয়াছ এবং তুমি যাহা পূর্বে দিবার জন্য ধার্য করিয়াছ তাহা যেন পরে না চাই। (১৩১) আয় আল্লাহ্!

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشَ الْآخِرَةِ (۱৩২) اللَّهُمَّ أَحْيِنِي

এ জীবনতো কিছুই নয়, দু'দিনের খেলাধুলা-আসল জীবনতো আখেরাতেরই জীবন। (১৩২) আয় আল্লাহ্! এ জীবনে আমাকে জীবিত রাখ

مِسْكِينًا وَأَمْتِنِي مِسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ

মিসকীন (অর্থাৎ সর্বদা তোমার রহমতের ভিখারী) রূপে এবং আমাকে মৃত্যু দান কর মিসকীন (অর্থাৎ তোমার রহমতের ভিখারী) রূপেই এবং হাশরের ময়দানে আমাকে

الْمَسَاكِينِ (۱৩৩) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِينَ

তোমার মিছকীন দলভুক্ত রাখিও। (১৩৩) আয় আল্লাহ্! আমাকে তোমার সেই সব বান্দাদের মত বানাও যাহারা

إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا

যখন কোন ভাল কাজ করে তখন সন্তুষ্ট হয় এবং যখন কোন মন্দ কাজ করে তৎক্ষণাত তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে।

(১৩৪) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِكَ تَهْدِي

(১৩৪) আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট হইতে এমন
রহমত ভিক্ষা চাই যে,

بِهَا قَلْبِي وَتَجْمَعُ بِهَا أَمْرِي وَتَلِمُ بِهَا شَعْيِي وَ

তাহা দ্বারা তুমি আমার দেলকে ভাল রাস্তা বুঝাইয়া সেই দিকেই
ফিরাইয়া রাখ এবং তাহা দ্বারা আমার বিশৃঙ্খলাকে
শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসজ্জিত করিয়া দাও এবং

تُصْلِحُ بِهَا دِينِي وَتَقْضِي بِهَا دَيْنِي وَتَحْفَظُ بِهَا غَائِبِي

তাহা দ্বারা দূরস্ত করিয়া দাও আমার দ্বীনকে এবং আমার ঋণ পরিশোধ
করিয়া দাও এবং তাহা দ্বারা আমার অসাম্প্রদে (আমার আত্মীয়-স্বজন,
বন্ধু-বান্ধব) যাহারা আছে তাহাদের নেগাহবানী কর।

وَتَرْفَعُ بِهَا شَاهِدِي وَتَبَيِّضُ بِهَا وَجْهِي وَتُرْكَئِي

এবং আমার সাম্প্রদে যাহারা আছে নেক কাজের দ্বারা তাহাদের মর্তবা
বাড়াইয়া দাও এবং তাহা দ্বারা আমার চেহারা রওশন করিয়া
দাও এবং পাক-পবিত্র করিয়া দাও—

بِهَا عَمَلِي وَتُلْهِمْنِي بِهَا رَشْدِي وَتَرُدُّ بِهَا

আমার আমল এবং তাহা দ্বারা আমার দেলের মধ্যে হেদায়েতের কথা
জাগাইয়া দাও এবং তাহা দ্বারা আমাকে পুনঃ দান কর—

الْفَتَىٰ وَتَعْصِمُنِي بِهَا مِنْ كُلِّ سَوْءٍ

তোমার সহিত আমার যে মনের মিল ও অন্তরের গাঢ় ভালবাসা আছে
তাহা এবং তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব প্রকার অনিষ্ট অপকার,
কু-কাজ ও কু-আওয়াজ হইতে বাঁচাইয়া রাখ।

(১৩৫) اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ اِيْمَانًا لَا يَرْتَدُّ وَيَقِيْنًا لَيْسَ

(১৩৫) আয় আল্লাহ্! আমাকে এমন পাকা ঈমান দান কর যাহা আর ফিরিতে
না পারে এবং আমাকে এমন কামেল একীন দান কর যাহার পরে আর

بَعْدَهُ كُفْرٌ وَرَحْمَةً اَنَالَ بِهَا شَرَفَ كَرَامَتِكَ فِي

কুফরী কাছেও না আসিতে পারে এবং আমাকে এমন রহমত দান কর
যাহা দ্বারা আমি তোমার নিকট সম্মান প্রাপ্তির সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি-

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱۳۶) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ

দুনিয়াতে ও আখেরাতে। (১৩৬) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট চাই

الْفَوْزَ فِي الْقَضَاءِ وَنُزُلَ الشُّهُدَاءِ

ভাল তক্বদীর যেন সব কাজে কৃতকার্য হইতে পারি। আয় আল্লাহ্!
আমি তোমার নিকট শহীদগণের সঙ্গে জেয়াফত খাইতে চাই,

وَعَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمُرَافَقَةَ الْأَنْبِيَاءِ

নেক লোকদের ন্যায় আরামে জীবন-যাপন করিতে চাই, পয়গাম্বরগণের
সঙ্গে সঙ্গে থাকিতে চাই

وَالنَّصْرَ عَلَى الْأَعْدَاءِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

এবং (নফ্ছ, শয়তান, কাফের প্রভৃতি) শত্রুগণের বিরুদ্ধে যাহাতে জয়ী
হইতে পারি সেই জন্য সাহায্য চাই। নিশ্চয় তুমি দোয়া কবুল করিয়া থাক।

(১৩৭) اللَّهُمَّ مَا قَصُرَ عَنْهُ رَأْيِي وَضَعُفَ عَنْهُ عَمَلِي

(১৩৭) আয় আল্লাহ্! এমন সব ভাল জিনিস যাহা উপলব্ধি করার মত জ্ঞান বুদ্ধি আমার নাই এবং আমার আমলের বলেও উহা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিব না।

وَلَمْ تَبْلُغْهُ مُنِيَّتِي وَمَسَّالْتِي مِنْ خَيْرٍ وَعَدَّتْهُ

এবং উপলব্ধির অভাবে আমি তোমার নিকট উহার আবদারও করিতে পারি না দোয়াও করিতে পারি না, অথচ ঐ ভাল জিনিস প্রদানের ওয়াদা করিয়াছ

أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ خَيْرٍ أَنْتَ مُعْطِيهِ أَحَدًا

তোমার সৃষ্টি জগতের কাহারও পক্ষে অথবা দিবার ইচ্ছা করিয়াছ তোমার কোন

مِنْ عِبَادِكَ فَإِنِّي أَرْغُبُ إِلَيْكَ فِيهِ وَأَسْأَلُكَ

পেয়ারা বান্দাকে আমি তাহা পাইবার আশ্রহ তোমার নিকট নিবেদন করিতেছি এবং আমি তোমার নিকট তাহা চাহিতেছি

بِرَحْمَتِكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۳۸) اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْزَلُ بِكَ

হে রাব্বুল আলামীন, হে জগত প্রতিপালক! শুধু তোমার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া এবং তোমার রহমতের অছিলা দিয়া। (১৩৮) আয় আল্লাহ্!

আমি তোমার দরখাস্ত তোমার দরবারে পেশ করিতেছি,

حَاجَتِي وَإِنْ قَصُرَ رَأْيِي وَضَعُفَ عَمَلِي

আমার অভাব-অভিযোগ তোমারই নিকট জ্ঞাপন করিতেছি; যদিও আমার জ্ঞান-বুদ্ধি কম, আমার আমল দুর্বল,

افْتَقَرْتُ إِلَى رَحْمَتِكَ فَاسْأَلُكَ يَا قَاضِيَ الْأُمُورِ وَ

কিন্তু আমার ত আর কেউ নাই! আমি ত তোমারই দয়ার ভিখারী। আমি তোমারই নিকট ভিক্ষা চাই; তুমিই কর্মকর্তা,

يَا شَافِيَ الصُّدُورِ كَمَا تَجِيرُ بَيْنَ الْبُحُورِ أَنْ

তুমিই শান্তি দাতা। হে আল্লাহ্! তুমি সমুদ্র গর্ভে যেমন রক্ষা করিয়া থাক

تَجِيرَنِي مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ وَمِنْ دَعْوَةِ الثُّبُورِ

তেমনই আমাকে দোষখের আযাব হইতে রক্ষা করিও, হাশরের
ময়দানের হা-হতাশ হইতে রক্ষা করিও

وَمِنْ فِتْنَةِ الْقُبُورِ (١٣٩) اَللّٰهُمَّ ذَا الْحَبْلِ الشَّدِيدِ

এবং কবরের আযাব হইতে রক্ষা করিও। (১৩৯) ওহে দৃঢ় রজ্জুর
(তথা কোরআনের) মালিক খোদা!

وَالْأَمْرِ الرَّشِيدِ أَسْأَلُكَ الْأَمْنَ يَوْمَ الْوَعِيدِ وَالْجَنَّةَ

হে সত্য ধর্মের (ইসলামের) মালিক খোদা! আমি তোমার নিকট এই
ভিক্ষা চাই যে, বিভীষিকাপূর্ণ কিয়ামতের দিন আমাকে শান্তি দান
করিও এবং আমাকে বেহেশতে দান করিও

يَوْمَ الْخُلُودِ مَعَ الْمُقَرَّبِينَ الشُّهُودِ الرَّكْعِ

সেই চিরস্থায়ী জীবনে, তোমার প্রিয় বান্দাগণের সহিত, শহীদগণের
সহিত এবং যাঁহাদিগকে রুকুতে রাখিয়াছ

السُّجُودِ الْمُؤْفِينَ بِالْعُهُودِ إِنَّكَ رَحِيمٌ وَدُودٌ

ছাজদায় রাখিয়া এবং যাঁহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিয়াছে তাঁহাদের সহিত
আমাকে রাখিও। তুমি অতি সদয়; তুমি বান্দাদেরে ভালবাস,

وَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ (١٤٠) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا هَادِيْنَ

তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই করিতে পার। (১৪)
আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে হাদী (পথ প্রদর্শক) বানাও,

مُهْتَدِينَ غَيْرِ ضَالِّينَ وَلَا مُضِلِّينَ سَلَامًا لَا أَوْلِيَاءَ لَكَ

কিন্তু এমন হাদী যে নিজে পূর্বেই হেদায়েতের (সদগুণাবলীর) ভূষণে বিভূষিত হইয়া লয়, নিজেও যেন কোন গোমরাহীর (ধর্ম বিরুদ্ধ) কাজ না করিয়া এবং অন্যকেও যেন গোমরাহীর পথে না লইয়া যাই। তোমার দোস্তুদের সঙ্গে যেন দোস্তুী রাখি,

وَحَرْبًا لِأَعْدَائِكَ نُحِبُّ بِحُبِّكَ مَنْ أَحَبَّكَ

তোমার দূশমনদের সাথে যেন দূশমনী রাখি, তোমার ভালবাসার কারণে যে তোমাকে ভালবাসে তাহাকে যেন ভালবাসি

وَنُعَادِي بِعَدَاوَتِكَ مَنْ خَالَفَكَ مِنْ خَلْقِكَ

এবং যে তোমার সৃষ্ট হইয়া তোমার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে, তুমি যেমন তাহার সহিত দূশমনী রাখি, আমিও যেন তাহার সহিত দূশমনী রাখি।

(١٤١) اللَّهُمَّ هَذَا الدُّعَاءُ وَعَلَيْكَ الْإِجَابَةُ وَهَذَا

(১৪১) আয় আল্লাহ্! এই আমার খোদা (অর্থাৎ তোমার নিকট প্রার্থনা ও যাত্রা করা ই আমার সম্বল) মেহেরবানী করিয় তুমি কবুল কর এবং এই

الْجَهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي

আমার চেষ্টা (অর্থাৎ আমি ত আপ্রাণ চেষ্টা করি, কিন্তু আমার চেষ্টা অতি ক্ষুদ্র তোমার রহমত ছাড়া তাহাতে ফল ফলিতে পারি না।) এখন তোমার রহমতের উপরই ভরসা। আয় আল্লাহ্! আমাকে আমার নফছের হাতে ছাড়িয়া দিও না।

طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا تَنْزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا أَعْطَيْتَنِي

এক পলকের জন্যও এবং তুমি যাহা কিছু ভাল জিনিস নিজ অনুগ্রহে আমাকে দান করিয়াছ (আমার নালায়েকীর দরুন) তাহা আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইও না।

(১৪২) اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ لَسْتَ بِاِلٰهِ نِ اسْتَحَدَثْنَاهُ وَ

(১৪২) আয় আল্লাহ্! তুমি আমাদের এমন মা'বুদ নও যে, আমরা তোমাকে গড়িয়া লইয়াছি বা

لَا بَرٍّ يَّبِيدُ ذِكْرَهُ ابْتَدَعْنَاهُ وَلَا عَلَيْكَ شُرَكَاءُ

তুমি আমাদের এমন খোদা নও যে, তোমার অস্তিত্ব কোথাও নাই—
আমরাই (কল্পনার দ্বারা) তোমাকে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছি; আর
তোমাদের কোন উজির-নাজির বা সঙ্গী শরীক নাই যে,

يَقْضُونَ مَعَكَ وَلَا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ اِلٰهِ

তাহারা তোমার সঙ্গে বসিয়া বিচার-ব্যবস্থা করে এবং তুমি ছাড়া
আমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই যে,

نَلْجَا اِلَيْهِ وَنَذُرُكَ وَلَا اَعَانِكَ عَلٰى خَلْقِنَا اَحَدٌ

আমরা তোমাকে ছাড়িয়া তাহার কাছে গিয়া আশ্রয় নেই এবং আমাদের
তুমি পয়দা করিয়াছ ও আহার জোগাইতেছ ইহাতে অন্য কেহই
কোনরূপে তোমার সঙ্গে যোগদান করে নাই

فَنُشْرِكُهُ فِيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ

যে আমরা তাহাকে তোমার সহিত শরীক মনে করিতে পারি, তুমিই
একমাত্র মহান, তুমিই একমাত্র প্রধান

فَنَسْئَلُكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَغْفِرْ لِيْ (১৪৩) اَللّٰهُمَّ

অতএব, তোমার নিকটে ভিক্ষা চাই। ইহাই আমাদের ঈমান এবং ইহাই
আমাদের পরম বিশ্বাস যে, তুমি ব্যতীত আমাদের অন্য কোন মা'বুদ নাই,
অন্য কোন আশ্রয়স্থান নাই। আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদেরকে মাফ
করিয়া দাও, আমাদের সব দোষ ঢাকিয়া লও। (১৪৩) আয় আল্লাহ্!

أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّيْتَهَا لَكَ مَمَاتُهَا

তুমিই আমাকে জীবন দান করিয়াছ, তুমিই আমাকে মৃত্যু দান করিবে;
তোমারই জন্য আমার মরণ,

وَمَحْيَاهَا إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ

তোমারই জন্য আমার জীবন; যদি আমাকে জীবিত রাখ তবে আমাকেও
সেইরূপ হেফাযতে রাখিও (পাপাচার, অনাচার, অত্যাচার হইতে)
যে রূপ হেফাযতে রাখিয়া থাক

بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ وَإِنْ أَمَّتْهَا فَاعْفِرْ لَهَا

তোমার নেক বান্দাগণকে এবং তুমি যদি মৃত্যু দান কর তবে দয়া করিয়া
সব অপরাধ ক্ষমা (করিয়া তারপর মৃত্যু দান) করিও

وَارْحَمَهَا (١٤٤) اللَّهُمَّ اعْنِي بِالْعِلْمِ وَزِينَتِي

এবং আমার উপর রহমত করিও। (১৪৪) আয় আল্লাহ্! এলম দ্বারা
আমার সাহায্য কর এবং আমাকে অলঙ্কৃত কর

بِالْحِلْمِ وَأَكْرِمْنِي بِالتَّقْوَى وَجَمِّلْنِي

হেলম (জ্ঞান ও গভীরতা) দ্বারা এবং তাক্বওয়া পরহেযগারী দ্বারা
আমাকে সম্মানিত কর এবং আমাকে সুন্দর কর

بِالْعَافِيَةِ (١٤٥) اللَّهُمَّ لَا يُدْرِكُنِي زَمَانٌ

স্বাস্থ্য দ্বারা (১৪৫) হে আল্লাহ্! সেই যামানা যেন আমি না পাই

وَلَا يُدْرِكُوا زَمَانًا لَا يُتَّبَعُ فِيهِ الْعَلِيمُ وَلَا

এবং লোকেরাও যেন না পায় যখন আলেমদের কথা লোকেরা শুনিবে না এবং

يُسْتَحَىٰ فِيهِ مِنَ الْحَلِيمِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبٌ

জ্ঞানী গম্ভীর লোক হইতে লোকেরা লজ্জা করিবে না; লোকদের দিল তখন

الْأَعَاجِمِ وَالسِّنْتُهُمُ الْعَرَبِ (১৬৬) اللَّهُمَّ

অসভ্য হিংস্র প্রকৃতির লোকের মত হইবে, কিন্তু কথাবার্তা সুসভ্য
সংপ্রকৃতির লোকদের মত হইবে। (১৪৬) আয় আল্লাহ্!

إِنِّي آتَخِذُ عِنْدَكَ عَهْدًا لَّنْ تَخْلِفَنِيهِ

আমি তোমার নিকট হইতে একটু ওয়াদা লইতে চাই; ওয়াদা
করিলে তুমি ইহার খেলাফ কিছুতেই করিবে না;

فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَأَيَّمَا مٌؤْمِنٍ أذِيْتَهُ أَوْ شَتَمْتَهُ

ওয়াদা লওয়ার কারণ এই যে, আমি মানুষ বৈ নই, আমার কত ভুল-ভ্রান্তি
আছে, অতএব আমি যদি কোন মুসলমানকে কষ্ট দেই বা
কটু কথা বলি, গালি দেই

أَوْ جَلَدْتَهُ أَوْ لَعَنْتَهُ فَاجْعَلْهَا لَهُ صَلَوةً وَزَكوةً

আঘাত করি বা বদদোয়া করি তবে তাহা যেন তাহার জন্য রহমত হয়
এবং তাহার ওছলায় যেন তাহার আত্মা পবিত্র হয়

وَقُرْبَةً تُقَرِّبُهُ بِهَا إِلَيْكَ . اللَّهُمَّ إِنِّي

এবং তোমার দরবারে নৈকট্য লাভ হয়। আয় আল্লাহ্! আমি

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَمِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَ

তোমার নিকট পানাহ চাই শ্বেত-কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে বিবাদ ও
অনৈক্য হইতে মুনাফিকী হইতে,

سُوءِ الْأَخْلَاقِ وَمِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ

মন্দ স্বভাব হইতে এবং অন্যান্য যত খারাবী আছে যাহা তুমি জান সেই সব হইতে। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ্‌ চাহিতেছি

حَالِ أَهْلِ النَّارِ وَمِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا

দোষখবাসীর দুরবস্থা হইতে, দোষখ হইতে এবং দোষখের নিকটবর্তী করিয়া দেয় এমন

مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَمِنْ شَرِّ مَا آنتَ أَخِذُ

যে কোন কাজ বা কথা হইতে। আয় আল্লাহ্! আমি পানাহ্‌ চাই অপকার হইতে দুনিয়ার সব দুষ্ট প্রকৃতির জীব-জন্তুর, যে সব তোমারই

بِنَاصِيَتِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ

করতলগত। আর আমি পানাহ্‌ চাই অদ্যকার দিনের মধ্যে যত প্রকার অপকার বা অনিষ্ট আছে তাহা হইতে

وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ

এবং ঐ সকল অপকার হইতে যাহা ইহার পরে আছে। আয় আল্লাহ্! আমাকে আমার নফছের অনিষ্ট হইতে রক্ষা কর এবং শয়তানের অনিষ্ট হইতে

وَشِرْكِهِ وَأَنْ نَقْتَرِفَ عَلَى أَنْفُسِنَا

এবং তাহার ফাঁদ হইতে বাঁচাও। আয় আল্লাহ্! আমরা যেন নিজেই না করিয়া বসি নিজের

سُوءًا أَوْ نَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ أَوْ أَكْتَسَبَ خَطِيئَةً

কোন ক্ষতি বা অন্য কোন মুসলমানের কোন ক্ষতি না করিয়া বসি বা এমন কোন ভুল-ত্রুটি

أَوْ ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهُ وَمِنْ ضَيْقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

বা গোনাহ না করিয়া বসি যাহা মাফ হইবার নয় এবং কিয়ামতের দিন যেন কষ্ট না পাই।

পঞ্চম মঞ্জিল

(বুধবার)

(১৪৭) اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِي وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي

(১৪৭) আয় আল্লাহ! কাম রিপূর হাত হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ এবং আমার সকল কাজ সহজ করিয়া দাও।

(১৪৮) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلَاةِ

(১৪৮) আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চাই পূর্ণ অযু পূর্ণ নামায

وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ (১৪৯) اللَّهُمَّ

এবং তোমার পূর্ণ সন্তোষ ও পূর্ণ ক্ষমা। (১৪৯) আয় আল্লাহ

أَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِينِي (১৫০) اللَّهُمَّ غَشِّنِي

আমার আমলনামা আমার ডান হাতে দিও। (১৫০) আয় আল্লাহ!

আমাকে ঢাকিয়া লও

بِرَحْمَتِكَ وَجَنِّبْنِي عَذَابَكَ (১৫১) اللَّهُمَّ ثَبِّتْ

তোমার রহমতের দ্বারা এবং তোমার আযাব হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ। (১৫১) আয় আল্লাহ! জমাইয়া রাখিও (পুলহেরাতে)

قَدَمَيَّ يَوْمَ تَزَلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ (۱۵۲) اَللّٰهُمَّ

আমার পা, সেই দিন বহু লোকের পা পিছলাইয়া (দোযখে পড়িয়া)
যাইবে। (১৫২) আয় আল্লাহ্!

اجْعَلْنَا مُفْلِحِينَ (۱۵۳) اَللّٰهُمَّ افْتَحْ اَقْفَالَ قُلُوْبِنَا

আমাদিগকে কৃতকার্য ও সফল মনোরথ বানাইও, মুক্তি দান করিও।
(১৫৩) আয় আল্লাহ্! আমাদের দিলের বন্ধন খুলিয়া দাও

بِذِكْرِكَ وَاتِمِّمْ عَلَيْنَا نِعْمَتَكَ وَأَسْبِغْ عَلَيْنَا مِنْ

তোমার যিক্র দ্বারা এবং তোমার নেয়ামত আমাদিগকে পূর্ণরূপে ভোগ
করিতে দাও এবং আমাদিগকে পূর্ণরূপে দান কর

فَضْلِكَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ

তোমার রহমত এবং আমাদিগকে তোমার নেক বান্দাগণের দল
ভুক্ত করিয়া রাখ।

(۱۵۴) اَللّٰهُمَّ اعْطِنِيْ اَفْضَلَ مَا تُؤْتِيْ عِبَادَكَ الصّٰلِحِيْنَ

(১৫৪) আয় আল্লাহ্! আমাকে সেই সকল উত্তম জিনিস দান কর, যে
সকল তোমার নেক বান্দাগণকে দান করিয়া থাক।

(۱۵۵) اَللّٰهُمَّ اَحْبِنِيْ مُسْلِمًا وَّامْتِنِيْ مُسْلِمًا

(১৫৫) আয় আল্লাহ্! আমাকে জীবিত রাখ মুসলমানরূপে এবং আমাকে
মৃত্যু দান করিও মুসলমান থাকাবস্থায়।

(۱۵۶) اَللّٰهُمَّ عَذِّبِ الْكٰفِرَةَ وَاَلْقِ فِيْ

(১৫৬) আয় আল্লাহ্! (তোমার আইন লঙ্ঘনকারী) কাফেরদিগকে শাস্তি
প্রদান কর এবং তোমার ভয় নিক্ষেপ কর-

قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَخَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَأَنْزَلَ

তাহাদের অন্তরে এবং তাহাদের কথায় অনৈক্য সৃষ্টি করিয়া
দাও এবং নাযিল কর

عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكُفْرَةَ

তাহাদের উপর তোমার আযাব ও গযব। আয় আল্লাহ্! শাস্তি প্রদান
কর কাফেরগণকে-

أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَجْحَدُونَ

আহলে কিতাব হউক বা মুশরিক হউক-যাহারা অস্বীকার করে

أَيْتِكَ وَيَكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ

তোমার পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ, তোমার পয়গাম্বরগণকে
অবিশ্বাস করে এবং তোমার পথে আসিতে বাধা প্রদান করে

وَيَتَعَدُّونَ حُدُودَكَ وَيَدْعُونَ مَعَكَ الْهَذَا آخَرَ

এবং তোমার নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে এবং তোমার সঙ্গে অন্য
কিছুকে উপাস্য সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপাসনা করে;

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ عَمَّا يَقُولُ

তুমি পবিত্র, তোমা ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ বা উপাস্য নাই এবং তুমি
অতি উর্ধ্বে; তুমি সম্পূর্ণ পবিত্র ঐ সব অশুভ বাক্য ও কুকথা
হইতে যে সব প্রয়োগ করিয়া থাকে

الظُّلْمُونَ عَلَوْا كَبِيرًا (١٥٧) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ

এই দুষ্ট কাফেরগণ।* (১৫৭) আয় আল্লাহ্! ক্ষমা করিয়া
দাও আমাকে এবং

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

যত মু'মিন মুসলমান ভাই-বোন আছে তাহাদিগকে

وَأَصْلِحْ لَهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَالْفَافِ بَيْنَ

এবং ভাই-বোন মু'মিন মুসলমানগণের অবস্থা ভাল করিয়া দাও,
তাহাদের পরস্পর মনোমালিন্য ও অনৈক্য দূর করিয়া দিয়া
পরস্পর সৌহার্দ্য সৃষ্টি করিয়া দাও, তাহাদের পরস্পরের

قُلُوبِهِمْ وَأَجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ

দিল মিলাইয়া দাও, তাহাদের দিলের মধ্যে ঈমান ও হীনের বুদ্ধির
শিকড় মজবুত করিয়া দাও,

وَتَبِّتْهُمْ عَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِكَ وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا

তোমার পয়গাম্বরের হীনের উপর তাহাদিগকে মজবুত করিয়া রাখ এবং
তাহাদের তওফিক দান কর শোকর আদায় করিবার

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنْ يَوْفُوا بِعَهْدِكَ

ঐ সব অমূল্য-রত্ন নেয়ামতরাশির যাহা তুমি তাহাদিগকে দান করিয়াছ
এবং তাহারা যেন পূর্ণ করিতে পারে ঐ অঙ্গীকার

* মোশরেকগণ বলে, আল্লাহ্র 'সঙ্গী সাথী বা শরীক ইত্যাদি আছে।
ইহুদী-নাছারাগণ বলে, আল্লাহ্র স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে আছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ وَانصَرَهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ

যেই অঙ্গীকার তাহাদের হইতে তুমি লইয়াছ। এবং তাহাদিগকে
সহায়তা কর তোমার শত্রু

وَعَدُوَّهُمْ إِلَهَ الْحَقِّ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ

এবং তাহাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে। হে সত্য খোদা, হে মা'বুদ বরহক।
তুমি পবিত্র, তোমা ছাড়া অন্য কেহ মা'বুদ নাই।

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَصْلِحْ لِي عَمَلِي إِنَّكَ تَغْفِرُ

আমার সব গোনাহ মাফ করিয়া দিও, আমার সব কাজ দুরস্ত ও ঠিক
করিয়া দাও। নিশ্চয় তুমি মাফ করিয়া দিতে পার-

الذُّنُوبَ لِمَنْ تَشَاءُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

সমস্ত গোনাহ্ যাহাকে ইচ্ছা কর; তুমি ক্ষমাশীল, তুমি দয়াময়।

يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي يَا تَوَّابُ تَبَّ عَلَيَّ يَا رَحْمَنُ

আয় আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাকারী আমায় ক্ষমতা কর। আয় আল্লাহ্! তুমি তওবা
কবুলকারী আমার তওবা কবুল কর। আয় আল্লাহ্! তুমি দয়াময়

ارْحَمْنِي يَا عَفُوُّ اعْفُ عَنِّي يَا رَوْوُفُ ارْوُفْ بِي

আমার প্রতি দয়া বিস্তার কর। আয় আল্লাহ্! তুমি পাপ মোচনকারী
আমার পাপ মোচন করিয়া দাও। আয় আল্লাহ্! তুমি অতি
স্নেহময়, আমার প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর।

يَا رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তওফিক দাও শৌকর আদায়
করার তোমার ঐ সব নেয়ামতের

الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَطَوَّقَنِي حُسْنَ عِبَادَتِكَ

যাহা আমাকে দান করিয়াছ এবং তোমার বন্দেগী খুব ভাল করিয়া
আদায় করিবার শক্তি আমাকে দান কর।

يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ يَا رَبِّ افْتَحْ

আয় আল্লাহ্! সব রকম ভাল জিনিসই আমি তোমার নিকট চাই।
আয় আল্লাহ্! আমার সব কাজের গুরুকেও

لِي بِخَيْرٍ وَأَخْتِمْ لِي بِخَيْرٍ وَقِنِي السَّيِّئَاتِ

ভাল করিয়া দাও এবং শেষটাকেও ভাল করিয়া দাও এবং সর্ব প্রকার
কষ্ট-ক্লেশ হইতে আমাকে বাঁচাইয়া নাও;

وَمَنْ تَقِيَ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ

সেই দিন (-কেয়ামতের দিন) তুমি যাহাকে কষ্ট-ক্লেশ হইতে বাঁচাইয়া
রাখিবা সে-ই তোমার রহমত পাইয়াছে এবং

ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (১৫৮) اللَّهُمَّ

ইহাই আমাদের চরম সফলতা। (১৫৮) আয় আল্লাহ্!

لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ وَلَكَ

তোমারই সকল প্রশংসা, তোমারই সকল শোকর, তোমারই

الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ

সমস্ত রাজত্ব তোমারই সমস্ত সৃষ্টি, তোমারই হাতে সমস্ত মঙ্গল,

وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ - أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ

তোমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। আমি তোমার নিকট
সর্বপ্রকার মঙ্গল চাই

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي

এবং সর্ব প্রকার অমঙ্গল হইতে তোমার নিকট পানাহ চাই তুমি
আল্লাহর নামে, যিনি

لَا إِلَهَ غَيْرُهُ - اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নাই। হে আল্লাহ! আমার সব চিন্তা
ভাবনা দূর করিয়া দাও।

اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ انصرفتُ وَبِذَنْبِي اعترفتُ

আয় আল্লাহ! যদিকে চাই, যদিকে যাই তোমারই গুণগান দেখিতে ও
শুনিতে পাই, আর আমার দোষ-ত্রুটি দেখিতে ও শুনিতে পাই,
আমি আমার দোষ স্বীকার করিতে বাধ্য হই।

(১৫৯) اللَّهُمَّ الْهُيْ وَالْهَ اِبْرَاهِيمَ وَاِسْحَاقَ

(১৫৯) হে আল্লাহ! হে আমার (তথা আমার রসূল মুহাম্মাদ ছালাল্লাহ
আলাইহে অসাল্লামের) মা'বুদ, হে ইব্রাহীম, ইছহাক

وَيَعْقُوبَ وَالْهَ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَاِسْرَافِيلَ

ও ইয়াকুব আলাইহিমুছ ছালামের মা'বুদ, হে জিব্রাইঈল, মিকাইঈল ও
ইসরাফীল আলাইহিমুস্ ছালামের মা'বুদ আল্লাহ!

أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دَعْوَتِي فَأَنَا مُضْطَرُّو

আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, আমার দোয়া কবুল কর;
আমি সম্পূর্ণ নিঃসহায় নিরুপায়। এবং

تَعَصِمَنِي فِي دِينِي فَإِنِّي مُبْتَلَى وَتَنَالِنِي

রক্ষা কর আমার দীন-ঈমান, আমি বিপদগ্রস্ত এবং আমাকে গ্রহণ কর

بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّي مُذْنِبٌ وَتَنفِي عَنِّي الْفَقْرَ

তোমার রহমত দ্বারা; আমি পাপী। আমার অভাব মোচন করিয়া দাও;

فَإِنِّي مُتَمَسِكٌ (١٦٠) اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ بِحَقِّ

আমি গরীব কাম্বাল। (১৬০) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট
ভিক্ষা চাই ঐ হকের অছিলায়

السَّائِلِينَ عَلَيْكَ فَإِنَّ لِّلسَّائِلِ عَلَيْكَ حَقًّا أَيَّمَا

যে হক (ও দাবী) তুমি দয়া করিয়া ভিক্ষুকের জন্য তোমার বিশ্বয়
লইয়াছ; (ভিক্ষা চাই এই) যে,

عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَقَبَّلَتْ

শ্বলবাসী বা জনবাসী তোমার যে কোন বান্দা বা বান্দীর দোয়া তুমি ক্ববুল কর

دَعْوَتَهُمْ وَاسْتَجَبْتَ دُعَاءَهُمْ أَنْ تُشْرِكَنَا فِي

এবং কাহাকেও মক্ববুলদোয়া বানাও- আমাদেরে শামিল রাখিও

صَالِحٍ مَا يَدْعُونَكَ فِيهِ وَإِنْ تُشْرِكَهُمْ فِي صَالِحٍ

তাঁহাদের নেক দোয়ার মধ্যে এবং তাঁহাদেরে শামিল রাখিও আমাদের নেক

مَا نَدْعُوكَ فِيهِ وَإِنْ تَعَاَفَيْنَا وَإِيَّاهُمْ وَ

দোয়ার মধ্যে এবং আমাদের সুখে-শান্তিতে রাখ এবং তাঁহাদেরও
সুখ-শান্তিতে রাখ এবং

أَنْ تَقْبَلَ مِنَّا وَمِنْهُمْ وَإِنْ تَجَاوَزَ عَنَّا وَعَنْهُمْ

আমাদের দোয়া কবুল কর তাঁহাদেরও দোয়া কবুল কর এবং আমাদেরও
সকল অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দাও, তাঁহাদেরও সকল
অন্যায় অপরাধ ক্ষমা করিয়া দাও।

فَإِنَّا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا

নিশ্চয়ই আমরা তোমার প্রেরিত কিতাবকে এবং তোমার নির্ধারিত
হুকুমকে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছি এবং তোমার প্রেরিত রসূলের
পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেছি। অতএব, তুমি মেহেরবানী
করিয়া আমাদের নামও লিখিয়া দাও

مَعَ الشَّاهِدِينَ (١٦١) اللَّهُمَّ اعْطِ مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيلَةَ

সত্যের সাক্ষ্য ও ঘোষণাদাতাদের দলের মধ্যে। (১৬১) আয় আল্লাহ!
হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (দঃ)-কে অসিলা নামক বেহেশতের সর্বোচ্চ
মাকাম দান কর (অর্থাৎ যে মক্কামে তিনি সকলের বেহেশতে
যাইবার অসিলা হইবেন।)

وَاجْعَلْ فِي الْمُصْطَفِينَ مَحَبَّتَهُ وَفِي الْأَعْلَىٰ دَرَجَتَهُ

এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তাঁহার মহব্বত বিস্তার করিয়া দাও,
সর্বোচ্চ তাঁহার মর্তবা ও আসন দান কর,

وَفِي الْمُقَرَّبِينَ ذِكْرَهُ (۱۶۲) اللَّهُمَّ اهْدِنِي

তোমার নৈকট্য লাভকারী খাছ দরবারীদের মধ্যে তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তার করে। (১৬২) আয় আল্লাহ্! আমাকে সদা সৎপথে রাখিও-

مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ وَأَسْبِغْ

তোমার নিজ রহমতে এবং তোমার রহমত আমার উপর বর্ষণ করিতে থাকিও এবং পূর্ণভাবে দান করিও

عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

আমাকে সর্বদা তোমার রহমত এবং বরকত দান করিতে থাকিও।

(۱۶۳) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَأَرْحَمْنِي وَتُبْ عَلَيَّ

(১৬৩) আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহ্ মফ করিয়া দাও, আমার উপর তোমার রহমত নাযিল কর এবং আমার তওবা কবুল কর;

إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (۱۶۴) اللَّهُمَّ إِنِّي

নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও বান্দাগণের পতি রহমত নাযিলকারী। (১৬৪) আয় আল্লাহ্! আমি

أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَى وَأَعْمَالَ أَهْلِ

প্রার্থনা করি তওফিক হেদায়েতওয়ালাদের মত, আমল

الْيَقِينِ وَمُنَاصِحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ

একীনওয়ালাদের মত, খুলুছিয়াত তওবাওয়ালাদের মত, হিম্মত

الصَّبْرُ وَجِدَّ أَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلَ الرَّغْبَةِ

ছবরওয়ালাদের মত, চেষ্টা ভয়ওয়ালাদের মত, তলব রগবত ও
আগ্রহওয়ালাদের মত,

وَتَعَبَّدَ أَهْلَ الْوَرَعِ وَعَرَفَانَ أَهْلَ الْعِلْمِ حَتَّى

এবাদত মুত্তাকীদেদের মত এবং মা'রেফাত এলমওয়ালাদের মত-যাবত

أَلْقَاكَ (١٦٥) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَخَافَةً

তোমার দর্শন লাভ না হয়। (তাবত এই নেয়ামতগুলির উপভোগ প্রার্থনা
করি।) (১৬৫) আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এই পরিমাণ ভয় চাই

تَحْجُرْنِي عَنْ مَعَاصِيكَ حَتَّى أَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ

যাহা আমাকে তোমার নাফরমানী হইতে বাধা দিয়া রাখিতে পারে; যার
ফলে আমি তোমার এই পরিমাণ ফরমাবরদারী

عَمَلًا أَسْتَحِقُّ بِهِ رِضَاكَ وَحَتَّى أَنْصِحَكَ بِالتَّوْبَةِ

করি যাহাতে তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যাও এবং যাহাতে আমি
খাঁটি তওবা করিতে পারি-

خَوْفًا مِّنْكَ وَحَتَّى أُخْلِصَ لَكَ النَّصِيحَةَ حَيَاءً مِّنْكَ وَ

তোমার ভয়ে এবং তোমার লজ্জায় যেন খাঁটি দিলে তোমার তাবেদারী
ও দ্বীনের খেদমত করিতে পারি এবং

حَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَحَسَنَ ظَنِّ

সকল কাজে যেন তোমার উপর ভরসা রাখিতে পারি এবং সদা
যেন ভাল ধারণা রাখিতে পারি

بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّورِ اللَّهُمَّ لَا تَهْلِكْنَا فُجَاءَةً

তোমার প্রতি। তুমিই নূর সৃষ্টিকর্তা, তুমি পবিত্র। আয় আল্লাহ্!

আমাদের সহসা ধ্বংস করিয়া দিও না

وَلَا تَاخُذْنَا بَغْتَةً وَلَا تَغْفِلْنَا عَنْ حَقِّ وَلَا وَصِيَّةٍ

এবং অকস্মাত শ্রেফতার করিয়া লইও না এবং কাহারও দেনা-পাওনা,
ও অছিয়ত যেন ভুলিয়া না যাই।

(۱۶۶) اللَّهُمَّ اِنْسُ وَحَشْتِي فِي قَبْرِى اللَّهُمَّ

(১৬৬) আয় আল্লাহ্! তুমি কবরের মধ্যে আমার সঙ্গে থাকিয়া অন্ধকার
ভয়, নির্যাতন ইত্যাদি দুঃখ-কষ্ট দূর করিয়া দিয়া তৎপরিবর্তে আমাকে
আলো, শান্তি ও আরাম দান করিও। আয় আল্লাহ্!

ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَاجْعَلْهُ لِي اِمَامًا

মহান কোরআনের অসিলায় আমার প্রতি রহম কর এবং মহান কোরআনকে
আমার জীবনের জন্য বানাইয়া রাখ ইমাম, অনুসরণীয়

وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ

এবং নূর (পথ প্রদর্শক) ও হেদায়েত-নামা (অর্থাৎ কোরআনের নির্দেশ
মত যেন, আমার জীবন গঠিত হয়।) এবং উহার অসিলায় আমাকে
রহমত দান কর। আয় আল্লাহ্! (আমি কোরআন শরীফের
কিছু ভুলিয়া গেলে) তুমি আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও

مَا نَسِيتُ وَعَلَّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي

যেটুকু আমি ভুলিয়া যাই এবং যদি কোন জায়গা বুঝে না আসে তবে
তাহা আমাকে বুঝাইয়া দিও এবং আমাকে তওফিক দান করিও

تِلَاوَتَهُ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَنَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي

আজীবন দিবারাত্রির ঘণ্টাসমূহে কোরআন তেলাওয়াত করিবার এবং
বানাইয়া রাখিও কোরআনকে আমার জন্য

حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ (১৬৭) اَللّٰهُمَّ اَنَا عَبْدُكَ وَ

দলীল, হে রাক্বুল আলামীন! (১৬৭) আয় আল্লাহ্! আমি
তোমার বান্দা এবং

اِبْنُ عَبْدِكَ وَأَبْنُ أُمَّتِكَ نَاصِيَتِي بِيدِكَ أَتَقَلَّبُ

আমার বাপ-মা সকলেই তোমার বান্দা, আমার বাগডোর তোমারই
হাতে; আমি চলাফেরা করি

فِي قَبْضَتِكَ وَأُصَدِّقُ بِلِقَائِكَ وَأُؤْمِنُ بِوَعْدِكَ

তোমারই মুঠার মধ্যে থাকিয়া। তোমার সঙ্গে যে আসিয়া মিলিত হইব
একথা আমি একীন দিলে বিশ্বাস করি। তোমার (অনুসারীদের জন্য
বেহেশত এবং তোমার নাফরমানদের জন্য দোযখ এই) যে ওয়াদা
আছে সেই ওয়াদার উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান আছে।

أَمَرْتَنِي فَعَصَيْتُ وَنَهَيْتَنِي فَاتَيْتُ هَذَا مَكَانٌ

(তা' সত্ত্বেও) কতবার তুমি আদেশ করিয়াছ কিন্তু আমি নরাধম তাহা
লঙ্ঘন করিয়াছি। তুমি নিষেধ করিয়াছ তবুও সেই কাজ করিয়াছি।
এখন তুমি বিহনে অন্য কোন আশ্রয় নাই তোমারই নিকট
আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

الْعَائِدِ بِكَ مِنَ النَّارِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ

হে দয়াময়! দোযখের আযাব হইতে বাঁচাইয়া লও। তুমি ব্যতীত অন্য
কোন মা'বুদ নাই। তুমি পবিত্র;

ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ

আমি নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করিয়াছি এখন তোমার নিকট ক্ষমা
প্রার্থনা করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর; পাপ ক্ষমাকারী আর কেহ নাই

إِلَّا أَنْتَ (۱۶۸) اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ

তুমি ছাড়া। (১৬৮) আয় আল্লাহ্! তোমারই জন্য সমস্ত
প্রশংসা। তোমারই নিকট-

الْمُشْتَكَى وَإِلَيْكَ الْمُسْتَفَاكُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ

আমাদের অভিযোগ, তোমারই নিকট আমাদের দরখাস্ত এবং
তোমারই নিকট আমাদের সাহায্য প্রার্থনা

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও কোন ক্ষমতা বা শক্তি নাই।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ وَ

আয় আল্লাহ্! তুমি যে নিজ দয়াগুণে স্বীয় নেক বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া
থাক, তোমার সেই ছিফত ও গুণের দোহাই দিয়া আমি তোমার নিকট
তোমার গযব ও না-রাজী হইতে পানাহ ও আশ্রয় চাই এবং

بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي

তুমি যে নিজ অনুগ্রহে বান্দাগণকে সুখ শান্তি দান করিয়া থাক, তোমার
সেই গুণের দোহাই দিয়া তোমার আযাব হইতে পানাহ চাই। (আমার
অন্য কোথায়ও স্থান নাই, যদি তুমি মারিতে চাও তবে) তোমার আঘাত হইতে
বাঁচিবার জন্যও তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করিব। আয় আল্লাহ্!
তোমার মহত্ত্ব ও প্রশংসা বর্ণনা করা আমার ক্ষমতার বাহিরে।

ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

সংক্ষেপে বলি যে তুমি তেমনই (ভাল, বড় এবং মহান) যেমন তুমি জান। (অন্য কাহারও ইহা জানিবার বা বলিবার ক্ষমতা নাই

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِرَ أَوْ نُزِلَ

আয় আল্লাহ্! তোমার নিকট পানাহু চাই আমরা নিজে যেন পাছাড় খাইয়া না পড়ি বা অন্য কাহাকেও আছড়াইয়া না ফেলি

أَوْ نُضِلَّ أَوْ نَظْلِمَ أَوْ يُظْلَمَ عَلَيْنَا أَوْ نَجْهَلَ أَوْ

বা কাহাকেও যেন গোমরাহ ও বিপথগামী না করি বা কাহারও উপর যেন অত্যাচার না করি, অন্য কেহও যেন আমাদেরকে গোমরাহ না করে বা অত্যাচার না করে বা আমরা যেন অন্য কাহারও সঙ্গে গোঁয়ারের মত ব্যবহার না করি,

بِجْهَلٍ عَلَيْنَا أَوْ أَضَلَّ أَوْ أَضَلَّ بِنُورٍ وَجْهَكَ

অন্য কেহও যেন আমাদের সঙ্গে মূর্খের মত ব্যবহার না করে। আমি যেন বিপথগামী না হই, অন্য কেহও যেন আমাকে গোমরাহ না করিতে পারে। আয় আল্লাহ্! তোমার যে নূরে

الْكَرِيمِ الَّذِي أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَوَاتُ وَأَشْرَقَتْ

সমস্ত আকাশ আলোকিত হয় এবং দূর হয় দুনিয়ার।

لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

সমস্ত অন্ধকার এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সমস্ত কাজ কারবার যে নূরের বদৌলতে চলিতেছে ও চলিবে; আমি তোমার সেই নূরের দোহাই দিয়া তোমার নিকট আশ্রয় চাই,

أَنْ تُحِلَّ عَلَيَّ غَضَبَكَ وَتُنزِلَ عَلَيَّ سَخَطَكَ

তুমি যেন আমার উপর রাগান্বিত না হও বা অসন্তুষ্ট না হও।

وَلَكَ الْعُتْبَىٰ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

আমি চিরজীবন তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য খাটিয়া মরিব। আমার জীবন তোমার জন্য কুরবানী করিয়া রাখিয়াছি যাবত তোমার সন্তুষ্টি না পাইব তাবৎ আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িব না, কিন্তু কাহারও কোন শক্তি বা ক্ষমতা নাই—

إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ وَأَقِيَةَ كَوَاقِيَةِ الْوَلِيدِ - اَللَّهُمَّ اِنِّي

তোমার অনুগ্রহের দান ছাড়া। হে দয়াময় আল্লাহ! যেমনভাবে নিরাশ্রয় নিরুপায় শিশুদের তুমি রক্ষা করিয়া থাক আমি নরাধম দীন-হীনকে সেইরূপে রক্ষা করিয়া লইও। হে আল্লাহ! আমি

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْأَعْمِيَيْنِ السَّبِيلِ وَالْبُعَيْرِ الصَّوْلِ

তোমার আশ্রয় চাই-চক্ষুহীনদের (ভেদ-বিচার জ্ঞানহীনদের) আক্রমণ হইতে আমাকে রক্ষা করিও- যেমন জলপ্লাবন (ঝড়-তুফান) এবং উট ইত্যাদি পশুর আক্রমণ।

ষষ্ঠ মঞ্জিল
(বৃহস্পতিবার)

(১৬৯) اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَ

(১৬৯) আয় আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দরখাস্ত পেশ করিতেছি, তোমার প্রিয় নবী ও হাবীব হযরত মুহাম্মাদ ছালাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসিলা ধরিয়া,

بِأَبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَمُوسَى نَبِيِّكَ وَعِيسَى رُوحِكَ

তোমার দোস্ত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের অসিলা ধরিয়া, তোমার
প্রিয় নবী মূসা কালীমুল্লাহ্ আলাইহিস সালামের অসিলা ধরিয়া,
তোমার প্রিয় নবী হযরত ঈসা রুহুল্লাহ্

وَكَلِمَتِكَ وَبِكَلامِ مُوسَى وَإِنْجِيلِ عِيسَى

ও কালেমাতুল্লাহ্ অসিলা ধরিয়া এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে যে
কালাম দিয়াছ এবং ঈসা (আঃ)-কে ইঞ্জীল কিতাব দান করিয়াছ

وَزُيُورِ دَاوُدَ وَفُرْقَانَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

এবং হযরত দাউদ (আঃ)-কে যে যাবুর কিতাব দিয়াছ এবং হযরত
মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি অছাল্লামকে যে ফোরকান তথা
কোরআন দান করিয়াছ-সেই সবার অসিলা ধরিয়া

وَبِكُلِّ وَحْيٍ أَوْحَيْتَهُ أَوْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ أَوْ سَأَلٍ

এবং যত অহী তুমি দুনিয়াতে পাঠাইয়াছ সেই সবার অসিলা ধরিয়া এবং
যত হুকুম তুমি যমিনে ও আসমানে জারী করিয়াছ সেই সবার
অসিলা ধরিয়া এবং যত প্রার্থনাকারীকে

أَعْطَيْتَهُ أَوْ فَقِيرٍ أَغْنَيْتَهُ أَوْ غَنِيٍّ أَفْقَرْتَهُ أَوْ ضَالٍّ

তুমি দান করিয়াছ বা যত দরিদ্রকে তুমি ধনী বানাইয়াছ তোমার সেই
দান ও কুদরতের অসিলা ধরিয়া এবং যত গোনাহ্গারকে

هُدَيْتَهُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَيَّ

তুমি সৎপথে আনিয়াছ তোমার সেই মেহেরবানীর অসিলা ধরিয়া এবং
সেই নামের অসিলা ধরিয়া যে নাম

الأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى السَّمَوَاتِ فَاسْتَقَلَّتْ

যমিনে রাখিলে উহা সুস্থির হইয়াছে এবং আসমানের উপর রাখিলে
তাহা উর্ধ্বে স্থাপিত হইয়াছে

وَعَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي

এবং পাহাড়ের উপর রাখিলে সে দৃঢ় হইয়াছে এবং দরখাস্ত পেশ করিয়াছি
তোমার সেই নামের অসিলা ধরিয়া যে নামের কারণে

اسْتَقَرَّ بِهِ عَرْشُكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ

তোমার মহান আরশ কায়ম রহিয়াছে এবং দরখাস্ত পেশ করিতেছি
তোমার সেই পবিত্র নামের অসিলা ধরিয়া

الْمُطَهَّرِ الْمُنَزَّلِ فِي كِتَابِكَ مِنْ لَدُنْكَ وَ

যাহা তুমি তোমার গায়েবের খাজানা হইতে তোমার কিতাবে
নাখিল করিয়াছ এবং

بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ

তোমার সেই নামের অসিলা ধরিয়া যাহা দিনের উপর রাখিলে
দিন আলোকিত হইয়াছে

وَعَلَى اللَّيْلِ فَاطْلَمَ وَبِعَظْمَتِكَ وَكِبْرِيَاكَ وَ

এবং রাতের উপর রাখিলে রাত আঁধারময় হইয়াছে এবং তোমার
মহাত্ম্য- আয়ত এবং কিবরিয়ার অসিলা ধরিয়া এবং

بِنُورِ وَجْهِكَ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَ

তোমার স্বীয় মহান জাতের নূরের অসিলা ধরিয়া; আমার এই দোয়াটি
কবুল কর- আমাকে কোরআন দান কর এবং

تَخْلِطُهُ بِلَحْمِيْ وَدَمِيْ وَسَمْعِيْ وَبَصْرِيْ

আমার অস্থি-মজ্জায় কোরআনে ভরিয়া দাও, আমার রক্ত-মাংসে কোরআনকে
মিশাইয়া দাও, আমার শিরায় শিরায় কোরআনকে প্রবাহিত করিয়া
দাও, আমার চক্ষু-কর্ণে কোরআনকে ভরিয়া দাও,

وَتَسْتَعْمِلُ بِهِ جَسَدِيْ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ

আমাকে কোরআনের ভক্ত, আসক্ত ও পাগলপারা বানাইয়া দাও;
তুমিই শক্তিমান; নিশ্চয়ই

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ . اَللّٰهُمَّ لَا تُؤْمِنًا مَّكَرَكَ

তোমা ছাড়া অন্য কাহারও কোনরূপ শক্তি বা ক্ষমতা নাই। আয় আল্লাহ্!
তোমার ধর-পাকড় ধীরে ধীরে গুপ্তভাবে হয়, তাহা হইতে
যেন আমি নিশ্চিত না হই,

وَلَا تُنْسِنَا ذِكْرَكَ وَلَا تَهْتِكْ عَنَّا سِتْرَكَ

তোমাকে যেন আমি না ভুলি, তোমার যিকর আমি যেন না ছাড়ি, তুমি
যে পর্দা দ্বারা আমার আয়েব ঢাকিয়া রাখ সেই পর্দা যেন বিদীর্ণ না হয়।

وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِيْنَ (১৭০) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ

আমি যেন তোমার কথা ভুলিয়া না যাই। (১৭০) আয় আল্লাহ্!
আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাই যে,

تَعْجِيْلَ عَافِيَّتِكَ وَدَفْعَ بَلَاتِكَ وَخُرُوجَنَا مِنَ الدُّنْيَا

আমাকে শীঘ্র শান্তি দান কর, আমার অশান্তি দূর করিয়া দাও এবং
দুনিয়া হইতে যখন প্রস্থান করি

إِلَى رَحْمَتِكَ يَا مَنْ يَكْفِي عَن كُلِّ أَحَدٍ وَ

তখন তোমার রহমত এবং আশ্রয় যেন পাই। হে খোদা! তুমি যাহার পক্ষে আছ তাহার পক্ষে অন্য কেহ না থাকিলেও কোন ক্ষতি নাই এবং

لَا يَكْفِي مِنْهُ أَحَدٌ يَأْ أَحَدٌ مِّنْ لَا أَحَدَ لَهُ يَا

তুমি যাহার পক্ষে নাই সমস্ত জগতবাসীও যদি তাহার পক্ষে থাকে তবুও তাহাদের কোনই লাভ নাই। হে আল্লাহ্! নিরুপায়ের উপায়! হে-

سَنَدٌ مِّنْ لَّأَسَنَدَ لَهُ انْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়! একমাত্র তুমি ব্যতীত আমার অন্য কোন আশ্রয়স্থল নাই। সকল হইতে কর্তন করিয়া একমাত্র তোমার প্রতিই আশার রজ্জু বন্ধন করিয়াছি।

نَجِّنِي مِمَّا أَنَا فِيهِ وَأَعِنِّي عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ مِمَّا نَزَلَ بِي

আমি যে বিপদে পড়িয়া আছি সেই বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার কর; আমি যে কাজে আছি সে কাজে আমার সহায়তা কর সর্বাবস্থায়-

بِجَاهِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَمِينٍ

তোমার দোহাই এবং তোমার পিয়রা হাবীব হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর খাতিরে আমার দরখাস্ত মঞ্জুর কর- আমীন!

(۱۷۱) اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ

(১৭১) আয় আল্লাহ্! তোমার যে চক্ষু কখনও ঘুমায় না সেই চক্ষু দ্বারা আমার হেফায়ত কর,

وَ اَكْبُنْفِنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يَرَامُ وَاَرْحَمْنِي

তোমার যে শক্তির সামনে কেহই মোকাবিলার ধারণাও করিতে পারে না
সেই শক্তির আশ্রয়ে আমাকে এবং আমার উপর রহমত নাযিল কর-

بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ فَلَا أَهْلِكَ وَأَنْتَ رَجَائِي فَكَمَّ

তোমার সেই ক্ষমতার দ্বারা যে ক্ষমতা আমার উপর আছে; তবেই আমি
ধ্বংস হইতে বাঁচিয়া যাইব এবং তুমিই আমার ভরসাস্থল; তোমার বহু

مِّنْ نَّعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِي

নেয়ামত আমি ভোগ করিয়াছি তাহার রীতিমত শোকর আদায় করি নাই।

وَ كَمْ مِّنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِي

কোন সময় পরীক্ষার জন্য কিছু কষ্ট দিলে তাহাতে রীতিমত ছবর করিতে পারি নাই।

فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يُحْرِمْنِي

এখন হে আল্লাহ! একমাত্র তুমি ছাড়া অন্য কোন আশ্রয় আমার নাই।

তোমার নেয়ামতের শোকর আদায় করি নাই তা' সত্ত্বেও

তুমি আমাকে বঞ্চিত কর নাই;

وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَ

এবং পরীক্ষার সময় ছবর করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই তা'

সত্ত্বেও তুমি আমার প্রতি সাহায্য বন্ধ কর নাই এবং

يَا مَنْ رَأَيْتَنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي

বহু সময় তুমি আমাকে পাপে লিপ্ত দেখিয়াছ ইহা সত্ত্বেও তুমি তোমা

এই দাসকে লজ্জিত বা লাঞ্চিত কর নাই। (অনুগ্রহ করিয়া এই

নেক দৃষ্টি সদাসর্বদা এই দাসের প্রতি রাখিও।)

(১৭২) يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذِي لَا يَنْقُضِي أَبَدًا وَ

(১৭২) আয় আল্লাহ্! আমার উপর তোমার নেয়ামত অফুরন্ত

يَا ذَا النِّعْمَاءِ الَّتِي لَا تُحْصَى أَبَدًا أَسْأَلُكَ أَنْ

অসংখ্য ও অগণ্য, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে,

تُصَلِّيَ عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَبِكَ أَدْرَأُ

সমস্ত দুনিয়ার সরদার হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ) এবং তাঁহার

বংশধরগণের উপর তোমার খাছ রহমত নাযিল কর। আর
আমি একমাত্র তোমার বলে

فِي نُحُورِ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَابِرَةِ (۱۷۳) اللَّهُمَّ اعْنِي

বলবান এবং শত্রুদের উপর বলিয়ান। (১৭৩) আয় আল্লাহ্!

সাহায্য কর আমাকে-

عَلَىٰ دِينِي بِالدُّنْيَا وَعَلَىٰ أُخْرَتِي بِالتَّقْوَىٰ وَ

দুনিয়ার দ্বারা আমার ধর্মের এবং তাকওয়া দ্বারা আমার আখেরাতের এবং

أَحْفَظْنِي فِي مَا غَبْتُ عَنْهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي

যে সকল জিনিস আমার অসাম্প্রদায়িক রহিয়াছে তাহার তুমি হেফাজত কর
এবং আমাকে ঐ সকল জিনিস সম্পর্কেও একাকী ছাড়িয়া দিও না যাহা

فِيمَا حَضَرْتَهُ يَأْمَنُ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَ

আমার সামনে আছে; তাহাতেও তোমার সাহায্যের আমি ভিখারী।

আয় আল্লাহ্! আমার গোনাহতে তোমার কোন ক্ষতি নাই

لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَأَغْفِرْ لِي

যদি আমার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করিয়া দাও, তবু তোমার ভাণ্ডার বিন্দুমাত্র হ্রাস পাইবে না; অতএব হে দয়াময়! দয়া করিয়া মাফ করিয়া দাও আমার

مَا لَا يَضُرُّكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ أَسْأَلُكَ فَرَجًا قَرِيبًا

সব অন্যায় এবং ক্ষমা করিয়া দাও পাপ; তুমি অতি বড় দাতা ও দয়ালু।
আমি তোমার নিকট দরখাস্ত করি, তুমি অচিরেই আমার
সব কষ্ট দূর করিয়া দাও

وَصَبْرًا جَمِيلًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَالْعَافِيَةَ مِنْ

এবং ছবর করিবার ক্ষমতা দান কর, কষ্টের সময় খাছ দিলে এবং
আমাকে প্রচুর পরিমাণে রুজি দান কর এবং মুক্তি দান কর

جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ

সব বিপদ-আপদ হইতে। আমি দরখাস্ত করি, আমাকে পূর্ণ সুখ-শান্তি
দান কর। আমি দরখাস্ত করি

دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ

সব সময় আমাকে সুখে-শান্তিতে রাখ; এই সুখ-শান্তির শোকর আদায়
করার আমাকে তওফিক দাও। আমি দরখাস্ত করি,

الْغِنَى عَنِ النَّاسِ لِأَحْوَالٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

আমাকে প্রত্যাশী করিও না কোন মানুষের; তুমি সর্বশক্তিমান,
দয়াবান, মহান, অতি মহান।

(১৭৪) اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَتِي

(১৭৪) আয় আল্লাহ্! আমার ভিতরটা যেন বাহিরের চেয়ে ভাল হয়

وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ

এবং বাহিরটাও যেন ভালই থাকে। আয় আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি,

صَالِحَ مَا تُوتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ

নেক লোকদের যেমন তুমি নেক পরিবার, নেক আওলাদ এবং ভাল মাল দান কর আমাকেও ঐরূপ দান কর;

غَيْرَ ضَالٍّ وَلَا مُضِلٍّ (১৭৫) اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا

আমি যেন নিজেও গোমরাহ্ না হই অন্যকেও যেন গোমরাহ্ না করি (১৭৫) আয় আল্লাহ্! আমাকে দলভুক্ত করিয়া দাও

مِنْ عِبَادِكَ الْمُنْتَخِبِينَ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ الْوَفِدِ

তোমার সেই সকল নির্বাচিত বান্দাদের যাহাদের মুখমণ্ডল এবং হাত-পা (অযূর বরকতে কিয়ামতের দিন) উজ্জ্বল ও চমকিত হইবে এবং তুমি সেইদিন তাহাদিগকে সম্ভ্রান্ত মেহমানের মত

الْمُتَقَبَّلِينَ - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ

সমাদরে গ্রহণ করিবে। আয় আল্লাহ্! তোমার নিকট আমার এই দরখাস্ত যে, তুমি আমাকে এমন নফ্ছে-

مُطْمَئِنَّةً تُوْمِنُ بِبِلْقَائِكَ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ

মুতমাইন্বাহ্ দান কর যাহা তোমার সম্মুখে যে একদিন দাঁড়াইতে হইবে এ বিষয়ে যেন তাহার অকাটা ও অশ্রান্ত বিশ্বাস থাকে; তোমার হুকুম যদিও তাহার মনঃপুত না হয় তথাপি তাহাতেই যেন সে সন্তুষ্ট থাকে,

وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ (১৭৬) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا

তোমার দান যদিও অল্প হয় তবুও তাহাতেই যেন সে পরিতৃপ্ত থাকে।

(১৭৬) আয় আল্লাহ্! তোমার যাবতীয় তা'রীফ

دَائِمًا مَعَ دَوَامِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا خَالِدًا

যাহা চিরস্থায়ী তোমার চিরস্থায়িত্বের সহিত এবং তোমার জন্য

যাবতীয় তা'রীফ যাহা সদা-সর্বদা আছে।

مَعَ خُلُودِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ

যেমন তুমি সদা-সর্বদা আছ এবং তোমার জন্যই যাবতীয় তা'রীফ

যাহার কোন শেষ নাই

دُونَ مَشِيَّتِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ

একমাত্র তোমার ইচ্ছা ব্যতীত এবং তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা

যাহার দ্বারা প্রশংসাকারী অন্য কিছুই ইচ্ছা করে না

إِلَّا رِضَاكَ وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ

তোমার সন্তুষ্টি ব্যতীত এবং তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা যাহা এত

বেশী যে, প্রত্যেকের চক্ষুর পালক মারার সময়

وَتَنَفِّسِ كُلِّ نَفْسٍ اَللّٰهُمَّ اَقْبِلْ بِقَلْبِيْ اِلَى

এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় হইতে থাকে। আয় আল্লাহ্! আমার হৃদয়কে

সব সময় ফিরাইয়া রাখ

دِيْنِكَ وَاحْفَظْ مِنْ وَّرَائِنَا بِرَحْمَتِكَ اَللّٰهُمَّ

তোমার দ্বীনের দিকে এবং এদিক ওদিক- চতুর্দিক হইতে আমাকে নিজ

রহমতের হেফাযতে রাখ। আয় আল্লাহ্

ثَبِّتْنِي أَنْ أَزِلَّ وَأَهْدِنِي أَنْ أَضِلَّ

আমাকে সব সময় মজবুত রাখ যাহাতে পিছলাইয়া না পড়ি এবং আমাকে ঠিক পথে রাখিও যাহাতে আমি বিপথগামী না হই।

(১৭৭) اللَّهُمَّ كَمَا حُلَّتْ بَيْنِي وَبَيْنَ قَلْبِي فَحُلْ

(১৭৭) আয় আল্লাহ্! যেমন তুমি আমাদের মধ্যে ও আমাদের দেলের মধ্যে অন্তরায় হইয়া পড় (আমি দিলকে তোমার দিকে বশ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিয়াও রাখি না) তদ্রূপ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াও

بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّيْطَانِ وَعَمَلِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ

আমার মধ্যে এবং শয়তান ও তাহার কু-চক্রান্তরাজির মধ্যে। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে রিয়্ক দান কর

فَضْلِكَ وَلَا تَحْرِمْنَا رِزْقَكَ وَبَارِكْ لَنَا فِي مَا رَزَقْتَنَا

তোমার নিজ রহমতে। আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না তোমার রিয়্ক হইতে এবং যাহা কিছু রিয়্ক দাও তাহাতে বরকত দান কর

وَاجْعَلْ غِنَانَا فِي أَنْفُسِنَا وَاجْعَلْ رَغْبَتَنَا فِي مَا عِنْدَكَ

এবং আমাদিগকে দিল-গণী বানাইয়া রাখ (অর্থাৎ আমাদের দিলে যেন লোভ না থাকে- পাই বা না-ই পাই, খাই বা নাই খাই সব সময় যেন পরিভূক্ত থাকি) এবং তোমার নিকট যে সকল (বেহেশতের) নিয়ামত আছে সে সবের দিকে আমাদের আগ্রহ পয়দা করিয়া দাও।

(১৭৮) اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِمَّنْ تَوَكَّلَ عَلَيْكَ فَكَفَيْتَهُ

(১৭৮) আয় আল্লাহ্! আমাকে शामिल করিয়া রাখ তোমার ঐ সকল বান্দাগণের মধ্যে যাঁহারা তোমার উপর তাওয়াক্কুল করাতে তুমি তাঁহাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া দিয়াছ

وَاسْتَهْدَاكَ قَهْدَيْتَهُ وَاسْتَنْصَرَكَ فَانصَرْتَهُ

এবং তোমার নিকট হেদায়েত চাওয়াতে তুমি তাঁহাদিগকে হেদায়েত দান করিয়াছ এবং তোমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করাতে তুমি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছ।

(১৭৯) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ قَلْبِيْ خَشِيْتِكَ

(১৭৯) আয় আল্লাহ্! আমার মনে যে সকল খেয়াল ও চিন্তার উদয় হয় তাহা যেন তোমার ভয়

وَذِكْرَكَ وَاجْعَلْ هِمَّتِيْ وَهَوَايَ فِيمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى

এবং তোমার যিকরই হয় এবং আমার মনের গতি এবং বাসনা যেন সেই দিকেই ধাবিত হয় যাহাতে তুমি রাজি থাক এবং তুমি ভালবাস।

اَللّٰهُمَّ وَمَا ابْتَلَيْتَنِيْ بِهِ مِنْ رِّخَاءٍ وَشِدَّةٍ

আয় আল্লাহ্! আমাকে সুখে বা দুঃখে রাখ- আরামে থাকি কি কষ্টে থাকি, আপদে থাকি কি সম্পদে থাকি, ধনী হই বা দরিদ্র হই, কিন্তু সব অবস্থায়ই

فَمَسْكِنِيْ بِسُنَّةِ الْحَقِّ وَشَرِيْعَةِ الْاِسْلَامِ

হক পথ ও শরীয়তে-ইসলামের উপর আমাকে মজবুত রাখিও।

(১৮০) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ فِي الْاَشْيَاءِ كُلِّهَا

(১৮০) আয় আল্লাহ্! সমস্ত জিনিসের মধ্যে তোমার নেয়ামত আমি পূর্ণমাত্রায় চাই

وَالشُّكْرَ لَكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَرْضَى وَبَعْدَ الرِّضَى

এবং সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করিবার তওফিকও চাই এবং তোমার সন্তুষ্টিও চাই এবং সন্তুষ্টির পথে ইহাও চাই-

الْخَيْرَةَ فِي جَمِيعِ مَا يَكُونُ فِيهِ الْخَيْرَةُ وَلِجَمِيعِ

যে সমস্ত জিনিসের মধ্যে ভাল এবং মন্দ আছে তাহার মধ্য হইতে আমার সমস্ত ভালটি তুমি বাছিয়া লও এবং আমার সব

مَيْسُورِ الْأُمُورِ كُلِّهَا لِأَبْمَعْسُورِهَا يَا كَرِيمُ

কাজ সহজ করিয়া দাও, আমার উপর কোন কাজ কঠিন করিও না- আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনাই করি, হে করীম!

(۱۸۱) اَللّٰهُمَّ فَالِقَ الْاَصْبَاحِ وَجَاعِلَ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسِ

(১৮১) আয় আল্লাহ্! তুমি রাত্রের অন্ধকার দূর করিয়া প্রভাতের আলো আনয়ন কর আমাদের আরামের জন্য এবং তুমিই সূর্য

وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا قَوْنِيْ غَلَى الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِكَ

ও চন্দ্রকে হিসাব ঠিক রাখিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছ; এই মহাশক্তি বলে তুমি আমাকে তোমার রাস্তায় জেহাদ করিবার শক্তি দান কর।

(۱۸۲) اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَاتِكَ وَ

(১৮২) আয় আল্লাহ্! তোমার প্রশংসা করি তুমি যে সব

صَنِيعِكَ اِلَى خَلْقِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَاتِكَ وَ

পরীক্ষা ও উপকার করিতেছ তোমার সৃষ্টির (সমস্ত লোকের) তজ্জন্য; এবং তোমার প্রশংসা করি যে সব পরীক্ষা ও

صَنِيعِكَ اِلَى اَهْلِ بَيْوتِنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي بَلَاتِكَ

উপকার করিতেছ আমাদের পরিবার-পরিজনের তজ্জন্য; এবং তোমার প্রশংসা করি যে সব পরীক্ষা

وَصْنِيعِكَ إِلَىٰ أَنْفُسِنَا خَاصَّةً وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا

এবং উপকার করিতেছে বিশেষরূপে আমাদের নিজেদের তজ্জন্য;
এবং তোমার প্রশংসা করি তুমি যে ধর্মের

هَدَيْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِمَا أَكْرَمْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

পথ আমাদের প্রদর্শন করিয়া তাহার উপর কায়েম রাখিয়াছ তজ্জন্য।
তোমার প্রশংসা ও শোকর করি তুমি যে আমাদেরকে সম্মান দান
করিয়াছ তজ্জন্য। তোমার প্রশংসা ও শোকর করি

بِمَا سَتَرْتَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ وَلَكَ الْحَمْدُ

তুমি যে আমাদের দোষসমূহ ঢাকিয়া রাখিয়াছ তজ্জন্য এবং তোমার
প্রশংসা ও শোকর করি তুমি যে আমাদেরকে কোরআন দান
করিয়াছ তজ্জন্য; এবং তোমার প্রশংসা ও শোকর করি

بِالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْمُعَافَاةِ وَلَكَ

তুমি যে আমাদেরকে ধন-জন দান করিয়াছ তজ্জন্য; এবং তোমার
প্রশংসা ও শোকর করি তুমি যে আমাদেরকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে
রাখিয়াছ তজ্জন্য; এবং তোমার

الْحَمْدُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ وَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا رَضِيتَ

প্রশংসা ও শোকর করি যাবত না তুমি সন্তুষ্ট হও এবং তোমার প্রশংসা ও
শোকর করি তোমার সন্তুষ্ট হওয়ার পরেও।

بِأَهْلِ التَّقْوَىٰ وَأَهْلِ الْمَغْفِرَةِ (١٨٣) . اللَّهُمَّ

হে আল্লাহ! তুমিই গুনাহ্ মাফকারী দয়ার সাগর এবং তোমার ভয় সর্বদা
জাগরিত রাখা উচিত। (১৮৩) আয় আল্লাহ!

وَفَقِنِي لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ وَ

আমাকে তওফিক দাও তোমার পছন্দানুরূপ কথা বলিবার, তোমার
পছন্দানুরূপ আমল ও কাজ করিবার

الْفِعْلِ وَالنِّيَّةِ وَالْهَدْيِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তোমার পছন্দানুরূপ নিয়্যত করিবার, তোমার পছন্দানুরূপ চাল-চলন
অবলম্বন করিবার; তুমি-ত সর্বশক্তিমান।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلِيلٍ مَّاكِرٍ عَيْنَاهُ

আয় আল্লাহ্! আমাকে এমন দোস্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখ যে উপরে
উপরে ত আমার সহিত দূস্তি রাখে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে
শত্রুতা রাখে- তাহার চক্ষু সর্বদা

تَرَبَّانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَ

আমার প্রতি তাক লাগাইয়া থাকে এবং তাহার মন আমার প্রতি ধ্যান
জমাইয়া থাকে; যখন আমার গুণ বা ভাল অবস্থা দেখে তখন সে
তাহা ঢাকিয়া রাখে বা নষ্ট করিয়া দিতে চায় এবং

إِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَدَّاعَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

যখন কোন দোষ দেখে সে তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়। আয় আল্লাহ্!
আমাকে বাঁচাইয়া রাখ

الْبُؤْسِ وَالتَّبَاؤُسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

দরিদ্রতা এবং পর-প্রত্যাশা ও নকল দরিদ্র সাজার অভ্যাস হইতে।
আয় আল্লাহ্! বাঁচাইয়া রাখ আমাকে

إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

ইবলীস শয়তান এবং তাহার লোক-লঙ্কর হইতে। আয় আল্লাহ্!

আমাকে বাঁচাইয়া রাখ

فِتْنَةِ النِّسَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ تَصَدَّ

স্ত্রী জাতির ফেতনা (মোহ) হইতে। আয় আল্লাহ্! আমি পানাহ্ চাই-

তুমি যেন ফিরাইয়া না নেও

عَنِّي وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

কিয়ামতের দিন তোমার দৃষ্টি ও অনুগ্রহ আমা হইতে। আয় আল্লাহ্!

আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই

مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِينِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ

যে কাজে আমায় শরমিন্দা বা অপমানিত হইতে হয় সেই কাজ হইতে

আমাকে দূরে রাখ। আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই-

صَاحِبِ يُؤْذِينِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ أَمَلٍ

যে সঙ্গি আমাকে কষ্ট দেয় সেইরূপ সঙ্গী হইতে আমাকে দূরে রাখ।

আর আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই- যে দীর্ঘ আশা

يُلْهِينِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ يَنْسِينِي وَأَعُوذُ بِكَ

আমাকে আখেরাতের চিন্তা ভুলাইয়া দেয় সেইরূপ দীর্ঘ আশা হইতে আমাকে

বাঁচাইয়া রাখ। আর আমি তোমার নিকট পানাহ্ চাই- যে দরিদ্রতা

আমাকে বে-ছবর ধৈর্যহীন বা বে-দীন বানাইয়া দেয় সেইরূপ দরিদ্রতা

হইতে আমাকে বাঁচাইয়া রাখ। আর আমি তোমার পানাহ্ চাই-

مِنْ كُلِّ غِنَى يُطْغِينِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

যে অর্থশালীতা আমাকে খোদার নাফরমান বানাওয়া দেয় সেইরূপ
অর্থশালীতা হইতে আমাকে দূরে রাখ। আয় আল্লাহ!
আমি তোমার আশ্রয় চাই

مِنْ مَوْتِ الْغَمِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْغَمِّ -

(দুনিয়ার) ভাবনা চিন্তার মৃত্যু হইতে।

সপ্তম মঞ্জিল

(শুক্রবার)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(১৮৪) يَا رَبِّ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ يَا كَبِيرُ يَا سَمِيعُ

(১৮৪) ইয়া রাব! ইয়া রাব!! ইয়া রাব!!! আয় আল্লাহ! হে মহান
আল্লাহ! হে সর্বশ্রোতা আল্লাহ!

يَا بَصِيرُ يَا مَنْ لِأَشْرِيكَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَ

হে সর্বদর্শী আল্লাহ! ওহে সেই খোদা যাহার কোন শরীক নাই,
যাহার কোন উযীর নাই।

يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ وَبَاعِصَمَةَ الْبَاسِ

হে সূর্যের সৃষ্টিকর্তা! হে উজ্জ্বল চন্দ্রের সৃষ্টিকর্তা! হে অনাথের সহায়

الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ وَيَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغِيرِ

হে বিপদের কাণ্ডারী, হে ভয়াক্রান্তের ভয় দূরকারী, হে নিরাশ্রয়ের
আশ্রয়, হে অবোধ শিশুর রিয়ূকদাতা

وَيَا جَابِرَ الْعَظِيمِ الْكَسِيرِ أَدْعُوكَ دُعَاءً

হে ভাঙ্গা হাড় জোড়ানেওয়াল! আমি তোমাকে ডাকিতেছি

الْبَائِسِ الْفَقِيرِ كَدُّعَاءِ الْمُضْطَرِّ الضَّرِيرِ اسْتَلُّكَ

মোহুতাজ বেকার বিপদগ্রস্তের মত প্রার্থনা করিতেছি

بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمِفَاتِيحِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ

আপনার মহান আরশের পায়ার বন্ধনের অসিলায় এবং আপনার
কিতাবের রহমতের কুঞ্জির অসিলায়

وَبِالْأَسْمَاءِ الثَّمَانِيَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى قَرْنِ الشَّمْسِ

এবং আপনার সেই আট নামের অসিলায় যাহা সূর্যের চেহারায় লিখা
রহিয়াছে (এই প্রার্থনা করিতেছি)

أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رِبْعَ قَلْبِي وَجَلَاءَ حُزْنِي

যে, কোরআন শরীফকে আমার दिलের বাহার এবং আমার চিন্তা
দূরকারী বানাইয়া দেন।

(১৮৫) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا (كَذَا وَكَذَا) يَا مُؤْنِسَ

(১৮৫) আয় আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে অমুক অমুক বস্তু দান
করুন। ওহে সহানুভূতিশীল

* বন্ধনীর মধ্যবর্তী শব্দদ্বয়ের অর্থ “অমুক অমুক” অতএব, ইহা
উচ্চারণের সময় অন্তরের বিভিন্ন ভাল উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল রাখিবে।

كُلِّ وَحِيدٍ وَوَا صَاحِبِ كُلِّ فَرِيدٍ وَوَا قَرِيبًا غَيْرَ بَعِيدٍ

প্রত্যেক একাকীর প্রতি, ওহে সাথী প্রত্যেক একাকীর, ওহে নিকটবর্তী
যিনি দূরবর্তী নহেন

وَوَا شَاهِدَ غَيْرَ غَائِبٍ وَوَا غَالِبًا غَيْرَ مَغْلُوبٍ

ওহে উপস্থিত- যিনি গায়েব নহেন, ওহে জয়ী- যিনি পরাজিত নহেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا

ওহে চিরজীবিত চিরস্থায়ী, ওহে বুজুর্গী ও ইজ্জতওয়ালা, ওহে

نُورَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا بَدِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

আকাশ ও পাতালের নূর, ওহে আসমান ও যমিনের সৌন্দর্য,

يَا قَيَّامَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا

ওহে আসমান ও যমিনের স্থিতি রক্ষাকর্তা, ওহে বুয়ুর্গী ও ইজ্জতওয়ালা ওহে

صَرِيحَ الْمُسْتَضْرِحِينَ وَمُنْتَهَى الْعَائِدِينَ الْمَفْرَجِ عَنْ

ফরিয়াদীর পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণকারী, ওহে আশ্রয় প্রার্থীর চরম
আশ্রয়স্থল- ওহে সান্ত্বনা দানকারী

الْمَكْرُوبِينَ وَالْمُرَّوحِ عَنِ الْمَغْمُومِينَ وَمُجِيبَ

পেরেশানদের, ওহে চিন্তিতদের শান্তিদাতা, ওহে দোয়া কবুলকারী

دُعَاءِ الْمُضْطَرِّينَ وَيَا كَاشِفَ الْمَكْرُوبِ وَيَا إِلَهَ

অস্থিরদের, ওহে কষ্ট প্রাপ্তদের কষ্ট দূরকারী, ওহে মালিক

الْعَالَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ مَنْزُولُ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ

সারা জাহানের, ওহে রাহমানুর রাহীম! আপনার নিকটই সকল
প্রয়োজন পেশ করা যাইতেছে।

(১৪৬) اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَالِقُ عَظِيمٍ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

(১৮৬) আয় আল্লাহ! আপনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা সব কিছুই শুনে ও জানেন

إِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّكَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

আপনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু, আপনি আরশে-আযীমের মালিক!

اللَّهُمَّ إِنَّكَ الْبَرُّ الْجَوَادُ الْكَرِيمُ اغْفِرْ لِي وَ

হে আল্লাহ! আপনি দাতা ও দয়ালু, আমাকে ক্ষমা করুন এবং

ارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي وَاسْتُرْنِي وَ

আমায় দয়া করুন, আমাকে সুখ-শান্তি দান করুন, আমাকে রিয্ক
দান করুন, আমার দোষসমূহ ঢাকিয়া রাখুন এবং

اجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي وَاهْدِنِي وَلَا تُضِلَّنِي وَ

আমার ক্ষতিপূরণ করুন, আমাকে উন্নত করুন, আমাকে হেদায়েত দান
করুন, আমাকে গুমরাহী হইতে বাঁচাইয়া রাখুন

ادْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

এবং আমাকে আপনার রহমতের দ্বারা বেহেশতে দাখিল করুন-
ওহে দয়ার সাগর!

إِلَيْكَ رَبِّ فَحَبِّبْنِي وَفِي نَفْسِي لَكَ فَذَلَّلْنِي

ওহে পালনকর্তা! আমাকে নিজ মাহুব বানাইয়া নিন এবং আমার নফছের
(প্রবৃত্তির) মোকাবেলায় আমাকে আপনার ফরমাবরদার বানাইয়া নিন।

وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظْمَنِي وَمِنْ سَيِّئِ الْأَخْلَاقِ

লোকের নজরে আমাকে সম্মানিত করুন। মন্দ স্বভাব হইতে

فَجَنِّبْنِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ سَأَلْتَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا مَا

আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন। আয় আল্লাহ্! আপনি আমাদের প্রতি যেই কাজের আদেশ করিয়াছেন তাহা

لَأَنَّمِلُكَ إِلَّا بِكَ فَأَعْطِنَا مِنْهَا مَا يُرْضِيكَ عَنَّا

আপনার তওফিক দান ছাড়া আমাদের করিবার ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাহার মধ্যে যাহা দ্বারা আপনাকে রাজী করা যায় আমাকে তাহার তওফিক দান করুন।

(১৪৭) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَأَسْأَلُكَ

(১৮৭) আয় আল্লাহ্! আমি চাই আপনার নিকট চিরস্থায়ী ঈমান এবং চাই

قَلْبًا خَاشِعًا وَأَسْأَلُكَ بِقِيْنَا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ

বিনম্র অন্তঃকরণ, সত্য ইয়াক্বীন এবং চাই

دِينًا قَيِّمًا وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ

সরল ধর্ম ও সকল বালা-মুসিবত হইতে শান্তি। আর

أَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ

আমি আপনার নিকট চাই চিরশান্তি এবং সেই শান্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা।

وَأَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ

আর আমি মানুষের মুখাপেক্ষী না হওয়ার প্রার্থনা করিতেছি। আয় আল্লাহ্! আমি মাফ চাহিতেছি।

لِمَا تَبَتَّ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عَدْتُ فِيهِ وَاسْتَغْفِرُكَ

ঐ সকল গুনাহ্ হইতে যাহা হইতে আমি তওবা করিয়া পুনরায়
তাহা করিয়াছি এবং মাফ চাহিতেছি

لِمَا أَعْطَيْتَكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أَوْفِ لَكَ بِهِ

ঐ সকল ওয়াদা খেলাফীর জন্যও যে সকল ওয়াদা আপনার নিকট
করিয়া আমি তাহার খেলাফ করিয়াছি

وَاسْتَغْفِرُكَ لِلنِّعَمِ الَّتِي تَقَوَّيْتُ بِهَا عَلَى

এবং ঐ সকল নেয়ামত সম্বন্ধেও মাফ চাহিতেছি যাহা পাইয়া শক্তি
লাভ করিয়াছি

مَعْصِيَتِكَ وَاسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ خَيْرٍ أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ

আপনার নাফরমানী করিতে এবং ঐ সকল নেক কাজ সম্পর্কেও মাফ
চাহিতেছি যাহা খালেছ আপনার জন্য করিতে চাহিয়াছি

فَخَالَطَنِي فِيهِ مَالِيسَ لَكَ اللَّهُمَّ لَا تُخْزِنِي

কিন্তু তাহাতে গায়রুল্লাহ্ তথা অন্য উদ্দেশের মিশ্রণ হইয়া গিয়াছে।
আয় আল্লাহ্! আমাকে অপদস্ত করিবেন না;

فَإِنَّكَ بِيْ عَالِمٌ وَلَا تُعَذِّبْنِي فَإِنَّكَ عَلَيَّ قَدِيرٌ

কেননা, আপনি আমাকে জানেন এবং আমাকে আযাব দিবেন না,
কেননা, আপনি ত আমার উপর শক্তিমান।

(১৪৪) اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ

(১৮৮) ওহে মা'বুদ! ওহে পরওয়ারদেগার সাত আসমানের! ওহে
পরওয়ারদেগার

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اكْفِنِي كُلَّ مِهْمٍ مِّنْ حَيْثُ

আরশে-আযীমের! আয় আল্লাহ্! আপনি আমার যাবতীয় কাজে যথেষ্ট
হইয়া যান- আপনি যেমনভাবে

شِئْتَ وَمِنْ أَيْنَ شِئْتَ حَسْبِيَ اللَّهُ لِدِينِي

চাহেন এবং যে স্থান হইতে চাহেন। আল্লাহ্ পাকই আমার দ্বীনের জন্য যথেষ্ট,

حَسْبِيَ اللَّهُ لِدُنْيَايَ حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَا أَهَمَّنِي

আমার দুনিয়ার জন্য যথেষ্ট, আমার যাবতীয় চিন্তা-ভাবনার জন্য যথেষ্ট

حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ بَغَى عَلَيَّ حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَسَدَنِي

এবং আমার উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহার জন্য যথেষ্ট, আমার
উপর কেহ হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিলে তজ্জন্য যথেষ্ট,

حَسْبِيَ اللَّهُ لِمَنْ كَادَنِي بِسُوءٍ حَسْبِيَ اللَّهُ

আমাকে কেহ মন্দভাবে ধোকা দিলে তার জন্য যথেষ্ট

عِنْدَ الْمَوْتِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمَسْئَلَةِ فِي الْقَبْرِ

আমার মৃত্যু সময়ে তিনি যথেষ্ট, কবরের সওয়ালের সময় যথেষ্ট,

حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَسْبِيَ اللَّهُ عِنْدَ الصِّرَاطِ

মীযানের নিকট যথেষ্ট, পুলসিরাতের নিকট যথেষ্ট।

حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ

আল্লাহ্ আমার জন্য সকল সময়ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনই
মা'বুদ নাই। তাঁহার উপর ভরসা করিতেছি; তিনিই

رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۱۸۹) اللَّهُمَّ إِنِّي

মহান আরশের মালিক। (১৮৯) আয় আল্লাহ্! আমি

أَسْأَلُكَ ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ وَنُزُلَ الْمُقَرَّبِينَ وَ

আপনার নিকট চাই শোকর গুয়ারিশকারীদের মত ছওয়াব এবং বিশিষ্ট
মেহমানদের মত মেহমানদারী এবং

مُرَافَقَةَ النَّبِيِّينَ وَبِقِيْنِ الصِّدِّيقِينَ وَذَلَّةَ الْمُتَّقِينَ

আমিয়ারদের সঙ্গ লাভ এবং ছিদীকগণের মত একীন, মোস্তাকীনদের মত নম্রতা

وَإِخْبَاتَ الْمُؤَقِنِينَ حَتَّى تَوْفَّأَنِي عَلَى ذَلِكَ

এবং একীনওয়ালাদের মত খুশ'-খুয়ু' (আল্লাহর প্রতি অনুরাগ); যে পর্যন্ত
না আমার মৃত্যু আসে আমাকে এই অবস্থার উপর রাখুন

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ (۱۹۰) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

ওহে দয়ার সাগর, রাহমানুর রাহীম। (১৯০) আয় আল্লাহ্! আমি

بِنِعْمَتِكَ السَّابِقَةِ عَلَيَّ وَبِلَايِكَ الْحَسَنِ الَّذِي

আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি- আমার উপর আপনার পূর্বের
নেয়ামতের অসিলায় এবং ভাল পরীক্ষার অসিলায় যে

أَبْتَلَيْتَنِي بِهِ وَفَضْلِكَ الَّذِي فَضَّلْتَ عَلَيَّ أَنْ

পরীক্ষা আমার আপনি লইয়াছেন এবং আমার উপর যে সকল
মেহেরবানী করিয়াছেন সেই সকলের অসিলায়, প্রার্থনা এই যে,

تَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ (١٩١) اللَّهُمَّ

আমাকে আপনার মেহেরবানী ফযল ও রহমতের দ্বারা বেহেশতে দাখেল করিয়া দিবেন। (১৯১) আয় আল্লাহ্!

أَنْتَ أَسْأَلُكَ إِيمَانًا دَائِمًا وَهُدًى قِيمًا وَعِلْمًا نَافِعًا

আমি আপনার নিকট স্থায়ী ঈমান, ধীর-স্থির হেদায়েত এবং উপকারী ইল্ম প্রার্থনা করিতেছি।

(١٩٢) اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عِنْدِي نِعْمَةً أَكْفِيهِ بِهَا

(১৯২) আয় আল্লাহ্! কোন বদকারের এহুছান আমার উপর রাখিবেন না যেন আমাকে তাহার প্রতিদান দিতে হয়

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (١٩٣) اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي

দুনিয়া বা আখেরাতে (১৯৩) আয় আল্লাহ্! আমার গুনাহ-খাতা মাফ করিয়া দিন

وَوَسَّعْ لِي خُلُقِي وَطَيِّبْ لِي كَسْبِي وَقِنِّعْنِي بِمَا

এবং আমার স্বভাব চরিত্র উন্নত করিয়া দিন, আমাকে হালাল রুযি দান করুন এবং আমি যেন সন্তুষ্ট থাকি উহাতেই

رَزَقْتَنِي وَلَا تَذْهَبْ طَلْبِي إِلَى شَيْءٍ صَرَفْتَهُ عَنِّي

যাহা কিছু আমাকে দান করিয়াছেন এবং যাহা আমা হইতে সরাইয়া নিয়াছেন (তকদীরে নাই) তাহার জন্য যেন আমি বৃথা দৌড়াদৌড়ি না করি।

(١٩٤) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَجِيرُكَ مِنْ جَمِيعِ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ

(১৯৪) আয় আল্লাহ্! আমাকে রক্ষা করুন; দুনিয়ার সমস্ত জীব-জন্তু চিহ্ন-বস্তু সবই আপনি পয়দা করিয়াছেন- এই সর্বের অনিষ্ট এবং অপকারিতা হইতে

وَاحْتَرِسْ بِكَ مِنْهُنَّ وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ وَلِيَّةً

এবং ঐ সব হইতে আপনি আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন এবং আমাকে
আপনার নিকট বৈশিষ্ট্য দান করুন

وَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ زُفَى وَحُسْنَ مَابٍ وَاجْعَلْنِي

এবং আপনার নিকট আমাকে একটু স্থান দান করুন এবং

مِمَّنْ يَخَافُ مَقَامَكَ وَوَعِيدَكَ وَيَرْجُو لِقَاءَكَ

আপনার সামনে যে একদিন আমাকে দণ্ডায়মান হইয়া হিসাব দিতে হইবে
এবং উল্লীর্ণ হইতে না পারিলে যে শাস্তি পাইতে হইবে- এই ভয়টুকু
সদা আমার মনে জাগরুক রাখুন এবং আপনার দীদারের
আশা সদা আমার দিলে ভরিয়া রাখুন

وَاجْعَلْنِي مِمَّنْ يَتُوبُ إِلَيْكَ تَوْبَةً نَّصُوحًا وَ

এবং আয় আল্লাহ্! আমাকে খাঁটি তওবা করিবার তওফিক দান করুন এবং

أَسْأَلُكَ عَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَعِلْمًا نَّجِيحًا وَسَعْيًا مَّشْكُورًا

আমাকে মকবুল নেক আমল করিবার তওফিক দান করুন। আমাকে
কার্যকর ইল্হামের তওফিক দান করুন এবং প্রশংসনীয়
চেষ্টার তওফিক দান করুন

وَتِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ (۱۹۵) اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ

এবং এমন ব্যবসার তওফিক দান করুন যাহাতে লোকসান নাই। (১৯৫)
আয় আল্লাহ্! আপনার নিকট এই ভিক্ষা চাই

فِكَكَ رَقَبَتِي، مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى

যে, আমাকে দোষখ হইতে মুক্তি দিয়া দিবেন। আয় আল্লাহ্!

আমাকে সাহায্য করিবেন

غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْمَوْتِ (۱۹۶) اللَّهُمَّ

মৃত্যু যাতনার সময় এবং জীবন বাহির হইবার সময়।

(১৯৬) আয় আল্লাহ্!

اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى

আমার সব গুনাহ্ মাফ করিয়া দিন, আপনার রহমতে আমাকে ডুবাইয়া

রাখুন এবং উচ্চ শ্রেণীর দোস্তুদের সঙ্গে আমাকে রাখিবেন। (তথা

নবীগণ শহীদগণের সঙ্গে এবং অন্যান্য নেককারগণের সঙ্গে।)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا

আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন- আমি যেন কোন কিছুকে

আপনার শরীক না করি-

وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ

জানিয়া বুঝিয়া। আর না জানিয়া যাহা কিছু করিয়া থাকি তজ্জন্য

আপনার নিকট মাফ চাই। আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন

مِنْ أَنْ يَدْعُوا عَلَى رَحْمٍ قَطَعْتَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي

কোন আত্মীয়ের আত্মীয়তা ছেদন এবং তাহার বদ-দোয়া হইতে।

আয় আল্লাহ্! আমি

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْ شَرِّ

আপনার আশ্রয় গ্রহণ করি, অনিষ্ট হইতে ঐ সকল জীবের যে সকল
জীব বুকের উপর ভর করিয়া চলে এবং অনিষ্ট হইতে

مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ

ঐ সকল জীবের যে সকল জীব দুই পায়ে ভর করিয়া চলে এবং অনিষ্ট
হইতে ঐ সব জীবের যে সকল জীব

يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ-اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ امْرَأَةٍ

চারি পায়ে ভর করিয়া চলে। আয় আল্লাহ্! আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন যে স্ত্রী

تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَالدِّ يَكُونُ

আমাকে বার্ধক্যের পূর্বেই বৃদ্ধ করিয়া দেয় সেই স্ত্রী হইতে এবং যে সন্তান

عَلَى وَبِالْأَوْلَادِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا

আমার জীবনের বিপদ হয় সেইরূপ সন্তান হইতে এবং যে ধন-সম্পদ
আমার জন আজাব হয় সেইরূপ ধন-সম্পদ হইতে।

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ فِي الْحَقِّ بَعْدَ الْيَقِينِ

আয় আল্লাহ্! আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি- হকের উপর একীন ও
দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর আবার যেন তাহাতে কোন সন্দেহের
অসওয়াদ্হা আমার দিলে আসিতে না পারে।

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَعُوذُ بِكَ

আরও আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, মরদুদ শয়তান হইতে। আয় আল্লাহ্!
আমাকে রক্ষা করিবেন,

مِنْ شَرِّ يَوْمِ الدِّينِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ

কিয়ামতের দিনের ভীষণ ও ভয়াবহ অবস্থা হইতে। আয় আল্লাহ্!

আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি।

مَوْتِ الْفُجَاءَةِ وَمِنْ لَّدَغِ الْحَيَّةِ وَمِنَ السَّبْعِ

আমার মৃত্যু যেন হঠাৎ না হয়, সাপে কাটায় যেন মৃত্যু না হয়,

হিংস্র জন্তুর হাতে আমার জীবন না যায়,

وَمِنَ الْغَرَقِ وَمِنَ الْحَرَقِ وَمِنْ اَنْ اَخْرَّ عَلَى

আমি পানিতে ডুবিয়া, আঙনে পুড়িয়া বা উপর হইতে পতিত

হইয়া যেন না মরি,

شَيْءٍ وَمِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ

বা জিহাদের ময়দান হইতে পিঠ দিয়া না মরি।

(খতম করার পর বলিবে-)

আয় আল্লাহ্! পূর্বে পঠিত দোয়াসমূহ হইতে যাহা হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) ও হযরত মাওলানা শামছুল হক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির উপযোগী উহা তাঁহাদের পক্ষে এবং সমুদয় দোয়া আজিজুল হক ও গোলাম আজম এবং তাহাদের ও আমার পরিবারবর্গের পক্ষে কবুল করিয়া লউন-আমীন!!